আপোষহীন মর্দে মুজাহিদ
মাওলানা মুহাম্মাদ মাসঊদ আযহার -এর
বিপ্লবী জীবন ও জিহাদী ভাষণের অনন্য সংকলন

জীবন ও জিহাদ

মুফতী আবদুল্লাহ মাসঊদ

আমীরুল মুজাহিদীন মাওলানা মুহাম্মাদ মাসঊদ আযহারের
সংগ্রামী জীবন ও জিহাদী ভাষণের অনন্য সংকলন

জীবন ও জিহাদ

মূল

মুফতী আবদুল্লাহ মাসঊদ

মুফতী ও মুহাদ্দিস ঃ জামি'আ হাম্মাদিয়া
করাচী, পাকিস্তান

রূপান্তর

মাওলানা এম, এ, আবু মাসঊদ

গ্রন্থকার, অনুবাদক, সম্পাদক

পরিবেশক

(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
পাঠকবন্ধু মার্কেট (আন্ডার গ্রাউন্ড)
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

আমীরুল মুজাহিদীন মাওলানা মুহাম্মাদ মাসঊদ আযহারের
সংগ্রামী জীবন ও জিহাদী ভাষণের অনন্য সংকলন

জীবন ও জিহাদ

মূল ঃ মুফতী আবদুল্লাহ মাসঊদ

অনুবাদ ঃ মাওলানা এম, এ, আবু মাসঊদ

প্রকাশক

আবূ আব্দিল কাদীর
মুমতায লাইব্রেরী
ঢাকা, বাংলাদেশ

পরিবেশক

মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
পাঠকবন্ধু মার্কেট (আন্ডার গ্রাউন্ড)
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১৬৪৫২৭, ০১১-৮৩৭৩০৮

প্রকাশকাল

রবিউল আউয়াল ১৪২৫ হিজরী
এপ্রিল ২০০৪ ঈসায়ী

[সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতায
গ্রাফিক্স ঃ সাইদুর রহমান
আল-আশরাফ কম্পিউটার্স, ঢাকা

মূল্য ঃ সত্তর টাকা মাত্র

Mawlana Masud Azhar's
JIBON O JIHAD
By : Muftee Abdullah Masud
Translated by Mawlana M.A. Abu Masud
Price Tk. 70.00 US $ 4.00 only

অ র্প ণ

দিকে দিকে পূনঃ ইসলামের বিজয়কেতন উড্ডিন করতে যারা অহর্নিশ ব্যস্ত রয়েছেন, বিশ্বের বিভিন্ন জনপদে মজলুমানদের কলজে ছেচাঁ চিৎকার থামাতে যারা পাড়ি দিচ্ছেন রক্ত পিচ্ছিল পথ প্রান্তর সাগর বন্দর, আরাম-আয়েশ আর ভোগ-বিলাস ত্যাগ করে যারা পাহাড় পর্বত বন-জঙ্গল আর গিরিগুহাকে বানিয়েছেন নিজ আবাস স্থল।

সেই সব সাহসী মর্দে মুজাহিদদের পবিত্র হাতে

- আবূ মাসউদ

প্রকাশকের কথা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মাওলানা মুহাম্মদ মাসঊদ আযহার (দাঃ বাঃ) এ যুগের আযাদী প্রিয় মুসলিম নওজোয়ানদের আদর্শ। তাঁর নির্ভিক জিহাদী কর্মকান্ড, অনলবর্ষী বক্তৃতা, ও আশা জাগানিয়া কলম ঘনান্ধকারাচ্ছন্ন বিপুল হতাশার মাঝেও তরুন মুসলিম মানসকে আলোড়িত করে, উৎসাহিত করে নিয়ম নামের অনিয়মকে ভেঙ্গে চুড়ে খান খান করে দিয়ে, নতুন দিনের সুপ্রভাত ফিরিয়ে আনার।

যিনি জিহাদের দাওয়াত নিয়ে ঘুমন্ত মুসলিম বিশ্বকে জাগ্রত করার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সফর করছেন। বিভিন্ন রনাঙ্গণে অস্ত্র হাতে ঝাপিয়ে পড়েছেন খোদাদ্রোহী ইসলামের শত্রুদের উপর এবং এক্ষেত্রেও তিনি বীরত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন সার্থকভাবে। اسیر ہند (হিন্দুস্তানের বন্দী) মাওলানা মাসঊদ আযহার ছাহেব (দাঃ বাঃ) দীর্ঘ ছয় বৎসরকাল হিন্দুস্তানের বিভিন্ন নির্যাতন কেন্দ্র ও জেলখানায় অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয়ে, সাহাবায়ে কেরামের ও আকাবিরে উম্মাতের আদর্শকেই শুধু সমুজ্জল করেছেন তা নয় বরং তিনি ধৈর্যের পাহাড় হয়ে এ কথা দুনিয়ার সমস্ত কাফের সম্প্রদায়কে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আল্লাহর বান্দার মাথা শুধুমাত্র আল্লাহর সামনেই নত হবে, শত নির্যাতন করলেও এ মাথা অন্য কারো সামনে সামান্যও অবনত হবে না।

বঞ্চনা আর হতাশায় যখন সমগ্র জগত ছেয়ে গেছে, মুসলমানও যখন কিছুটা হলেও হতাশায় নিমজ্জিত, ঠিক তখনি বিমান ছিনতাই-এর মাধ্যমে

মাওলানা মুহাম্মাদ মাসঊদ আযহারের মুক্তি লাভের বিরল বিস্ময়কর ঘটনায় সমগ্র দুনিয়ার মুসলমানদের মাঝে বিশেষ করে যুগ সচেতন মুসলিম তরুণ সম্প্রদায়ের হৃদয়ে আনন্দের বন্যা বয়ে যায় এবং পরের দিনের ঈদও উদযাপিত হয় কানায় কানায় আনন্দে ভরা। আর সে সময় থেকেই আমাদের দেশের যুব সমাজের হৃদয়ের গভীরে মাওলানা মাসঊদ আযহার একটি শ্রদ্ধার আসন করে নেন এবং অনেকেই ব্যাকুল হয়ে তার জীবন সম্পর্কে জানতে চান।

আমিও সে সকল আযাদী প্রিয় যুব মানসের চাহিদা পূরনের জন্য মাসঊদ আযাহারের জিবনী সম্পর্কে খোঁজ করতে থাকি। এরই মধ্যে এক বন্ধু اسیر ہند। (হিন্দুস্তানের বন্দী) নামক অপূর্ব একটি কিতাব পাকিস্তান থেকে আমার জন্য পাঠান। "জীবন ও জিহাদ" মূলত এরই বাংলা রূপান্তর। রূপান্তরের এ কাজটি সুচারুরূপে সম্পাদন করেছেন, প্রতিষ্ঠিত লেখক ও অনুবাদক জনাব মাওলানা এম, এ, আবূ মাসঊদ।

আমরা বইটি সুন্দর সাবলীল ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করেছি, তারপরও যদি কারো দৃষ্টিতে কোন অসঙ্গতি ধরা পড়ে তাহলে আমাদেরকে জানালে আমরা পরবর্তী সংস্করণে শুধরে দিবো ইনশাআল্লাহ!

বইটি পাঠ করে যদি কারো অন্তরে উম্মতে মুসলিমাহ্‌র জন্য দরদ পয়দা হয় এবং জিহাদের বাহ্যত কঠিন পথে পা রেখে শহীদানের অমর কাফেলায় শরীক হওয়ার আকাংখা জাগ্রত হয়, তাহলেই আমরা আমাদের শ্রম সার্থক মনে করবো।

ইয়া আল্লাহ্! তুমি আমাদের সহায় হও, আমাদেরকে সাহস দাও, আমাদের দৃষ্টিকে খুলে দাও, তোমার দ্বীনের জন্য আমাদেরকে কবুল কর। আমীন।

ইয়া রাব্বাশ শুহাদায়ে ওয়ালমুজাহিদীন।

বিনীত

তারিখ ঃ ২০/০৪/০৪ ঈসায়ী

আবূ আব্দিল কাদীর

পূর্ব কথা

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّى عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

জিহাদ ইসলামের অন্যতম মৌলিক বিধান। হাদীস শরীফের ভাষ্যমতে জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। ইসলামী বিধানে জিহাদ করা ফরয, জিহাদ ইসলামের একেবারে সূচনাতে ফরয না থাকলেও পরবর্তীতে সময় ও পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে স্থায়ীভাবে পর্যায়ক্রমে জিহাদ ফরয করে দেয়া হয়েছে।

প্রথমতঃ শুধু আক্রান্ত হলেই তার জবাবে প্রতিরোধমূলক জিহাদের বিধান দেয়া হয়েছিলো। ইরশাদ হচ্ছে ঃ

اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ، وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ

তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো, যারা আক্রান্ত হয়েছে, কারণ তারা অত্যাচারিত হয়েছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআ'লা তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম। (সূরা হজ্ব-৩৯)

অতঃপর পর্যায়ক্রমে জিহাদের যে চূড়ান্ত বিধানটি আল্লাহপাক মুসলিম উম্মাহর প্রতি আরোপ করেছেন, তাতে ইসলাম বিদ্বেষী অপশক্তির বিরুদ্ধে চূড়ান্ত পর্যায়ের সর্বাত্মক জিহাদ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ রয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে ঃ

وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَافَّةً

"তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মকভাবে যুদ্ধ করবে যেভাবে তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক ভাবে যুদ্ধ করে থাকে। (সূরা তাওবা-৩৬)

অন্যত্র পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ

তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকবে যতক্ষণ না ফিৎনা দূরীভূত হয় এবং যে যাবত না আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। (সূরা-আল-বাকারা-১৯৩)

শুধু তাই নয় বরং জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণের প্রতি নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন ঃ

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّااسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ
تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّاللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ

তোমরা তাদের (ইসলামের দুশমনদের) সাথে যথাযথভাবে মুকাবিলা করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত করে রাখবে। যা দ্বারা তোমরা তোমাদের দুশমন ও আল্লাহর দুশমনদের ভীতসন্ত্রস্ত করবে।

(সূরা-আন ফাল-৬০)

জিহাদের পথে শুধু শক্তি ব্যয় নয় বরং অর্থও ব্যয় করার বিধান দিয়েছে ইসলাম। আল্লাহ্ পাকের দীনকে প্রসারিত করা ও দীনের অগ্রগতির পথে সৃষ্ট সকল প্রতিবন্ধকতাকে দূরীভূত করার জন্য নিজের জীবন, সম্পদ ও অর্থ ব্যয় করার নির্দেশ দিয়ে মহান আল্লাহ্ ইরশাদ করেন ঃ

اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ، ذٰلِكُمْ خَيْرٌلَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

"তোমরা জিহাদে বেরিয়ে পড়ো সল্প বা প্রচুর সরঞ্জাম সহকারে এবং জিহাদ করো আল্লাহর পথে নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে, এটি তোমাদের জন্য অতি উত্তম কাজ। যদি তোমরা অনুধাবন করতে পারো। (সূরা-তাওবা-৪১)

জিহাদের বিধান দেয়ার সাথে সাথে ইসলামে মুজাহিদদের সুমহান মর্যাদার কথা যেমন বলা হয়েছে তেমনি বলে দেয়া হয়েছে জিহাদ পরিহার করার পরিণতির কথা। বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হুরাইরা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর পথে জিহাদরত ব্যক্তির উপমা ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে ব্যক্তি বিরতিহীনভাবে রোযা রাখে এবং রাতভর নামায পড়ে এবং কুরআন তিলাওয়াতে লিপ্ত থাকে। যে কোনদিন রোযা কিংবা সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে ত্রুটি করে না। দ্বীনের পথের মুজাহিদ গৃহে প্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত এরূপ সাওয়াব লাভ করতে থাকবে। (বুখারী ও মুসলিম)

জিহাদ পরিহার করার পরিণতির কথা বর্ণনা করে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَاقِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ اِلَى الْاَرْضِ ط اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِالدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ج فَمَامَتَاعُ الْحَيٰوةِالدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّاقَلِيْلٌ (٣٨) اِلَّاتَنْفِرُوْا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًاوَّيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَاتَضُرُّوْهُ شَيْئًا ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْ ءٍ قَدِيْرٌ (٣٩)

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের হলো কি ? যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে বেরিয়ে পড়তে বলা হয় তখন তোমরা মাটি আঁকড়ে ধরো। তোমরা কি আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন নিয়ে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে ? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন নিতান্তই নগণ্য। মনে রেখো, তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদে যদি বের না হও তাহলে আল্লাহ তোমাদের কঠোর শাস্তি দিবেন এবং অন্য এক জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করে দিবেন। তোমরা তার কোনই ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (সূরা তাওবা-৩৮, ৩৯)

এভাবে পবিত্র কুরআনের অন্তত সাড়ে চারশত আয়াতে এবং হাদীস শরীফের অগণিত বর্ণনায় জিহাদের গুরুত্ব, ফযীলত ও এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন বিধান পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে বর্ণনা করা হয়েছে মুজাহিদের মর্যাদা ও জিহাদ থেকে পশ্চাদপসরণ করার কঠোর শাস্তি ও পরিণতির কথা।

এ থেকে আমরা জিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারি। এ জিহাদী পথে যুগে যুগে অক্লান্ত ত্যাগ ও কুরবানী স্বীকার করেছেন অনেক মর্দে মুজাহিদ। অনেকে শামিল হয়েছেন শহীদানের নূরানী কাফেলায়।

ভীতু কাপুরুষ নয় বরং আল্লাহর পথে সিংহের ন্যায় সাহসী ভূমিকা রাখার জন্য জিহাদের ময়দানে একজন নির্ভীক মর্দে মুমিনের ভূমিকায় রণগর্জন হেকে ইসলামের মাহাত্ম্য ও অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতেই আমাদের দুনিয়ায় প্রেরণ করা হয়েছে।

জিহাদের এ সুমহান জীবনকে যারা যথাযথভাবে আঁকড়ে ধরেছেন, যারা এ পথে নিজের সময় ও সামর্থ বিলীন করেছেন এবং যারা বর্তমান ও অনাগত ভবিষ্যৎ মুসলিম সন্তানদের জন্য জিহাদের আদর্শ ও মডেল হতে পারেন, নির্ভীক মর্দে মুজাহিদ, নির্যাতিত মযলূম সিপাহসালার হযরত মাওলানা মাসঊদ আযহার তাদেরই একজন।

শৈশবে যিনি লালন করতেন জিহাদী স্পৃহা, যৌবন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যিনি এক মুহূর্তের জন্যও এ নূরানী পথ থেকে সরে দাঁড়াননি, আহার নিদ্রার হিসেব না করেই যিনি দিবানিশি জিহাদী তৎপরতায় লিপ্ত আছেন, যিনি তার নিজ জন্মভূমি পাকিস্তানসহ গোটা মুসলিম উম্মাহর কানে জিহাদের ডাক পৌঁছে দিতে অহর্নিশ ব্যাপৃত। তারই সংক্ষিপ্ত জীবনচিত্র ও কিছু মূল্যবান ভাষণ দ্বারা তৈরি করা হয়েছে বর্তমান গ্রন্থ মর্দে মুমিন মাওলানা মাসঊদ আযহারের "জীবন ও জিহাদ"।

বর্তমান গ্রন্থটি প্রস্তুত করা হয়েছে মূলতঃ হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুল্লাহ মাসউদ কর্তৃক উর্দূ ভাষায় রচিত "আসীরে হিন্দ" গ্রন্থের ছায়া অবলম্বনে। এ গ্রন্থের সকল তথ্যই সে গ্রন্থ থেকে নেয়া। তবে ক্ষেত্র বিশেষে সংযোজন বিয়োজন ও পরিমার্জনের বিষয়টি আমরা লক্ষ্য রেখেছি সযত্নে।

বর্তমান গ্রন্থের শুরুর দিকে মাওলানা মাসঊদ আযহার সাহেবের জন্ম, শিক্ষা জীবন, জিহাদী জীবন ইত্যাদিসহ তার মোটামুটি সংক্ষিপ্ত জীবনী আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনা করা হয়েছে তার বন্দী জীবনের লোমহর্ষক কাহিনী এবং দীনের জন্য তার অসাধারণ ত্যাগ ও কুরবানীর কথা,

এ গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে মাওলানা মাসঊদ আযহারের আনন্দময় ও বিস্ময়কর কারামুক্তির কথা। বিমান ছিনতাইয়ের মাধ্যমে গো-পূজারী ইন্ডিয়ান মালউন গোষ্ঠী কীভাবে তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয় তার বিস্তারিত বিররণও এতে আলোচিত হয়েছে।

গ্রন্থের শেষের দিকে সংযুক্ত রয়েছে বিশিষ্ট বাগ্মী ও কলম-সৈনিক হযরত মাওলানা মাসঊদ আযহারের কয়েকটি অতি মূল্যবান ভাষণ, যে ভাষণগুলো পড়লে বা শুনলে যাদের শরীরে প্রাণ আছে তাদের শিরায় শিরায় নাড়া দেয় জিহাদী স্প্রীট, নতুন করে জেগে উঠে মুমিন আত্মা জিহাদী জযবায়।

একজন মর্দে মুজাহিদের জীবন সম্পর্কে অবগতি লাভ, জিহাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন, সর্বপরি জিহাদী চেতনায় জাগ্রত হওয়ার দিক বিবেচনায় গ্রন্থটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ও অবশ্যপাঠ্য।

বর্তমান গ্রন্থটি রচনার এ খেদমতটুকু করার জন্য যারা আমাকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন তাদের শুকরিয়া জানাই। বিশেষত যিনি মূল উর্দূ গ্রন্থটি আমার হাতে দিয়ে বারবার আগ্রহ প্রকাশ করে আমাকে দ্রুত কাজটি সমাধা করতে অনুপ্রাণিত করেছেন, আমি তার অকুণ্ঠ শুকরিয়া জ্ঞাপন করি।

গ্রন্থটি পাঠ করে মুসলিম মানসে যদি বিস্মৃত প্রায় জিহাদের ক্ষেত্রে খানিকটা সচেতনতা সৃষ্টি হয় তবেই আমার শ্রম সার্থক মনে করবো। খুবই সামান্য সময়ে রচিত এ গ্রন্থটির কোথাও কোন ধরনের অসামঞ্জস্যতা বা বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে সম্মানিত পাঠকবৃন্দ আমাদের তা অবগত করবেন এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

বিনয়াবনত

এম. এ আবু মাসঊদ

সূচীপত্র

মাওলানা মাসঊদ আযহারের বিশাল ব্যক্তিত্ব

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মাসঊদ আযহার ১৯৬৮ ঈসায়ী সালে পকিস্তানের বাহওয়ালপুর নিবাসী জনাব মাষ্টার আল্লাহ বখশ ছাহেবের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পর তিনি ১৯৮০ ঈসায়ী সালে পাকিস্তানের বৃহত্তম ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামি'আ উলূমুল ইসলামিয়া বিন্‌নূরী টাউন, করাচীতে ভর্তি হন। দীর্ঘ নয় বছর সেখানে কৃতিত্বের সাথে লেখাপড়া করার পর ১৯৮৯ ঈসায়ী সালে শিক্ষা সমাপনের পর দুই বছর সেখানেই তিনি অধ্যাপনার কাজ করেন। এ সময়ে কয়েকবার তিনি স্বশরীরে আফগান জিহাদে অংশগ্রহণ করেন এবং জিহাদের আহবান সম্বলিত অগণিত পুস্তক পুস্তিকাও রচনা করেন। ১৯৯০ ঈসায়ী সালে তিনি 'সাদায়ে মুজাহিদ' (মুজাহিদের ডাক) নামে একটি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করেন।

জিহাদী আন্দোলনের একজন শীর্ষ নেতা হিসেবে তিনি আন্তর্জাতিক জিহাদী কর্মসূচীর অংশ হিসেবে সউদী আরব, সংযুক্ত আরব আমীরাত, বাংলাদেশ, বার্মা, আফ্রিকা, বৃটেন, উজবেকিস্তানসহ বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র সফর করেন।

২৬ শে জানুয়ারী ১৯৯৪ ঈসায়ী তারিখে তিনি কাশ্মীরের মযলূম মুসলমানদের অবস্থা জানার জন্য একজন সাংবাদিকের ভূমিকায় পাকিস্তান থেকে প্রথমে দিল্লী এবং তথা হতে শ্রীনগর গিয়ে পৌঁছলেন। কিন্তু ১০ ফেব্রুয়ারী তারিখে ভারত আন্তর্জাতিক রীতি-নীতি লংঘন করে একজন মহান সাংবাদিককে তার কলমসহ জিঞ্জিরাবদ্ধ করে চরম ধৃষ্ঠতা প্রদর্শনের এক ঘৃনিত নযীর স্থাপন করলো। শুধু তাই নয়, তাঁর উপর চালানো হলো আমানবিক নির্যাতন ও নিপীড়ন।

হযরত মাওলানা মাসঊদ আযহার সাহেব তার জিহাদী ব্যক্তিত্ব ও জিহাদী আহবানে বলিষ্ঠ ভূমিকার কারণে বিশ্বসমাজে এতটাই পরিচিত যে, নতুন করে তার কোন পরিচয় দেয়ার অপেক্ষা রাখে না। এছাড়া তার জ্বালাময়ী ভাষণ ও অনলবর্ষী বক্তৃতার কারণে গোটা বিশ্ব তাকে বিশেষভাবে জানে। কারণ একটি সংক্ষিপ্ত সময়েই মাওলানা মাসঊদ আযহার বৃটেন, আফ্রিকা, সংযুক্ত আরব আমীরাত, সৌদী আরবসহ বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের আনাচে কানাচে তার আবেগপূর্ণ উর্দূ ও আরবী বক্তৃতার মাধ্যমে ঈমানদীপ্ত মুসলিম মনে জিহাদী প্রেরণার অগ্নিমশাল প্রজ্জ্বলিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি তার ভাষণে জিহাদী তেজদীপ্ততার অগ্নিস্ফুলিংগকে যে অগণিত মুমিন হৃদয়ে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁর নিষ্ঠাপূর্ণ বক্তব্য মুসলিম মনকে ব্যাপকভাবে নাড়া দিতে সক্ষম হয়েছিলো তা এ থেকে অনুমান করা যায় যে, মাওলানার দাওয়াতের বরকতে আজ বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুসলিম নওজোয়ানেরা জিহাদী প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য দলে দলে এসে একত্রিত হচ্ছে। মহান আল্লাহ পাকের শোকর যে, আজ কাশ্মীর, তাজিকিস্তান, বসনিয়া, বার্মাসহ বিভিন্ন দেশের জিহাদী ময়দানে এসব মুজাহিদ তাদের জীবনের নযরানা পেশ করে চলছে। এবং তাদের মাধ্যমে ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরয বিধান জিহাদের অনুশীল ও বাস্তবায়ন ঘটছে।

মাওলানা মাসঊদ আযহার সাহেবের বয়ান ও বক্তৃতার গ্রহণযোগ্যতা ও মহান আল্লাহর দরবারে তার মাকবুলিয়্যাতের একটি ছোট্ট উপমা হলো "বাবরী মসজিদ নামে তার যে বক্তৃতার ক্যাসেটটি বাজারজাত করা হয়েছিলো, এক নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যান মতে এযাবত তা এক লক্ষেরও অধিক কপি মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে এবং এখনো তার প্রচার অব্যাহতভাবে চলছে।

হযরত মাওলানার বক্তৃতা সম্পর্কে হযরত মুফতী আবদুর রহীম সাহেব (মুদ্দাঃ আলী) একটি চমৎকার ও মূল্যবান কথা বলেছেন। তিনি বলেন, হযরত মাওলানা মাসঊদ আযহার সাহেবের কিতাবসমূহ ও তার বক্তৃতার ক্যাসেট আমরা আমেরিকার একটি দ্বীপের লোকদের কাছেও দেখেছি। হযরত মাওলানা যখন বৃটেন সফরে গিয়েছিলেন। তখন সে সফরের মাত্র

সাতাইশ দিনের সংক্ষিপ্ত সময়ে তিনি বৃটেনের বিভিন্ন শহরে সর্বমোট ৪৪ টি বক্তব্য রেখেছিলেন।

সেসব বক্তব্যের পূর্ণ অডিও ক্যাসেট সৌদী আরব, সংযুক্ত আরব আমীরাত, বাহ্‌রাইন, ইন্ডিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রেরণ করা হয়েছে। এ ছাড়া এ ক্যাসেটসমূহের কপি যখন পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে পাঠানো হলো তখন তার হাজার হাজার কপি তৈরি হতে থাকলো। কোন কোন সাথী আমাকে এ সংবাদও শুনিয়েছেন যে, হযরত মাওলানা মাস্‌উদ আযহারের "বাবরী মসজিদ" সংক্রান্ত ক্যাসেটটি ভারতের তৎকালীন সংসদেও শোনানো হয়েছে।

এ ব্যাপারে হযরত মাওলানা মাস্‌উদ আযহার নিজেই বলেছেন, ভাইয়েরা! তোমাদের প্রতি আমার উদাত্ত আহব্বান হলো, জিহাদের এ দাওয়াতকে তোমরা পৃথিবীর আনাচে কানাচে পৌঁছে দাও! যাতে কিয়ামতের কঠিন সময়ে একথা বলে কারো অপারগতা প্রকাশের সুযোগ না থাকে যে, জিহাদের পথের কোন আহব্বায়ক আমাদের মাঝে আসেনি, আমাদেরকে কেউ জিহাদের পথে ডাকেনি।

হযরত মাওলানার বক্তব্য শোনার পর মুমিন হৃদয়ে এতটাই স্পৃহা ও চেতনার সৃষ্টি হয় যার দরুন মনে হয় এখান থেকেই জিহাদে চলে যাই। তাঁর বক্তৃতা শোনার পর এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, মানুষের কাছে তখন তার নিজের অবস্থান নিন্দনীয় মনে হতে থাকে। এমন মনে হয় যে, এ যাবত আমি একটা বেকার জীবন যাপন করেছি। সে মতে মুসলিম নওজোয়ানেরা তৎক্ষণাত দলে দলে জিহাদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গিয়ে জমায়েত হতে শুরু করে এবং প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে তারা মযলূম রাষ্ট্রসমূহের সীমান্ত এলাকায় এই অপেক্ষায় অপেক্ষমান থাকে যে, কখন নির্দেশ আসবে আর কখন অনুমতি পাব এবং জিহাদের ময়দানে গিয়ে নিজের জীবন আল্লাহ পাকের পথে কোরবান করে দিব।

স্ব-শরীরে জিহাদে অংশগ্রহণ

হযরত মাওলানা মাস্‌উদ আযহার সাহেব পাকিস্তানে কর্মরত থাকা কালেও অধিকাংশ সময়েই তিনি মুজাহিদদের সেনা ছাউনী ও রণাঙ্গনেই

কাটিয়েছেন, এবং এটাই ছিলো তার পছন্দনীয় কাজ এরপর এক সময় তিনি এভাবে আফগানিস্তানের রণাঙ্গনে চলে গেলেন। যাওয়ার পূর্বে নিজের সমুদয় সম্পদ জিহাদের জন্য ওয়াকফ করে দিলেন এবং শাহাদতের বুকভরা আকাঙ্খা নিয়ে তিনি স্বশরীরে রণাঙ্গনে উপস্থিত হয়ে গেলেন। জিহাদরত অবস্থার এক পর্যায়ে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হলেন। সে সময়ের বিবরণ দিয়ে তিনি নিজেই তার এক ভাষণে বলেন, সে সময় আমার বুকে এ আশার সঞ্চার হয়েছিলো, আমার বুঝি শাহাদাতের সৌভাগ্য নসীব হবে। অতঃপর তিনি তীব্র অনুশোচনার "আহ!" শব্দ উচ্চারণ করে বলেন, আমাদের মত লোকদের কপালে কি আর শাহাদাত নসীব হবে। এটাতো খোশ কিসমত ও সৌভাগ্যশালীদেরই ভাগ্যে জুটে থাকে। এ কথা থেকে মাওলানা মাসঊদ আযহারের বিনয় ও নম্রতার প্রমাণ মিলে।

সংক্ষিপ্ত কথা হলো, যেহেতু এখানে মাওলানা সাহেবের জিহাদী দাওয়াতের ক্ষেত্রে চেষ্টা-প্রচেষ্টা, ত্যাগ-কুরবানী ও অক্লান্ত সাধনার কথা আলোচনা করাই উদ্দেশ্য তাই অন্য আলোচনা দীর্ঘায়িত করতে চাচ্ছি না। তা না হলে হযরত মাওলানার জিহাদে অংশগ্রহণের ঘটনাপ্রবাহ এতই অধিক যে, তা বর্ণনা করার জন্য বিশাল একটি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করা প্রয়োজন হবে।

জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে

সেটি ছিলো এক ঐতিহাসিক দিন, ১৯৩২ ঈসায়ী সালের ১৯ শে আগস্ট যুগের ইমাম হযরত আল্লামা সাইয়্যেদ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ) নিজ দোস্ত আহবাবদের নিয়ে পাকিস্তানের বাহওয়ালপুর গমন করলেন। এখানে তিনি খতমে নবুওয়াতের অস্বীকারকারী কাদিয়ানীদেরকে অমুসলিম ঘোষণার জন্য প্রথম মোকাদ্দমা অথবা আইনী লড়াই লড়েন এবং খতমে নবুওয়াত আন্দোলনের ভিত রচনা করেন।

এরপর পর্যায়ক্রমে সে আন্দোলনকে আরো বেগবান ও গতিশীল করেন আমীরে শরীয়ত সাইয়্যেদ শাহ আতাউল্লাহ বুখারী (রহঃ)। তিনি "মজলিসে

আহরারে ইসলাম” নামে একটি সক্রিয় জিহাদী কাফেলা সৃষ্টি করে আন্দোলকে চূড়ান্ত রূপদান করেন।

হযরত আমীরে শরীয়তের সে জিহাদী আন্দোলনের বিশেষ সহযোগী হিসেবে তিনি বাহওয়ালপুরের অনুকূল ভূমিতে জনাব মুহাম্মদ হাসান চাগতায়ীর মত ব্যক্তিত্বকে পেয়ে যান। যিনি খতমে নবুওয়াত আন্দোলনে বীরত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৯৯২ ঈসায়ী সাল পর্যন্ত মজলিসে আহরারে ইসলাম আল আলমী”-এর সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহঃ)-এর মত বিশাল ব্যক্তিত্বের পদধূলি ছাড়াও বাহওয়ালপূরের আরো একটি গৌরব ও বৈশিষ্ট্যের দিক হলো, খতমে নবুওয়াত আন্দোলনের নির্ভীক মুজাহিদ জনাব মুহাম্মাদ হাসান চাগতায়ীর সুযোগ্য সন্তান এবং মিরপুরের সাইয়্যেদের আধ্যাত্মিক নেতা জনাব আল্লাহদত্ত আতা (রহঃ)-এর ছেলে মাষ্টার আল্লাহ বখশ সাহেবের ঘরে ১৯৬৮ ঈসায়ী সালে একজন শিশুর জন্ম হলো। যে শিশুকে আজ গোটা বিশ্ব মুজাহিদে ইসলাম মাওলানা মাস্‌উদ আযহার নামে স্মরণ করে থাকে।

প্রাথমিক শিক্ষা-দীক্ষা

হযরত মাওলানা মাস্‌উদ আযহার শৈশবকাল থেকেই ছিলেন ব্যতিক্রম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। মহান আল্লাহ তার মাঝে ছোটবেলা থেকেই অনেক বিশেষত্বের সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। জীবনের প্রথম থেকেই তার চেহারায় বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, ও ভদ্রতার নিদর্শন সুস্পষ্ট ছিলো। চার বছর বয়সে হযরত মাওলানাকে একটি কওমী মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেয়া হলো। সেখানে তিনি পবিত্র কুরআন ও প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। অতঃপর তিনি বাহওয়ালপুরের সরকারী মডেল স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন। সেখানে ষষ্ঠ শ্রেণী পড়ার পর তিনি তাঁর চাচা মুহাম্মাদ ইকবাল সাহেবের সাথে রহীম ইয়ার খান চলে যান এবং সেখানে পাইলট সেকেন্ডারী স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং এক বছর সেখানে পড়াশুনা করেন।

জনাব মাওলানার পিতা ছিলেন একজন উর্দূ ভাষা সাহিত্যিক। বিশেষত ঃ ইকবাল কাব্যের তিনি ছিলেন একজন প্রথিতযশা শিক্ষক। যার ফলে আল্লামা ইকবালের বিভিন্ন কবিতা ও উর্দূ ভাষার কঠিন শব্দসমূহ তিনি মাওলানাকে মুখে মুখেই শিক্ষা দিতেন এবং কণ্ঠস্থ করিয়ে দিতেন। এসব কারণে তিনি উর্দূ ভাষা সাহিত্যে যথেষ্ট অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিলেন। ফলে স্কুলে ও তিনি একজন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছাত্র হিসেবে বিশেষ সম্মানের অধিকারী ছিলেন। তার নানা জনাব মুহাম্মাদ হাসান চাগতায়ী সাহেব যেহেতু একজন আন্দোলনী ও বিপ্লবী মনমানসিকতার অধিকারী ব্যক্তি ছিলেন, তাই তিনি মাওলানা মাসঊদ আযহারকে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা লিখে দিতেন এবং তার সাথে বিভিন্ন সভা-সমাবেশে নিয়ে যেতেন। সেখানে তাকে দিয়ে বয়ান করাতেন। স্কুলের বিভিন্ন বক্তৃতা প্রতিযোগিয় তিনি একজন উল্লেখযোগ্য প্রতিযোগী হিসেবে অংশগ্রহণ করতেন এবং বিশেষ সাফল্য সহকারে বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে বিজয়ী হতেন।

বিন্‌নূরী টাউন জামি'আয় ভর্তি

মাওলানার সম্মানিত পিতা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে এরূপ ইচ্ছা করে রেখেছিলেন যে, আমি আমার সবচাইতে মেধাবী ও যোগ্য ছেলেকে দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত করবো। এ কারণে সপ্তম শ্রেণী পড়ার পর ১৯৮০ ঈসায়ী সালে তিনি পাকিস্তানের বৃহত্তম ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামি'আতুল উলূমুল ইসলামিয়া আল্লামা বিন্‌নূরী টাউন, করাচীতে মাওলানা মুফতী আবু বকর সাঈদুর রহমানের মাধ্যমে ভর্তি করিয়ে দিলেন।

দ্বীনী শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে মাওলানার পূর্ব থেকেই ছিলো এক অদম্য উৎসাহ। এ কারণে শিক্ষাজীবনের শুরু থেকেই তিনি তাঁর উন্নত গুণাবলী যেমন, পড়াশুনায় একনিষ্ঠতা ও গভীর লিপ্ততা, মেধা ও যোগ্যতা, তাকওয়া ও পরহেযগারীসহ আরো অন্যান্য উন্নত চারিত্রিক ও নৈতিক বৈশিষ্ট্য হেতু সকল উস্তাদগণের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেন।

বিশেষতঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের ইমাম হযরত মুফতী আহমাদুর রহমান (রহঃ) এবং মাওলানা আবদুস সামী (রহঃ) সাহেব দ্বয়ের

বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ ও তাদের একান্ত স্নেহভাজন হয়ে উঠেন। এ কারণে ইলমী যোগ্যতা ও বিভিন্ন অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে তিনি আরো বেশি ব্যুৎপত্তি অর্জনে সক্ষম হন। মাদ্‌রাসার পরীক্ষাসমূহে এবং বিভিন্ন উপলক্ষে অনুষ্ঠিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত কৃতিত্ব রেখে অত্যন্ত সম্মানজনকভাবে বিজয়ী হতেন বিধায় তিনি উস্তাদগণের কাছ থেকে বিশেষ ধন্যবাদ ও দু'আ এবং পুরস্কার লাভ করতেন।

ইসলাহী বাই'আত

হযরত মাওলানা মাসঊদ আযহারের মন-মানসিকতায় সৃষ্টিগতভাবেই মহান আল্লাহ তা'আলা নেক আমলের উদ্দীপনা ও বুযুর্গানে দীনের ফয়েয ও বরকত লাভের এক বিশেষ প্রেরণা দান করেছিলেন।

জামি'আ বিন্‌নূরী টাউনে অধ্যয়নরত অবস্থাতেই তৃতীয় বছর এ দুর্লভ ব্যক্তিত্ব ও মুক্তাতুল্য তালিবে ইলম জনাব মাওলানা মাসঊদ আযহার বিশিষ্ট ওলিয়ে কামেল, তরীকতের অন্যতম রাহবর, পাকিস্তানের মুফতীয়ে আযম জনাব মুফতী ওলী হাসান সাহেব (রহঃ)-এর সংস্পর্শ লাভ করেন এবং তাঁর সাথে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপনের সৌভাগ্য অর্জন করেন। মাওলানা মাসঊদ আযহার জনাব মুফতী সাহেবের হাতে ইসলাহী বাই'আতও গ্রহণ করেন এবং নিজের দোস্ত আহবাবদেরকেও বাই'আত হতে উৎসাহিত করতে থাকেন। সেমতে ১৯৮৪ ঈসায়ী সালে এ বর্ণনাকারী (মুফতী আবদুল্লাহ মাসঊদ) যখন বিননূরী টাউনে ভর্তি হলেন এবং যে কক্ষে তাঁকে থাকতে দেয়া হলো, ভাগ্যগুণে সে কক্ষেই হযরত মাওলানা মাস্‌ঊদ আযহারও থাকতেন। মুফতী আবদুল্লাহ মাস্‌ঊদ সাহেব বলেন, শিক্ষা-দীক্ষা, লিখা ও বক্তৃতার সাথে সাথে তিনি তখন আমাকে ইসলাহী বাই'আতের ব্যাপারেও গুরুত্ব আরোপ করলেন। সেমতে আমিও হযরত মাওলানা মুফতী ওলী হাসান সাহেবের হাতে বাই'আত হয়ে গেলাম। আলহামদুলিল্লাহ! এরপর থেকে মাওলানা মাসঊদ আযহার সাহেবের সাথে আমার অনেক ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হয়ে গেলো এবং প্রত্যেকটি ব্যাপারেই তিনি আমাকে নির্দেশনা ও সৎপরামর্শ দিতে থাকলেন।

হযরত মাওলানা মাসঊদ আযহার দীর্ঘ বার বছর জনাব মুফতী সাহেবের সংস্পর্শে কাটালেন এবং শিক্ষা-দীক্ষার সাথে সাথে তিনি আধ্যাত্মিক দিক থেকেও বিশেষ পূর্ণতা লাভ করতে সক্ষম হন।

অধ্যাপনা

মাওলানা সাহেবের ছাত্র জীবনেই অবসর সময়ে কয়েকজন শিক্ষার্থী মাওলানার কাছে কিছু বৈষয়িক কিতাব অধ্যয়ন করতো। হযরত মাওলানার যোগ্যতা ও জ্ঞান-গভীরতার ব্যাপারে প্রত্যেকেই খুব ভালভাবে অবগত ছিলো। ফলে শিক্ষা সমাপনের সাথে সাথেই জামি'আর শিক্ষা বিভাগ সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে জামি'আর শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দান করলো। এভাবেই মাওলানার গৌরবময় অধ্যাপনার জীবনের শুভ সূচনা হলো।

শিক্ষকতার প্রাথমিক সময়ে তাকে কিছু নাহু ও সরফের মৌলিক কিতাবাদি পড়াতে দেয়া হয়েছিলো। এছাড়া বিদেশী ছাত্র যাদেরকে শুধু আরবী ভাষায় পড়াতে হতো তাদের বেশিরভাগ ক্লাশই হযরত মাওলানার কাছে ছিলো। কারণ আরবী ভাষায় তাঁর ছিলো বিশেষ পারদর্শিতা ।

আফগানিস্তানের পথে মাওলানা মাসঊদ আযহার

ঈসায়ী ১৯৮৮ সালে হযরত মাওলানা মুফতী আহমাদুর রহমান (রহঃ) আফগানিস্তানে গমন করলেন এবং বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎ করলেন। সে সময় জনাব মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানীর সাথেও তিনি সাক্ষাৎ করেন। তাঁর কাছে জনাব মুফতী সাহেব নিজের এ অভিপ্রায়ের কথা ব্যক্ত করেন যে, আমি আমার মাদ্‌রসার ছাত্রদেরকে জিহাদী প্রশিক্ষণ দিতে চাই। তার সময়োপযোগী এ অভিপ্রায়ের কথা শুনে মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানী সাহেব খুবই খুশি হলেন এবং মাওলানা ফযলুর রহমান খলীলকে করাচী পাঠিয়ে দিলেন। তাকে পাঠানোর উদ্দেশ্য ছিলো, তিনি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জিহাদের দাওয়াত দিবেন এবং যারা সাগ্রহে সে আহবানে সাড়া দিয়ে প্রশিক্ষণ নিতে চাইবে তাদের নিয়ে এসে জিহাদী প্রশিক্ষণ দিবেন।

সেমতে ১৯৮৮ ঈসায়ী সালের বার্ষিক পরীক্ষার পর যখন মাদ্‌রাসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হলো তখন বিননূরী টাউন থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থী জিহাদী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার জন্য আফগানিস্তান চলে গেলো এবং জিহাদে অংশগ্রহণ করলো। সে সময়ে সকলের মনের মাঝেই একটা সুপ্ত আকাঙ্খা ছিলো যে, মাওলানা মাস্‌উদ আযহার সাহেবও এ প্রত্যক্ষ জিহাদে অংশগ্রহণ করুক। কারণ তাদের সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে, তিনি এ জিহাদী প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করলে আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় এ কাজে অনেক অগ্রগতি করতে পারবেন এবং তার দ্বারা জিহাদী কর্মসূচীগুলো গতি লাভ করবে এবং উপকৃত হবে।

যাহোক, মহান আল্লাহ পাকের দরবারেও এমনটি মঞ্জুরী ছিলো যে, মাওলানা মাসউদ আযহারের মাধ্যমে তিনি জিহাদের কাজকে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করবেন।

প্রথমবারের মত মাওলানা সাহেব ১৯৮৯ ঈসায়ী সালে নিজের কয়েকজন দোস্ত আহবাবসহ মাত্র তিন দিনের সময় নিয়ে আফগান মুজাহিদদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য সেখানে গমন করেন।

হযরত মাওলানা মাস্‌উদ আযহার তিন দিনের জন্য আফগানিস্তানে গমন করলেও জিহাদের বরকত, মুজাহিদদের অবস্থা ও মাওলানা ফযলুর রহমান খলীল সাহেবের আবেগপূর্ণ জিহাদী দাওয়াতে তিনি এতটাই প্রভাবিত হন যে, পূর্ণ চল্লিশ দিন সেখানেই থেকে যান এবং জিহাদী প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পন্ন করেন। আর সে থেকেই তিনি স্বতন্ত্রভাবে জিহাদী তৎপরতায় লিপ্ত থাকার ব্যাপারে দৃঢ় পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ সময় হযরত মাওলানার মনের মাঝে এক নবতর বিপ্লবের সূচনা হলো। তিনি তখন বারবার একটি কথাই বলতেন, প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কালেমা পাঠকারী মুসলমানদের ধরে ধরে জবাই করা হচ্ছে আর আমরা আরামে বসে আছি। কাল কিয়ামতের দিনে আমরা কীভাবে মুখ দেখাবো!

মাদ্‌রাসার বার্ষিক পরীক্ষার দীর্ঘ ছুটিতেই হযরত মাওলানা আফগানে এসেছিলেন। যখন ছুটি শেষ হয়ে গেল তখন তিনি পুনরায় করাচী ফিরে এলেন। এ সময় তিনি বিন্‌নূরী টাউনে দরসের খেদমত আঞ্জাম দেয়ার সাথে

সাথে করাচীর বিভিন্ন মাদ্‌রাসা ও মসজিদসহ বিভিন্ন অলি গলিতে জিহাদের ব্যাপক দাওয়াতী তৎপরতা চালিয়ে যেতে থাকেন।

বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারের ছুটির দিনগুলোতেও তিনি আরামে বসে থাকতেন না বরং এদিনগুলোতে তাকে দেখা যেতো জিহাদী দাওয়াতে দারুণভাবে ব্যস্ত ও তৎপর। কখনো নওয়াব শাহে তার জ্বালাময়ী বক্তব্য চলছে। কখনো হায়দ্রাবাদে কখনো সক্ষরে কখনো এখানে কখনো ওখানে। এভাবে তিনি তাঁর দীনী দায়িত্ব আদায়ে থাকতেন ব্যাপকভাবে ব্যাপৃত।

মাত্র এক বছরের প্রচেষ্টায় তিনি সিন্দ ও সিন্দের অভ্যন্তরে জিহাদী কর্মসূচীকে এতটাই ব্যাপক করে তুললেন যে, তার আনাচে-কানাচের প্রত্যেক মুসলমান ব্যক্তিই একাজের গুরুত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হলো এবং অগণিত নওজোয়ানকে তিনি এ ফযীলতপূর্ণও সম্মানজনক কাজ জিহাদের জন্য প্রস্তুত করে নিলেন।

‘সাদায়ে মুজাহিদ’ মুজাহিদের ডাক-নামে পত্রিকা প্রকাশ

জিহাদী কর্মসূচীকে আরো ব্যাপক ও প্রশস্ত করার লক্ষ্যে মুজাহিদগণের অবস্থা ও শহীদগণের পয়গাম সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য এবং ইসলাম বিদ্বেষীদের অপপ্রচার রোধ করার উদ্দেশে মুজাহিদদের একটি স্বতন্ত্র প্রচার মাধ্যম প্রতিষ্ঠা করার তীব্র প্রয়োজন অনুভব করলেন মাওলানা মাস্‌উদ আযহার।

বয়ান ও বক্তৃতায় হযরত মাওলানাকে মহান আল্লাহ যেমন বিশেষ পারদর্শিতা দান করেছিলেন তেমনিভাবে লিখনীর ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন একজন দক্ষ লেখক ও সাহিত্যিক। ফলে সময়ের দাবী পূরণে এগিয়ে এলেন তিনি। ১৯৯০ ঈসায়ী সালের জানুয়ারী মাস থেকে মাসিক “সাদায়ে মুজাহিদ” বা মুজাহিদের ডাক নামে একটি স্বতন্ত্র পত্রিকার প্রকাশনা শুরু করেন তিনি।

মুজাহিদীনে ইসলামগণের প্রচেষ্টা, কমান্ডার জনাব আবদুর রশীদ-এর দু‘আ ও মাওলানার ইখলাসের বদৌলতে মহান আল্লাহ এ পত্রিকাটিকে

এমনভাবে কবুল করে নিলেন যে, আজ গোটা দুনিয়ার মুসলমানদের কাছে এ পত্রিকাটি একটি প্রিয় ও পছন্দনীয় প্রচার মাধ্যমে পরিণত হয়েছে।

পবিত্র বাইতুল্লাহ ও মসজিদে নববীতে গিয়েও হযরত মাওলানা জিহাদী কর্মসূচীর ব্যাপকতা, সফলতাও এ পত্রিকাটির মাকবুলিয়্যাতের জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে বিশেষভাবে ফরিয়াদ করতেন। পত্রিকাটি পাঠ করে অগণিত মুসলিম নওজোয়ান জিহাদের এ মুবারক জীবন গ্রহণ করেন। যে ধারাবাহিকতা আজো অব্যাহত রয়েছে এবং ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতেও থাকবে।

রণাঙ্গনে আহত মাওলানা মাস্‌উদ আযহার

ঈসায়ী ১৯৯০ সালের পর প্রতি বছর বার্ষিক পরীক্ষা পরবর্তী ছুটির সময় পূর্ণ তিন মাসের জন্য তিনি আফগানিস্তানে চলে যেতেন এবং এ সময় তিনি আফগানের বিভিন্ন রণাঙ্গনে অবস্থান করতেন। এছাড়া তিনি কমান্ডার জনাব আবদুর রশীদের সাথে কয়েকটি যুদ্ধক্ষেত্রেও অংশগ্রহণ করেন। এমনি এক সময়ের কথা! খোস্তের সবচাইতে উত্তেজিত সেনা ছাউনী "বাড়ি" থেকে কিছু দূর আগে সালাকন পোস্টে কমান্ডার মাওলানা শাব্বীর আহমদ শহীদ-এর কমান্ড পেয়ে তিনি দুশমনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ইতিমধ্যে সেখানে শত্রু-সৈন্য রকেট আক্রমণ চালালো যা হযরত মাওলানার কাছাকাছি এসে বিস্ফোরিত হলো। ফলে মাওলানা মারাত্মকভাবে যখম হয়ে গেলেন। কিছুদিন পরে যখম তো শুকিয়ে গেল ঠিক কিন্তু বারুদের বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া এখনো তার শরীরে রয়ে গেছে।

বহির্বিশ্বে জিহাদী সফর

হযরত মাওলানা মাস্‌উদ আযহার সাহেবের দিলের একান্ত কামনা ছিলো গোটা বিশ্বে জিহাদের এ মুবারক দাওয়াতকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়া এবং বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানের কাছে জিহাদী ডাক পৌঁছে দেয়া। যাতে মুসলমানগণ তাদের হারানো রাজত্ব ও বিশ্বব্যাপী তাদের মাহাত্ম্য পুনরায়

ফিরে পেতে পারে। এ মহৎ উদ্দেশ্যে তিনি বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র সফর করেন এবং সেসব রাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত বিশাল বিশাল জনসমাবেশে বক্তৃতা করেন।

উপরোক্ত ধারাবাহিকতায় ১৯৮৯, ১৯৯০ ও ১৯৯১ ঈসায়ী সালে পর পর তিন বছর তিনি বাংলাদেশে আগমন করেন। ১৯৮৭ ঈসায়ী সালে তিনি প্রথমবারের মত হজ্বের উদ্দেশ্যে সৌদী আরব গমন করেন এবং এরপর প্রায় প্রতি বছরই জিহাদের দাওয়াত নিয়ে তাঁকে সৌদী আরব যেতে হয়েছে। সেখানে তিনি তথাকার প্রসিদ্ধ ও বিশিষ্ট উলামায়ে কিরাম ও বুযুর্গানে দীনের সাথে সাক্ষাৎও করেছেন। অতঃপর ১৯৯২ ও ১৯৯৩ ঈসায়ী সালে তিনি জিহাদী দাওয়াত নিয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর করেন। সেখানে বেশ কয়েকটি বড় সমাবেশে তাকে আরবী ভাষায় বক্তৃতা করতে হয়েছে। তার সে বক্তৃতার ফলাফল এই ছিলো যে, সেখান থেকে অগণিত নওজোয়ান স্ব-শরীরে রণাঙ্গনে এসে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন।

অতঃপর ১৯৯১ ও ১৯৯৩ ঈসায়ী সালের ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা সফর করেন। ১৯৯৩ ঈসায়ী সালের আগস্ট মাসে তিনি চলে যান বৃটেন। সে সময় তিনি বৃটেনের বিভিন্ন অঞ্চলে সভা সমাবেশ ও ঘরোয়া প্রোগ্রাম করেন এবং তার ডাকে সাড়া দিয়ে তথাকার বেশ কয়েক জন আলেম ও নওজোয়ান জিহাদে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৯৩ ঈসায়ী সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বরে তিনি আফ্রিকা, কেনিয়া ও সুদান ও সোমালিয়ার অবস্থা সম্পর্কে অবগতি লাভের জন্য পাকিস্তানের খ্যাতিমান সাংবাদিকদের একটি টিমের সাথে দুবার সে সব এলাকা ভ্রমণ করেন। এমনিভাবে হযরত মাওলানা মাসঊদ আযহার বিশ্বব্যাপী এক ব্যাপক চিন্তাধারা ও ফিকির নিয়ে সীমিত সময়ের মধ্যে গোটা দুনিয়ায় জিহাদী দাওয়াত পৌঁছে দিতে সক্ষম হন। মাওলানা সাহেবের চলা ফেরা, উঠা বসা সবই বরং প্রতিটি মুহূর্তই ব্যয় হতো জিহাদী কাজে। তিনি তার সব কিছুই ইসলামের মাহাত্ম্য বৃদ্ধিতে কুরবানী করে দিয়েছেন। উৎসর্গ করেছেন সকল সম্পদ, মেধা, শ্রম ও যোগ্যতা জিহাদী অহবানকে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার এক মহান ব্রতে।

পাকিস্তানে যদিও জিহাদী আন্দোলনের মূল ভিত রচনা করেছিলেন মাওলানা ইরশাদ আহমদ শহীদ (রহঃ) মাওলানা কারী সাইফুল্লাহ আখতার ও মাওলানা ফযলুর রহমান খলীল এবং তাদের সে মূল ভিতকে কমান্ডার মাওলানা খালেদ যুবাইর শহীদ, কমান্ডার জনাব আব্দুর রহমান (রহঃ) ও আব্দুর রশীদ ও তাদের সাথীরা তাদের খুনের নযরানা পেশ করে আরো শক্তিশালী ও গতিশীল করেছেন, কিন্তু এ আন্দোলনকে চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছে দেয়ার অন্যতম কান্ডারী হলেন হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মাস্‌উদ আযহার।

শ্রীনগরের বন্দীশালায়

মুসলিম উম্মাহর এ মহান কল্যানকামী ব্যক্তিত্ব যিনি তার কলম, যবান এবং সকল যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাকে আল্লাহ পাকের দীনের আওয়াযকে উঁচু করার মহান লক্ষ্যে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। যিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শতধা বিচ্ছিন্ন ও ছড়ানো ছিটানো উম্মতদেরকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং তাদের মাঝে ইসলামের এক গুরুত্বপূর্ণ ফরয জিহাদী চেতনা সৃষ্টির জন্য পৃথিবীর আনাচে কানাচে চেষ্টারত ছিলেন।

যিনি রাতের নির্জনতায় নিজ প্রভুর দরবারে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও সমৃদ্ধি কামনা করে ফরিয়াদে লিপ্ত থাকতেন আর দিনের আলোয় যিনি হৃদয়ের সবটুকু আবেগ অনুভূতি ঢেলে দিয়ে মুসলমানদেরকে জিহাদের পথে, সত্য সংগ্রামের পথে আহবান করতেন। যিনি নিজের সকল মান মর্যাদা ও আরাম-আয়েশ বিসর্জন দিয়ে দীন ও ইসলামের ইয্যত ও মর্যাদা কামনা করেন। যিনি নিজের সুখ-শান্তি বিসর্জন দিয়ে মুসলিম উম্মাহর সুখ শান্তি কামনা করেন এবং তাদেরকে বিভিন্ন যুলুম নির্যাতনের কড়াল থাবা থেকে মুক্ত করতে চান। যার বক্তব্যের বাস্তব নমুনা ছিলো তার কাজের তৎপরতা। যার জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য ছিলো আল্লাহ পাকের যমীনে মহান আল্লাহর বিধান তথা খেলাফতে এলাহিয়াকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান ।

যিনি মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি নওজোয়ানকে শ্রেষ্ঠ মুজাহিদ প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দৃঢ়তা, হযরত সিদ্দীকে আকবর

(রাযিঃ)-এর মত সুদৃঢ় মনোবল, হযরত উমর (রাযিঃ)-এর মত শৌর্যবীর্য, হযরত উসমান (রাযিঃ)-এর ন্যায় আত্মসম্মানবোধ, হযরত আলী (রাযিঃ)-এর মত বীরত্ব, হযরত হামযা (রাযিঃ)-এর মত হুংকার, হযরত তালহা (রাযিঃ) ও হযরত যুবায়ের (রাযিঃ)-এর ন্যায় বাহাদুরী, হযরত খালেদ (রাযিঃ) ও হযরত যিরার (রাযিঃ)-এর মত সাহসিকতা এবং হযরত আবু উবাইদা (রাযিঃ)-এর মত নেতৃত্ব ও সিপাহসালারী, হযরত আবু দুজানা (রাযিঃ)-এর মত কৌশল হযরত মুসআব ইবনে উমাইর (রাযিঃ)-এর মত প্রাণোৎসর্গী মনোভাব, হযরত আমর ইবনে জুমূহ (রাযিঃ)-এর মত স্পৃহা সৃষ্টির প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন এবং নিজের হৃদয়ের সম্পূর্ণ উত্তাপ ও আবেগ ঢেলে দিয়ে তাদের সামনে সে ঐতিহ্যের বিবরণ তুলে ধরে তাদের মাঝে নব চেতনা জাগ্রত করতে সদা ব্যাপৃত থাকেন।

যিনি হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রহঃ) ও হযরত শাইখুল হিন্দ (রহঃ)-এর প্রদত্ত বৈপ্লবিক ধ্যান-ধারণার একজন একনিষ্ঠ দাঈ বা আহবায়ক, যিনি বর্তমান সময়ে দেওবন্দী উলামায়ে কিরামের জন্য একজন গর্বিত সন্তান, যিনি কাফির মুশরিকদের নিপীড়নের খপ্পরে আবদ্ধ মুসলিম উম্মাহর কাছে জিহাদের দাওয়াত পৌঁছে দিয়ে তাদের ডাক ও চিৎকার এবং তাদের বিধ্বস্ত অবস্থাকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে দৃঢ়সংকল্প, আর সে সংকল্প বাস্তবায়নের জন্য কাশ্মীরের মুসলমানদের প্রতি নির্যাতন নিপীড়নের দৃশ্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার জন্য, নিজের দ্বীনী আদর্শিক ও সাংবাদিকতার দায়িত্ব আদায়ের জন্য আইনগত প্রক্রিয়া অবলম্বন করে তিনি কাশ্মীরে গমন করেছিলেন। তিনি সেখানে গিয়ে তথাকার মযলূম মুসলমানদের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিচ্ছিলেন। ইতিমধ্যেই সেখানকার গো-মাতার পুজারীরা আন্তর্জাতিক রীতি-নীতি উপেক্ষা করে ১৯৯৪ সালের ১০ ই ফেব্রুয়ারী একজন মহান সাংবাদিকের কলমসহ তার হাতকে জিঞ্জিরাবদ্ধ করে দিলো। তিনি বন্দী হলেন গরু-পুজারীদের হাতে। এভাবে থমকে গেলো তার তীব্র ও ক্ষীপ্র চলন, বন্ধ হয়ে গেলো তার গতিশীল কলম। অবিচার আর বলে কাকে?

বিপ্লবী কলম-সৈনিক মাওলানা মাসঊদ আযহার

হযরত মাওলানা মাস্‌ঊদ আযহার শারীরিক জিহাদ ও আর্থিক জিহাদের সাথে সাথে তিনি একজন দক্ষ কলমী মুজাহিদ তথা কলম-সৈনিক। সৈনিক নয় বরং তিনি হলেন একজন অভিজ্ঞ কলম সিপাহসালার।

তার কলমী জিহাদের প্রথম দৃষ্টান্ত ছিলো 'সাদায়ে মুজাহিদ' বা "মুজাহিদের ডাক" নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ। সীমাহীন আর্থিক অনটনের মধ্য দিয়ে অক্লান্ত চেষ্টা সাধনা ও পরিশ্রম করে জনাব মাওলানা সাহেব এ পত্রিকার প্রকাশনা অব্যাহত রেখেছেন।

বিশ্বব্যাপী জিহাদী তৎপরতায় দারুণভাবে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও একান্ত স্বল্পসময়ে তাড়াহুড়া করেই পত্রিকার কাজ তিনি সমাধা করতেন। তা সত্ত্বেও এটি সারা বিশ্বের লক্ষ-কোটি জিহাদপ্রেমী মুসলমানের কাছে একটি প্রিয় প্রচার মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে লক্ষ পাঠকের কাছ থেকে অগণিত মোবারকবাদ ও প্রশংসাপত্রই ছিলো তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অসংখ্য মুসলমান নওজোয়ান শুধু এ পত্রিকা পাঠ করেই দলে দলে এসে জিহাদ প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে একত্রিত হয়েছে। যা এ পত্রিকাটির গ্রহণযোগ্যতা ও আল্লাহ পাকের দরবাবে-এর মাকবুলিয়্যতের আরো একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এ ছাড়া জনাব মাওলানা মাস্‌ঊদ আযহার জিহাদের গুরুত্ব, ফযীলত ও এর বিভিন্ন দিকের উপর জ্ঞানগর্ব আলোচনা করে রচনা করেছেন ২২ টি মূল্যবান গ্রন্থ। ধর্মীয় ও দ্বীনী গ্রন্থসমূহ পাঠে সামান্যতম আগ্রহ রাখেন এমন যে কোন পাঠকই এর যে কোন একটি কিতাব পাঠ করলে তাতে তিনি দারুণ আকর্ষণ অনুভব করবেন সন্দেহ নেই। এসব গ্রন্থ পাঠে একজন মুসলমান সন্তানের মাঝে সূচিত হতে পারে বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

মাওলানা মাস্‌ঊদ আযহারের লেখা বিভিন্ন সাইজের ভলিউমের গ্রন্থসমুহের মধ্যে মুজাহিদের আযান, জিহাদের ফযীলত, মুজাহিদের ভাষণ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), বাবরী মসজিদ, শাহাদাতের মরণ, জিহাদ ও শাহাদাত ইত্যাদি কিতাবসমূহ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এ ছাড়া দেশে-বিদেশে বিভিন্ন মুসলিম সমাবেশে তাঁর প্রদত্ত দুর্লভ ভাষণসমূহও অডিও ক্যাসেট আকারে সারা বিশ্বে প্রসারিত হচ্ছে। তার শুধু বৃটেন সফরে প্রদত্ত বিভিন্ন ভাষণ নিয়ে তৈরি হয়েছে ৩৪ টি ক্যাসেট। এছাড়া আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রদত্ত ভাষণসমূহ নিয়ে তৈরি হয়েছে আরো ১০ টি ক্যাসেট। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সমাবেশে প্রদত্ত ভাষণ ও বয়ান দ্বারা তৈরি হয়েছে আরো ৩৫ টি ক্যাসেট। এ সর্বমোট ৭৫ টি ক্যাসেট। যেগুলোর প্রত্যেকটাই বিষয়ভিত্তিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বয়ান সমৃদ্ধ।

হযরত মাওলানা মাস্ঊদ আযহারের একটি লেখা

আমি একজন মুহাম্মদ বিন কাসিম চাই!

(বাবরী মসজিদ আমাদেরকে বলছে)

আহ! আমার দরজা আর দেয়াল উপড়ে ফেলা হচ্ছে। আমার পবিত্র অঙ্গনকে অপবিত্র জুতার তলায় পিষা হচ্ছে। ওহে মুসলিম মিল্লাত! আজ তোমরা কোথায় ? আমি তোমাদের মর্যাদার উজ্জ্বল মশাল, আমি তোমাদের সম্মানবোধের পরীক্ষা। দেখ! আজ আমার সীনাকে ঝাঁঝরা করে দেয়ার জন্য, আমাকে ভূতের আশ্রমে পরিণত করার জন্য জালিম হিন্দুগোষ্ঠী কোদাল হাতে আমার দিকে তেড়ে আসছে।

ওহে ঈমানদার লোকেরা ! তোমাদের হলো কি! তাহলে কি আমাকেও আফগানিস্তানের মসজিদগুলোর পরিণতি বরণ করতে হবে ? আমাকেও কি রাশিয়ার মসজিদগুলোর মত শরাব আর মদের আড্ডাখানায় পরিণত করা হবে ? আমার মাঝেও কি মূর্তি রেখে তার অর্চনা চলবে ? আজ তোমরা কোথায় ?

আমি একজন মাহমূদ গজনবীর অপেক্ষায় আছি, মাহমূদ গজনবীরা কি সবাই মরে গেছে ? ভবিষ্যতে আর কখনো কি কোন মাহমূদ গজনবীর জন্ম হবে না ? আমার একজন মুহম্মদ বিন কাসিমের প্রয়োজন। মুহাম্মদ বিন কাসিম কি শুধু কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম ছিলো যে আজ তার অস্তিত্ব শেষ হয়ে গেছে ? বরং মুহম্মদ বিন কাসিম তো ছিলো একটি আদর্শের নাম।

সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ)-এর সম্মান মর্যাদা নিয়ে যারা কথা বলেন, তারা একটু ভেবে দেখুন তো, আজ যদি হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযিঃ) জীবিত থাকতেন তাহলে কি আমাকে এভাবে গুঁড়িয়ে দেয়া সম্ভব হতো ? যদি আজ

হযরত ফারুকে আযম (রাযিঃ) জিন্দা থাকতেন তাহলে আজ এখানকার দৃশ্য কি হতো ?

আমার অস্তিত্ব তো এজন্যই হয়েছিলো যে, হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদের রুহানী সন্তানেরা আমার মাঝে সিজদাবনত হবে। আমার তো একথা জানা ছিলো না যে, তোমাদের মাঝে এতটুকু যোগ্যতাও থাকবে না যার দ্বারা তোমরা মহান আল্লাহর ঘরকে রক্ষা করতে পার!

স্মরণ রেখো!

আমি শুধু কাদা মাটির তৈরি একটি ইমারত সর্বস্বের নাম নই। বরং আমি তো মুসলমানদের উত্থান ও পতনের নিদর্শন। আমি কোন বাতিল ও নিঃশেষিত হয়ে যাওয়া ধর্মমতের পূজার কেন্দ্র নই! আমি মুহাম্মদে আরাবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপক শ্রম ও মেহনতের সুফল, আমি ঐতিহাসিক বদর-উহুদের কুরবানীর প্রতিদান। ঐতিহাসিক তাইফের প্রান্তরে প্রস্তরাঘাতে জর্জরিত হয়েও দীনের সংরক্ষণকারী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমি ইয়াদগার বা স্মরণিকা। আমি হুনাইন ও কাদেসিয়ার ঐতিহাসিক বিজয়ের নির্যাস।

আজ কি আমার অস্তিত্বকে নিঃশেষ করে দেয়া হবে?

তোমরা কি আমাকে রামপন্থী হিন্দুদের হাতে সোপর্দ করে দিবে ? আত্মসম্মানবোধের এ মহান পরীক্ষায় তোমরা কি ব্যর্থ হয়ে যাবে ?

ভালভাবে শুনে নাও!

যদি আজ আমাকে ভেংগে গুঁড়িয়ে শেষ করে দেয়া হয় তাহলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত মারাত্মক কষ্ট পাবেন, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র আত্মা কতটা অস্থির হয়ে পড়বে! তোমরা কি এজন্যই বেঁচে আছো যে, তোমাদের প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুধুই কষ্ট দিতে থাকবে ? যদি আজ এখান থেকে আমার অস্তিত্ব মুছে ফেলা হয়, তবে মনে রেখ কাল কিয়ামতের দিনে আমি তোমাদের কলার চেপে ধরবো, সেদিন তোমরা অপরাধীর কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান হবে। বলো! সেদিনের জন্য তোমরা কি জবাব প্রস্তুত করে রেখেছো!

আমার ধ্বংসদৃশ্য প্রত্যক্ষকারী ওহে মুসলমানেরা!

আমি কি একটি মসজিদ নই ?

হাজার হাজার বছর ধরে কি আমার দেয়াল আর দরজা থেকে আযানের সুউচ্চ আওয়ায তোমরা শুনতে পাওনি ?

আমি কি লক্ষ লক্ষ বনী আদমকে আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদের বানী শুনাইনি ?

আমার মিহরাব আর মিম্বার কি লক্ষ-কোটি মানুষকে হিদায়াতের আলো প্রদর্শন করেনি ?

স্মরণ রেখো!

আজ যদি আমাকে ধ্বংস করে দেয়া হয়, আমার অস্তিত্ব যদি মুছে ফেলা হয়, আমার স্থানে যদি মন্দির তৈরি করা হয় তবে সারা দুনিয়ার কোথাও তোমাদের মাথা গোঁজার কোন ঠাঁই থাকবে না।

ওহে মুসলিম উম্মাহর মায়েরা!

তোমাদের উদর থেকে জন্ম নিয়েছেন হযরত তালহা (রাযিঃ) হযরত যুবাইর (রাযিঃ), তোমরাই জন্ম দিয়েছিলে হযরত হামযা (রাযিঃ), ও হযরত আবু দুজানা (রাযিঃ) দ্বয়ের মত গর্বিত সন্তানদেরকে। আজ তোমরা নিশ্চুপ কেন? তোমাদের কলিজার টুকরোদেরকে তোমরা আজ কেন আমার সংরক্ষণের জন্য প্রেরণ করো না?

মহান আল্লাহর সামনে যদি তোমরা মুক্তি লাভ করতে চাও, তবে আর বিলম্ব না করে তোমাদের নওজোয়ান সন্তানদেরকে প্রস্তুত করে আমার সংরক্ষণের জন্য প্রেরণ করে দাও। যদি তারা জিহাদ করে গাজি হয় তবে তা হবে তোমাদের জন্য সৌভাগ্য। আর যদি আমার মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে তারা শাহাদতবরণ করে তবে কিয়ামতের দিনে তোমাদের গরদান বুলন্দ হবে। সুতরাং জলদী কর! এখনই ঝাঁপিয়ে পড়!! বিলম্ব করার সময় কেটে গেছে। চিন্তা করারও সময় নেই। আমার মর্যাদার মধ্যেই তোমাদের সম্মান নিহিত।

আজ যদি তোমরা তোমাদের সন্তানদের কোলে নিয়ে বসে থাক আর আমার সর্বশেষ ইটটি পর্যন্ত যদি উপড়ে ফেলা হয়, তবে কিয়ামতের দিনে মহান আল্লাহর সামনে তোমাদের কোন জবাব থাকবে না।

ওহে মুসলিম নওজোয়ান সকল!

আজ আমি তোমাদের অপেক্ষায় কাতরিয়ে চলছি, আমি এখন অস্থির, আমি আজ তোমাদের শক্তির সর্বশেষ ঝলক দেখার অপেক্ষা করছি। তোমরা তাকিয়ে দেখ! আজ আমার উপর যারা হামলা করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছে তারাও জোয়ান, তারা তাদের ভূতের (মুর্তি) মায়ায় পড়ে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। দেখ! তারা আমার মিনারে উঠে তাদের জোয়ানী ও বীরত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে আমাকে ধ্বংস করার ব্যাপারে খড়্গহস্ত। তারা যেন তাদের জওয়ানীর শপথ করে এসেছে যে, বাবরী মসজিদ ধ্বংস করেই তবে ক্ষ্যান্ত হবে। কিন্তু ওহে মুসলিম যুবকেরা! আমার আশপাশে তো আমি তোমাদের দেখতে পাচ্ছি না। আমাকে বলা হচ্ছে, বাবরী মসজিদ! ওহে বাবরী মসজিদ!! তুমি মুসলমান নওজোয়ানদের কথা ভুলে যাও! তুমি তোমার চারপাশে যাদের দেখতে পাচ্ছো এরা হলো হিন্দু নওজোয়ান। যাদের মাথায় নিজেদের ধর্মের চিন্তা রয়েছে। যাদের মন্দিরের প্রতি ভালবাসা রয়েছে। মুসলমান নওজোয়ানরা আজ আর এরকম নেই, তাদের উত্তপ্ত খুন এখন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তারা তাদের আত্মমর্যাদার কথা ভুলে গেছে। তারা নওজোয়ান হলেও যেন আর নওজোয়ান নেই। তাদের মাঝে শক্তি ও বাহাদুরী প্রদর্শনের সামর্থ আর বাকি নেই। একথা শুনে আমি অস্থির হয়ে নড়ে উঠি। অমি বলি, কস্মিনকালেও নয়। মুসলমান নওজোয়ানেরা হয়ত অবশ্যই আসছে। এমনটি হতেই পারে না যে, তারা আসবে না। অচিরেই তারা আমার সংরক্ষণের জন্য ঝাঁকে ঝাঁকে এসে আমার চারপাশে জড়ো হবে। এরপর তারা ঐসব হাত ভেংগে গুঁড়িয়ে দিবে, যে হাত আমার অবমাননার জন্য সামনে বাড়ানো হবে। তারা ঐসব চোখ উপড়ে ফেলে দিবে, যে চোখ আমার স্থানে রাম মন্দির দেখার খোশখাব দেখে, তারা এসে ঐসকল শয়তানী মস্তকের খুলি উড়িয়ে দিবে-যারা আমাকে বেইজ্জত করার ধৃষ্ঠতা প্রদর্শন করছে।

তোমরা অচিরেই দেখতে পাবে মুসলমান নওজোয়ানেরা এসে আমার দুশমনদের মুর্দা লাশের স্তুপে পরিণত করে দিবে। কিন্তু আমার এসব কথার জবাবও আমাকে এভাবেই দেয়া হচ্ছে, বাবরী মসজিদ! এসব শুধুই তোমার সু-ধারণা মাত্র, এগুলো তোমার কল্পনা বিলাস ছাড়া কিছুই নয়। মুসলমান

নওজোয়ানদের মাথায় তোমার চিন্তাটুকু পর্যন্ত নেই। তোমাকে নিয়ে ভাববার সময়ও তাদের নেই। তাদের চিৎকার এখন অর্থহীন হয়ে পড়েছে। তাদের সাহসী হুংকার আজ থেমে গেছে। তারা আজ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

বাবরী মসজিদ! এখন তুমি মর্যাদার স্বপ্ন দেখা ছেড়ে দাও। যদি তোমার ধর্মের অনুসারীদের দেহে সামান্যও প্রাণ সঞ্চারিত হত যদি তাদের মাঝে কিছুটা হলেও চেতনার অনুভূতি বিরাজ করতো তবে বুখারার মসজিদগুলো শারাবখানায় পরিণত হলো কীভাবে? যদি তোমার নওজোয়ানদের দেহে প্রাণ থাকতো তবে মসজিদে আকসার মত তোমাদের পবিত্র নিদর্শনের ক্ষেত্রে ইহুদী সম্প্রদায় তথাকথিত সুলাইমানী মডেলে পুনঃনির্মাণের স্বপ্ন দেখে কীভাবে?

কিন্তু!

আমি চিৎকার করে বলে উঠি, কস্মিনকালেও এমনটি হবে না। আমার দৃঢ়বিশ্বাস আমার নওজোয়ানেরা অবশ্যই ধেয়ে আসবে। আমি আফগানের মাটি থেকে বীরত্ব ও বাহাদুরীর ঘ্রাণ পাচ্ছি। আমি কাশ্মীর থেকে আলোর জোতির্ময় কিরণ দেখতে পাচ্ছি। আমি মাহমূদ গজনবীর হুংকার আর মুহাম্মাদ বিন কাসিমের বীরদর্পে এগিয়ে চলার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছি। আমার নযরে ভাসছে আবদালীর বিজয়ী বেশে চলার পদাঙ্ক অনুসারী যুবকের কাফেলা। আমার বিশ্বাস, আমাকে ছেড়ে আজ যারা পাকিস্তানে বসবাস করছে, যারা স্বাধীনতা অর্জন করে নিজেদের আযাদ ইসলামী ভুখণ্ডে দিন গুজরান করছে তারা আজ আমার সংরক্ষণে এগিয়ে আসবে, অবশ্যই আসবে। মুসা বিন নাসীর এবং দ্বিতীয় সুলতান মুহাম্মাদ শাহ-এর রূহানী সন্তানেরা আমার ধ্বংসকে কশ্মিনকালেও মেনে নিবে না, বরদাশত করবে না।

কিন্তু গো-পূজারী হিন্দুগোষ্ঠী আমার মুখের উপর বলে দিচ্ছে, বাবরী মসজিদ! মুসলিম যুবকেরা আসবে না। আমি বলি হ্যা, হ্যা, হ্যা, অবশ্যই আসবে। কিন্তু আমাকে বলা হয়, মুসলমান নওজোয়ান কোনদিনও আসবে না। এ সুযোগে আমরা তোমাকে গলা টিপে হত্যা করবো। কোন স্থানে থেকে তেমন কোন প্রতিবাদী আওয়াযও তুমি শুনতে পাবে না।

আমি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে চিৎকার করে হিন্দুদেরে বলে যাচ্ছি, আমার আলেম সমাজ তো অবশ্যই আসবেন। আর যখন তাঁরা ময়দানে অবতীর্ণ

হবেন তখন সফলতা ও বিজয় তাঁদেরই পদচুম্বন করবে। কেননা তাঁরা হলেন প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওয়ারিছ, তারা কী করে এটা সহ্য করতে পারবেন যে, আল্লাহ পাকের যমীন থেকে তার একটি ঘর ভেংগে চুরমার করে দেয়া হবে।

হিন্দুগোষ্ঠী সাবধান!

অচিরেই এ উম্মতের উলামায়ে কিরাম তাদের নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে, অস্ত্র হাতে নিয়ে, শাহাদতের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসবে আর তোমাদের স্রোতের মত ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। তারা মেঘের মত গর্জে উঠবে এবং বিদ্যুৎগতিতে তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তারা তাদের খুনে গঙ্গা আর যমুনার পানি লাল করে দিয়ে হলেও আমার দিকে উত্তোলিত সকল রক্তচক্ষুকে উপড়ে ফেলে দিবে।

কিন্তু! অত্যাচারী হিন্দুগোষ্ঠী ভয়ানকভাবে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। উপহাসভরা ভাষায় আমার অন্তরটা ব্যথা জর্জরিত করে দিয়ে বলে উঠে, বাবরী মসজিদ! তোমার স্থানে মন্দিরই রচিত হবে। তোমার ক্রন্দন নিষ্ফল, তোমার অশ্রু বেকার। তোমার চিৎকার অচিরেই অতীত উপাখ্যানে পরিণত হবে। তোমার আহাজারী হিন্দুদের হাসাতেই শুধু পারবে কিন্তু কোন মুসলমানকে এখানে হাজির করতে পারবে না। তোমার মাতমে আসমান টলে উঠতে পারে ঠিক কিন্তু মুসলমানদের আত্মসম্মানবোধের চেতনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে না।

খুব ভাল করে শুনে রাখ! কোন আলেম তোমার সংরক্ষণে এগিয়ে আসবে না। হ্যা, হ্যা, হ্যা! আমাদের মনে যদি এ বিশ্বাস হতো এমনকি যদি আমরা এতটুকু আশঙ্কাও করতাম যে, কোন আলেমের মাঝে এতটুকু সাহস অবশিষ্ট আছে যার দরুণ সে তোমাকে সংরক্ষণের জন্য এগিয়ে আসতে পারে, তাহলে তো আমরা তোমার উপর আক্রমণই করতাম না। যদি আমাদের এমন কোন ধারণাও সৃষ্টি হতো যে বর্তমান ঐ মৃত্যুপুরী থেকে জেগে উঠে কোন ভয়ভীতি না করে মুসলমানেরা ঝাঁপিয়ে পড়বে, তবে তো কস্মিনকালেও তোমার উপর হামলা করার মত ভুল আমরা করতাম না।

কিন্তু! আমাদের এ দৃঢ়বিশ্বাস ছিলো যে, তোমার সম্প্রদায়ের আলেমরা খু-উ-ব ব্যস্ত। তারা নিজ নিজ স্থানে জিহাদ করে সওয়াব হাসিল করছে।

তারা তোমার জন্য এখানে এসে জীবন দেয়া তো দূরের কথা তারা তোমার বিষয়টা একটু চিন্তাও করবে না। এ জন্য আমরা নির্ভয়ে, শঙ্কামুক্তভাবে তোমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছি এবং তোমার দেয়াল ধ্বসিয়ে দিয়েছি। তোমার একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে ভেংগে গুঁড়িয়ে আমরা ময়লা আবর্জনার স্তূপের মধ্যে ফেলে দিয়েছি। অচিরেই বাকী অংশও ভেংগে চুরমার করে দেয়া হবে, হা-হা-হো-হো! আমরা ফূর্তি করে তোমাদের কুরআন জ্বালিয়ে ভষ্মিভূত করবো, আর তার ছাইগুলো হাওয়ায় উড়িয়ে দিবো। আমরা তোমাকে নিশ্চিহ্ন করে দিবো, আমাদের কাছে কেউ জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করার থাকবে না। সুতরাং বাবরী মসজিদ! তুমি তোমার আহাজারী ছেড়ে দাও! তোমার এসব আহজারীর আওয়ায কাউকেই তোমার প্রতি দৃষ্টি ফেরাতে বাধ্য করতে পারবে না।

কিন্তু আমি!

ঐসব হিন্দুদেরকে নবতর হিম্মত আর আশ্বাসভরা মন নিয়ে নতুন করে আমি বলে যাই, উলামায়ে কিরাম অবশ্যই আসবেন, তোমাদের ওসব কথা সবই মিথ্যা, তবে হাতের পাঁচটি আংগুলই যে বরাবর নয় তাও ঠিক।

এসময় যখন আমি অঝোরে কেঁদে চলছি আর আমার অস্তিত্ব যখন ইসলামী দুনিয়ার মর্যাদা, আত্মসম্মানবোধ ও তার স্থায়িত্বের সাথে সম্পৃক্ত তাই আমার একান্ত বিশ্বাস যে, এ পরিস্থিতিতে আলেম সমাজ সাময়িকের জন্য হলেও তাদের মাদরাসা, দরসগাহ, খানকাহ ইত্যাদি পরিত্যাগ করে তাঁদের কলমকে তীক্ষ্ণ তরবারীতে রূপান্তরিত করে অবশ্যই দলে দলে এসে জড়ো হবেন, তাঁদের ইলম তাঁদেরকে আরামের বিছানায় শুয়ে থাকতে দিবে না। আমার আহাজারী তাঁদের মনের স্বস্তি অবশ্যই ছিনিয়ে নিবে।

দেখবে! আফগান ব্যাঘ্র জালালুদ্দীন হাক্কানী তথায় রাশিয়ানদের ধ্বংস করে দিয়েছে। তাহলে পাকিস্তানে কি কোন জালালুদ্দীন হাক্কানী নেই ? অবশ্যই আছে।

ইসলামের শত্রুরা সাবধান!

উলামায়ে কিরাম অবশ্যই আমার কাছে পৌঁছে যাবেন, তারা তাকবীরের বুলন্দ আওয়াযে হিন্দু সম্প্রদায়ের মাঝে ভূমিকম্পের সৃষ্টি করবেন, তারা ইমাম রাযীর দর্শন, ইমাম গাযযালীর দীক্ষা, আর হযরত বেলাল (রাযিঃ)-এর আযানের খোশবুর জোরে সকল মন্দিরগুলোকে মসজিদে রূপান্তরিত করে

দিবে। তাদের এ কথা ভালভাবেই জানা আছে যে, কিয়ামত দিবসে তাদেরকে মহান প্রতিপালক আল্লাহ্ পাকের সামনে জওয়াবদিহি করতে হবে। তারা একথাও জানেন যে, যদি আজ বাবরী মসজিদকে শেষ করে দেয়া যায় তবে কাল আর কোন মসজিদই বাকী থাকবে না। তারা একথায় বিশ্বাস রাখেন যে, পবিত্র কুরআনে জিহাদ ও যুদ্ধের বিধানসমূহ এ সময়ের জন্যই আরোপিত হয়েছে। তারা জানেন এ কথা যে, জিহাদ ও সংগ্রামের আয়াতগুলো রহিত হয়ে যায়নি। তাদের একথাও জানা আছে যে, যথাযথ স্থানে জিহাদ না করে তা পরিত্যাগ করা হলে কত কঠিন শাস্তি আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়ে থাকে। তারা বুঝেন যে, আজ যদি তারা এ ময়দানকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হন তবে তাদের ইলমের ফায়দাই বা কি ? তাদের তাফসীর বিশেষজ্ঞতা ও জ্ঞান-বুদ্ধির পারদর্শিতার কী মূল্য ?

ইলম ও আমলের ওসব বিজয়ী গাজীগণ ময়দানের সাহসী যোদ্ধা হয়ে আমার সংরক্ষণের জন্য শীঘ্রই পৌছে যাবেন। বক্তৃতা বিবৃতির ওসব বিজয়ী গাজীগণ আজ ময়দানে তাদের ক্ষিপ্রতা প্রদর্শন করতে এগিয়ে আসছেন। তারা তো ঐ জাতি যারা ভীরু কাপুরুষের ন্যায় বেঁচে থাকার চাইতে সাহসিকতা ও বীরদর্পে শাহাদাতের মরণকেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন।

আজ তারা

হযরত উমর (রাযিঃ)-এর প্রভাব প্রতিপত্তি, হযরত আলী (রাযিঃ)-এর বীরত্ব, হযরত হামযা (রাযিঃ)-এর গর্জন, হযরত তালহা (রাযিঃ) ও হযরত যুবাইর (রাযিঃ)-এর সাহসিকতা, হযরত খালেদ (রাযিঃ) ও হযরত জাররার (রাযিঃ)-এর মাহাত্ম আর হযরত আবু উবাইদা (রাযিঃ)-এর সিপাহসালারী প্রদর্শনের জন্য আসছেন। তারা হযরত আবু দুজানা (রাযিঃ)-এর মত বীরদর্পে এগিয়ে আসবেন। তারা হযরত হানযালা (রাযিঃ)-এর মত মর্যাদা লাভ করবেন। তারা প্রেমিকের ন্যায় হুরদের প্রতি আশেক। তাদের নাকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাহাশের ন্যায় জিহাদের ময়দান থেকে জান্নাতের সুঘ্রান লাভ হয়। তাদের মাঝে রয়েছে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযিঃ)-এর মত বাহাদুরী। তাদের আছে হযরত আমর ইবনে জুমু (রাযিঃ)-এর ন্যায় স্পৃহা, আরো আছে হযরত বিলাল হাবশী (রাযিঃ)-এর মত দৃঢ় ঈমান।

আজ তারা

আমার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার্থে হযরত হামযা (রাযিঃ)-এর মত টুকরা -টুকরা হয়ে যেতেও তাঁরা প্রস্তুত। তেমনি তাঁরা প্রস্তুত হযরত খালেদ ইবনে ওলীদ (রাযিঃ)-এর মত টুকরা টুকরা করতেও। কাপুরুষতা কাকে বলে তা তারা জানে না। বীরত্ব আর বাহাদুরীই হলো তাদের অলংকার। সাহসিকতা হলো তাদের কণ্ঠস্বর আর আত্মসম্মানবোধ হলো তাদের ঈমানের পুঁজি।

ওহে হিন্দুগোষ্ঠী!

তোমাদের জীবনের এবার শেষ প্রহর গণনা করা হচ্ছে, আমার গায়ে আঘাত করে তোমরা উলামায়ে কিরামকে জাগিয়ে দিয়েছো। এবার উলামায়ে কিরাম নওজোয়ানদের বাহিনী নিয়ে আসবেন এবং পুরো হিন্দুস্থানের চেহারা তারা পাল্টে দিবেন, তারা আমার দেয়াল ভাংগার এমন প্রতিশোধ নিবেন, যা তোমরা হাজার বছরেও ভুলতে পারবে না।

(কিন্তু আবার শুনতে পাই) বাবরী মসজিদ! বালুর বাধ বানিয়ে লাভ!নেই আলেমগণ আসেনি তারা আসবেও না। যখন তোমার স্থানে মন্দির নির্মিত হবে এবং সেখানে রামের জন্মভূমির ঝাণ্ডা গোটা মুসলিম বিশ্বের মুখে চপেটাঘাত করতে থাকবে সে সময় ঐ সকল মা যাদের তুমি ডেকে চলছো আর ঐসব নওজোয়ান যাদের আশায় তুমি হিন্দুদের হুংকার দিয়ে যাচ্ছো, এবং ঐসকল আলেম যাদের সাথে তোমার আশা আকাঙ্খা সংশ্লিষ্ট-এরা খুব বেশি কিছু করলে হয়ত খানিকটা অশ্রু বিসর্জন দিবেন অথবা দু একটা মিছিল মিটিং করেই ক্ষ্যান্ত হবেন। অথবা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় হিন্দু বিরোধী কিছু লেখালেখি হবে, বক্তৃতা বিবৃতি দেয়া হবে। এতে তোমার কী লাভ হবে ? মন্দির তৈরি হতেই থাকবে। রামের জন্মভূমি তৈরি হবে। তোমাকে ধ্বংস হতেই হবে। অচিরেই গোটাবিশ্ব তোমার ধ্বংসের দৃশ্য দেখতে পাবে।

আমি চিৎকার মেরে বলে উঠি, ঠিক আছে আমি দেখবো, আমার অনুভূতিই কি ঠিক নাকি তোমাদের প্রলাপই যথার্থ। আমার দৃষ্টি এখন মুসলমানদের প্রতি আটকে আছে। যদি তারা আসেন তবে আমার কথাই সত্য কিন্তু এভাবনা আমাকে অস্থির করে যে, যদি মুসলমান আলেম ও নওজোয়ানেরা না আসে তাহলে ...!

ডাঃ শের আলীর দৃষ্টিতে
মাওলানা মাস্‌ঊদ আযহার

মুহতারাম হযরত আল্লামা মাস্‌ঊদ আযহার (মুঃ আঃ) দিবালোকের ন্যায় দীপ্তিমান ব্যক্তিত্বকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না। আফগান জিহাদ ও কাশ্মীর জিহাদে তার ব্যক্তিত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ও অবদান তাকে একজন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও প্রসিদ্ধ জিহাদী জেনারেলদের প্রথম সারির একজন মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিত্বের আসনে সমাসীন করে দিয়েছে।

মুহতারাম আল্লামা মাস্‌ঊদ আযহারের সাথে আমার প্রথম সাক্ষাতের সুযোগ ঘটেছিলো আফগানিস্তানের "ঝাওয়ার" এলাকায়। আর সে সময়টা ছিলো তখন, যখন হরকতুল মুজাহিদীনের প্রাক্তন আমীর জনাব মাওলানা ফযলুর রহমান খলীল সাহেব এবং নায়েবে আমীর মুহতারাম মাওলানা ফারুক সাহেব আমাকে ঝাওয়ারে চলমান জিহাদী প্রশিক্ষণ শিবিরে ট্রেনিংরত হাজার হাজার শিক্ষার্থীকে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে বর্তমান সময়ে জিহাদের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব, জিহাদের নিয়ম-নীতি, আমীরের অনুসরণ, ব্যবস্থাপনা ও শৃঙ্খলা, ধৈর্য্য ও দৃঢ়তা ইত্যাদি বিষয়ের উপর কিছু ক্লাশভিত্তিক প্রশিক্ষণ দানের জন্য আহব্বান করেছিলেন।

সে সময়ে প্রশিক্ষণরতদের মাঝে আমাদের প্রিয় ব্যক্তিত্ব জনাব মাওলানা মাসঊদ আযহারও ছিলেন। সে প্রশিক্ষণকালীন সময়ে তিনি তার জিহাদী অনুভূতি ও ইসলামী স্পৃহায় পরিপূর্ণ ইস্পাতকঠিন বক্তৃতার কারণে সকল শিক্ষার্থীদের মাঝে ছিলেন তালিকার শীর্ষ পুরুষ। ঝাওয়ার থেকে ফেরার সময় গাড়ীর ড্রাইভিং-এর দায়িত্ব দেয়া হলো মাওলানা মাসঊদ আযহারকে যাতে পথিমধ্যে তার সাথে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করা যায়।

ঝাওয়ার থেকে বননু এয়ারপোর্ট পর্যন্ত প্রায় তিন ঘণ্টাকাল সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে উর্দূ ভাষায় আবার কখনো আরবী ভাষায় আলাপ আলোচনা চলতে থাকলো। সে সংক্ষিপ্ত চলমান বৈঠকে তার কাজের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা এবং জিহাদী কর্মকাণ্ডে তার চূড়ান্ত পর্যায়ের মনোনিবেশ সম্পর্কে অবগত হতে সক্ষম হলাম। এর সাথে এ সময়ের আলোচনায় তার চূড়ান্ত পর্যায়ের বিনয় ও নম্রতা সাহস ও মনোবলসহ অন্যান্য প্রশংসনীয় গুণাবলীর কারণে যারপরনাই প্রভাবিত হলাম। এবং তখনই আমার একথায় দৃঢ়বিশ্বাস সৃষ্টি হলো যে, এ বিশাল পৃথিবীকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে সৃষ্টিকারী মহান আল্লাহ এই মর্দে মুজাহিদকে দীন ইসলামের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সীমাহীন প্রচেষ্টা ও সুমহান খেদমত আঞ্জাম দেয়ার সুযোগ করে দিবেন। আর বাস্তবে হলোও তাই। ইলমে দীন শিক্ষা সমাপনান্তে তার ইলমী অগ্রগামিতা, পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিত্ব, উত্তম স্বভাব, গাম্ভীর্যতা, বক্তৃতা-বিবৃতিতে উন্নত ভাষাশৈলী ও অলংকার সমৃদ্ধতার দরুণ তাকে তার প্রিয় ও বিশেষ উস্তাদ হযরাতুল আল্লামা মাওলানা মুফতী আহমাদুর রহমান (রহঃ) যিনি তখন বিন্নূরী টাউনস্থ জামি'আ উলূমুল ইসলামিয়ার প্রিন্সিপাল ছিলেন তিনি মাওলানা মাসউদ আযহারকে নিজ তত্ত্বাবধানে তার পরিচালনাধীন ইলমী শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষকতার আসনে সমাসীন করলেন। যা সদ্য শিক্ষা সমাপ্ত করে সনদ লাভকারী একজন ফারেগ বা শিক্ষা সমাপনকারী ব্যক্তির জন্য ইলমী ময়দানে একটি বিরাট মর্যাদার বিষয় বলে বিবেচিত হয়।

নিজ উস্তাদগণের তত্ত্বাবধানে শিক্ষকতা ও দাওয়াতী কাজের সুযোগ লাভ এ কথারই প্রমাণ বহন করে যে, তার উস্তাদগণ নিজ সাগরেদের ইলমী যোগ্যতার ব্যাপারে আস্থাশীল ছিলেন।

মুহ্তারম মাওলানা মাস্উদ আযহার সাহেব নিজের শিক্ষকতার জীবনের প্রথম বছরেই ছাত্রদের মাঝে এতটা জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন যে, তার কিতাবের ক্লাশসমূহে অনেক উপরের শ্রেণীর ছাত্ররাও অংশগ্রহণ করে তার ইলমী বিচক্ষণতা ও পারদর্শিতা থেকে উপকৃত হতো।

যেহেতু হযরত মাওলানা মাসউদ আযহারের কাছে জিহাদের মাহাত্ম্য ও গুরুত্বের বিষয়টি পরিপূর্ণ ও প্রশ্নাতীতভাবে সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিলো এ কারণে

তার দরসের মধ্যেও জিহাদী উপকরণের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যেত। যার ফলে তার ছাত্রবৃন্দও সেই ধ্যান-ধারণায় গড়ে উঠতো। মাওলানা মাস্‌উদ আযহার সাহেব তার অবসর সময়ের পুরোটাই সাবেক হরকতুল মুজাহিদীন-এর কাজে ব্যয় করতেন। দাওয়াতী কর্মসূচী ও বিভিন্ন সাংগঠনিক কাজের জন্য তিনি তার ফাঁকা সময়গুলো ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন।

মহান আল্লাহর ফযল ও করমে এবং হযরত মাওলানা মাস্‌উদ আযহারের সে কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার কারণে দিন দিন ব্যাপকতা লাভ করে এক পর্যায়ে তা উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করলো। মাওলানা মাস্‌উদ আযহার আফগান জিহাদ ও কাশ্মীর জিহাদের গুরুত্ব এবং সে সব যুদ্ধক্ষেত্রে মুজাহিদ গণের জিহাদী তৎপরতা ও অসাধারণ ত্যাগ ও কুরবানীকে গোটা মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য উর্দূ ভাষায় মাসিক "সাদায়ে মুজাহিদ" মুজাহিদের ডাক নামে একটি পত্রিকা ও আরবী ভাষায় 'সউতে কাশ্মীর' কাশ্মীরের আহবান নামে অপর একটি পত্রিকা প্রকাশ শুরু করলেন। যে পত্রিকা দুটি খুব অল্প সময়েই তার বস্তুনিষ্ঠ বিষয়াদি ও ঈমানী তেজদীপ্ত আকর্ষণীয় কলামসমূহ এবং কুরআন ও হাদীসের আলোকে উজ্জীবিত নিবন্ধাদির কারণে পাকিস্তান ও বহির্বিশ্বে অসাধারণ জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে সক্ষম হয়। যার ফলে হাজার হাজার মুসলিম সন্তান আরাম-আয়েশের জীবন পরিত্যাগ করে জিহাদের আশঙ্কাপূর্ণ ও ভয়াবহ পথে ইসলামী সংগ্রামের প্রেরণায় উদ্বেলিত হয়ে ইসলামের দুশমনদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

মাওলানা মাসঊদ আযহারের ঈমানদীপ্ত বক্তৃতামালা

মাওলানা মাস্‌ঊদ আযহার পাকিস্তানের অধিকাংশ জামিআ ও মাদ্‌রাসা এবং মসজিদ ও সভা সমাবেশে উপস্থিত হয়ে নিজ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বভাবসূলভ ভঙ্গিতে ঈমানী-চেতনা দীপ্ততায় পরিপূর্ণ ও বক্তৃতার মাধ্যমে মুসলমান যুবকদের অন্তরে জিহাদের গুরুত্ব ও মুজাহিদগণের মর্যাদাকে উজ্জীবিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তাদের শিরায় জিহাদী স্পৃহা ও জিহাদের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

সাধারণ মুসলমানদের বড় বড় সমাবেশে তার বিস্ময়কর ও যাদুকরী সত্য বক্তব্যগুলো একটি ভিন্নতর প্রকৃতির অধিকারী হতো।

মাওলানা মাস্‌ঊদ আযহার সাহেব এ জিহাদী কর্মসূচীর সাথে গোটা মুসলিম বিশ্বকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য বারবার বহির্বিশ্বে সফর করেছেন, আফ্রিকার সকল গুরুত্বপূর্ণ শহরে, সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিভিন্ন অঞ্চলে, সউদী আরব, বাংলাদেশ, বৃটেন ইত্যাদি রাষ্ট্রের বড় বড় জিহাদী সমাবেশ ও কনফারেন্সে কাশ্মীর জিহাদের বলিষ্ঠ আওয়ায ঐতিহাসিক বক্তৃতার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

আরব রাষ্ট্রসমূহে আরবীভাষী উলামা ও ছাত্রবৃন্দের মাঝে সাহিত্যপূর্ণ আরবী ভাষায় যথাযথ বক্তব্য পেশ করেছেন। সে বক্তব্যের ক্যাসেটসমূহের দ্বারা আজও জিহাদপ্রেমিক মুসলিম জনগোষ্ঠি আন্দোলিত ও পরিতৃপ্ত হচ্ছে।

উস্তাযুল আসাতিযা, মুজাহিদ সিপাহসালার মাওলানা মুফতী রশীদ আহমদ সাহেব (রহঃ) বলতেন, আমি ইউরোপ সফরকালীন সময়ে আমার স্নেহাস্পদ

মাওলানা মাসঊদ আযহারের বক্তৃতার প্রায় বিশটি ক্যাসেট শুনেছি। যে বক্তব্য তিনি লন্ডন সফরে রেখেছিলেন। এত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন একজন বিশিষ্ট আকাবীর মুফতীয়ে আযম, যুগের শ্রেষ্ঠতম ইসলামী জ্ঞান তাপসের এ সমর্থন ও স্বাক্ষ্য মাওলানা মাস্ঊদ আযহারের জন্য বিশাল সম্মানজনক একটি সনদ ও গৌরবের বিষয় এবং খায়ের ও বরকত লাভের মাধ্যম, সন্দেহ নেই।

করাচীতে যখন সাবেক হরকতুল মুজাহিদীন সংগঠন আফগানিস্তানের প্রসিদ্ধ মুজাহিদ কমান্ডার, খোস্ত বিজেতা মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানীকে করাচীর বিভিন্ন সমাবেশে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ করলো তখন সে সকল প্রোগামে মাওলানা মাসঊদ আযহার সাহেব মৌলিক ভূমিকা পালন করেন। কাবুলে যখন বুরহানুদ্দীন রব্বানী এবং ইঞ্জিনিয়ার হেকমতিয়ার ক্ষমতার মসনদ নিয়ে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হলো এবং নিষ্পাপ মা'সুম বাচ্চাসহ নিরপরাধ নারী-পুরুষদের উপর কামানের গোলা আর বোমা বর্ষণে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিলো। তখন মুহতারাম মাওলানা মুফতী আবদুর রহীম সাহেব সিদ্ধান্ত নিলেন যে, মাওলানা জালালুদ্দীন হাক্কানীর নেতৃত্বে পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের বিশিষ্ট মুফতীগণের সমন্বয়ে তিন দিনব্যাপী একটি সম্মেলনের আয়োজন করা হবে। যেখানে কাবুলের এ মর্মান্তিক অবস্থাকে সামনে রেখে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত উভয় নেতার মাঝে একটা আপোস মীমাংসার চেষ্টা করা হবে। এরপর নির্দ্ধারিত শর্ত যে পক্ষ অমান্য করবে তাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে জিহাদ ঘোষণা করা হবে। এ কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্য উদ্যোক্তা দুই মহান ব্যক্তি মুফতী আব্দুল্লাহ মাস্ঊদ সাহেবকেও সাথে নিলেন। তিনি বলেন, আমরা এ পবিত্র সিদ্ধান্তের ব্যাপারে হযরত মাওলানা হাক্কানী সাহেবের সাথে প্রথমে টেলিফোনে যোগাযোগ করলাম। তিনি তখন আবুধাবীতে অবস্থান করছিলেন। তিনি এ পদক্ষেপের কথা শুনে খুব খুশি হলেন এবং বললেন, এটি একটি চমৎকার পদক্ষেপ। খুশি হয়ে তিনি একথাও বললেন যে, একাজে যত অর্থ খরচ হবে তার পুরোটাই আমি বহন করবো।

সিদ্ধান্ত মতে উল্লেখিত তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল পাকিস্তানের অধিকাংশ মুফতী সাহেবদের খেদমতে উপস্থিত হয়ে বিষয়টির গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করে এ ব্যাপারে তাদের সম্মতি গ্রহণ করতে থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ কিছু বাস্তব প্রতিবন্ধকতা ও অপারগতার দরুন মাওলানা হাক্কানী সাহেব সে সম্মেলনের জন্য নির্দ্ধারিত তারিখে উপস্থিত হতে না পারার কথা জানালেন। যে কারণে আমন্ত্রিত সকল মুফতী সাহেবকে জরুরীভিত্তিতে সম্মেলন মুলতবী হওয়ার কথা জানিয়ে দেয়া হলো। সে সময়ের এক সপ্তাহের সফরে মাওলানা মাসঊদ আযহারকে আমি খুব কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। তার আশ্চর্য ধরনের ইলমী গভীরতা ও বিভিন্ন চমৎকার ঘটনাবলী ও বিচক্ষণ কথামালা শ্রবণ করে সফরের সব কষ্ট তাকলীফ যেন হাওয়া হয়ে যেত। তার মজলিসসমূহের সৌন্দর্য ও চমৎকারিত্ব, বিনয় ও নম্রতা, ছাত্রসুলভ সরলতা এবং অহংকার মুক্ততা তিনি নিজকে তাঁর চটের বিছানায় বসতে অভ্যস্ত পূর্বসুরী বুযুর্গানে দীনের রঙে রঙীন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি লেবাস পোশাকের চাকচিক্য, বাহ্যিক সৌন্দর্য, প্রসিদ্ধি অর্জন ও লোক দেখানো মনোভাব থেকে ছিলেন সম্পূর্ণ পবিত্র। পক্ষান্তরে সর্বক্ষেত্রে নিষ্ঠা ও ইখলাস এবং বিনয় ও নম্রতার সম্পদে তিনি ছিলেন সমৃদ্ধ।

হরকতুল মুজাহিদীন এবং হরকতুল জিহাদিল ইসলামী নামক পৃথক দুটি জিহাদী কাফেলাকে সর্বতোভাবে একত্রিত করার জন্য মাওলানা মাসঊদ আযহারের ঐক্য প্রচেষ্টাই কার্যকর হয়েছিলো। মহান আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে এবং বিশিষ্ট উলামায়ে কিরামের নিষ্ঠাপূর্ণ প্রচেষ্টার বদৌলতে উপরোক্ত দুটি বিশাল জিহাদী কাফেলাকে একত্রিত করে "হরকতুল আনসার" নামে একটি শক্তিশালী ও সক্রিয় জিহাদী কাফেলা অস্তিত্ব লাভ করে। যে কাফেলা পূর্বের তুলনায় কাশ্মীর জিহাদের ক্ষেত্রে আরো কয়েকগুণ বেশি কর্মতৎপরতা চালাতে সক্ষম হচ্ছে এবং কাশ্মীরের অসহায় নির্যাতিত মযলূম মুসলিম জনগোষ্ঠীর পক্ষে তারা পূর্বের তুলনায় আরো অধিক সক্রিয় রয়েছে।

যে মুজাহিদ কাফেলার ধারাবাহিক ত্যাগ ও কোরবানীর ফলে স্বয়ং ইসলামের দুশমনরা পর্যন্ত স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছে এবং আমেরিকার মত পরাশক্তিও হরকতুল আনসারের জিহাদী তৎপরতার দরুণ ভীতু ও আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে আছে।

মাওলানা মাসঊদ আযহারের তীব্র অনুভূতিসম্পন্ন দিল তাঁর জন্য সকল আরাম-আয়েশ যেন হারাম করে দিয়েছিলো। তিনি কখনো আফগানিস্তানের খোস্ত বা গারদেজের প্রস্তরময় উপত্যকায় রুশ লালিত প্রাণীদের গোলাবারুদ আর মারণাস্ত্রের মোকাবেলায় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের প্রথম সারীতে হুংকার দিয়ে এগিয়ে যেতেন। আবার কখনো অধিকৃত কাশ্মীরের শত্রুবেষ্টিত কঠিন সীমান্ত এলাকায় প্রতিশোধের কঠোর দৃঢ়তা নিয়ে ইস্পাত শক্ত মনোবলে দণ্ডায়মান থাকতেন।

মাওলানা মাসঊদ আযহারের কাশ্মীর সফর

যখন হিন্দুস্থানের হিংস্র স্বভাবের কট্টরপন্থী উগ্রবাদী হিন্দুদের জংলী বর্বরতা সীমা ছাড়িয়ে গেল তখন মাওলানার ধৈর্যের বাঁধ ভেংগে গেল। ফলে তিনি নিজে কাশ্মীরী অসহায় মযলূম মুসলমান ভাইবোনদের সহায়তার জন্য অধিকৃত কাশ্মীর চলে গেলেন। কিন্তু এখনো তিনি তার নির্যাতিত, বিপর্যস্ত ও আক্রান্ত মযলূম ভাইদের কাছে গিয়ে পৌঁছতে সক্ষম হননি, পথিমধ্যেই ভারতের জংলী স্বভাবের শাসকগোষ্ঠী কোন অভিযোগ ছাড়াই এ নিরপরাধ মর্দে মুজাহিদের পায়ে জিঞ্জির পরিয়ে দিলো এবং লৌহ শলাকার অভ্যন্তরে ঢুকিয়ে দিয়ে ঐ সূর্যসম উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বকে একটি সংকীর্ণ ও অন্ধকার খাঁচায় আবদ্ধ করে দিলো। বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও মুফতী জনাব মুফতী আবদুল্লাহ মাসঊদ সাহেব বলেন, যখন তার বন্দী হওয়ার হৃদয়বিদারক ও মর্মান্তিক সংবাদ আমার কাছে পৌঁছলো তখন থেকে আমি মুক্তির পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত প্রতিদিন বুখারী শরীফের দরসের পর ও আসরের পরের দরসে কুরআন-এর সমাপ্তিতে তার স্ব-সম্মানে মুক্তি লাভের জন্য দরসে উপস্থিত সকলকে নিয়ে দু'আ করে যাচ্ছিলাম। মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ পাকের মেহেরবানী ও দয়ায় আমি এ ব্যাপারে দৃঢ়তার সাথে আশাবাদী ছিলাম যে, আল্লাহপাক হযরত মাওলানা মাসঊদ আযহারের জিহাদী কোরবানীকে কবুল করে সে নেক আমলের বদৌলতে তাঁকে আযাদী ও মুক্তির নেয়ামত দ্বারা সম্মানিত করবেন।

পরিশেষে মহান প্রভুর অনুগ্রহ ও মেহেরবানীতে সে মুহূর্তটিও আমাদের সামনে এলো যখন তিনি স্ব-সম্মানেই পুনরায় আবার মুক্ত জীবনে ফিরে এলেন। উগ্রবাদী জংলী স্বভাবের হিন্দু প্রশাসনের কারাকক্ষের ঐ লৌহ শলাকা আল্লাহ পাকের এ সিংহকে আবদ্ধ করে রাখতে পারেনি। তিনি মুক্তি লাভ করে আবার তার জিহাদী তৎপরতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছেন।

وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ

মাওলানা মাসউদ আযহার

অস্থির হৃদয় ও অগ্নিঝরা কলম

মাওলানা মাসউদ আযহার একজন নির্ভীক ও দুঃসাহসী কলম সম্রাট। উর্দূ এবং আরবী ভাষায় তার রয়েছে সমান পারদর্শিতা। এ কথায় কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, সারা বিশ্বের মযলুম ও নির্যাতিত মুসলমানের জন্য তার হৃদয় থাকে সর্বদাই অস্থিরভাবে কম্পমান আর তারই ফলশ্রুতিতে লিখনীর মাধ্যমে তার কলমও নির্ঝরিত করতে থাকে অগ্নিস্ফুলিংগ।

খতীব বা বক্তা হিসেবেও তিনি অসাধারণ, যার দ্বিতীয় উপমা নেই বললেই চলে। আল্লামা ইহসান আলী যহীর-এর শাহাদাতবরণের পর পাকিস্তানী নওজোয়ানদের মাঝে মাসউদ আযহারের মত আরবী ভাষায় সুন্দর বক্তব্য উপস্থাপনে এত অধিক পারদর্শী সম্ভবত আরেকজন খুঁজে পাওয়া যাবে না। তিনি যেন দরিয়ার স্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হন এবং নিজ শ্রোতাদেরকে ও সাথে করে বয়ে নিয়ে যান।

বাহওয়ালপুরের এক গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং দুঃস্থতা ও কষ্ট মেহনতের মধ্য দিয়েই তিনি বড় হন। দেখতে দেখতে এক সময় তিনি বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এক মহান ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়ে যান। যখন তার বয়স ত্রিশ বছরও পূর্ণ হয়নি, তিনি তখনো বিয়ে করেননি। বিবাহের কথা চলছিলো। কিছুদিন পূর্বেও তিনি তাঁর বিশেষ ব্যক্তিত্বপূর্ণ ভঙ্গিতে বলছিলেন, "আমি এখন বিয়ে করবো"।

তার অন্তরে দুনিয়ার আরাম-আয়েশ, ভোগ-বিলাস, কোন কিছুর চাহিদাই ছিলো না। তিনি সব সময়ই অল্প দামের কাপড় পরিধান করেন এবং সাধারণ খানা খেয়ে থাকেন। বসনিয়া থেকে শুরু করে সোমালিয়া পর্যন্ত এবং কাবুল থেকে শুরু করে শ্রীনগর পর্যন্ত মুসলমানদের উপর পরিচালিত নির্যাতনে তার

চোখ থেকে যেন রক্তের অশ্রু প্রবাহিত হয়। আর তার কলম শুধু নয় বরং তার যবানও তলোয়ার হয়ে উঠে। তিনি গর্জে উঠেন আর একথা বলে বলে বিস্ময় প্রকাশ করেন যে, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মোবারক উম্মতের উপর নির্যাতনের স্টীমরোলার চালানো হচ্ছে আর সে উম্মতেরই একটি বড় অংশ আরাম-আয়েশ আর ভোগ-বিলাসে নিশ্চিন্ত দিন গুযরান করছে।

তিনি চিৎকার করে করে বলেন, প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার গোটা উম্মতকে একটি শরীর বলে উল্লেখ করেছেন। একে অপরের দুঃখদুর্দশায় পার্শ্বে দাঁড়ানো তিনি উম্মতের প্রত্যেকের উপর আবশ্যকীয় করে দিয়েছেন। তিনি মুসলমানদের প্রবাহমান খুন ও ভূলুণ্ঠিত হওয়া মর্যাদার সংরক্ষণ মুসলমানদের দায়িত্বেই দিয়েছেন। কিন্তু মুসলমানগণ এক্ষেত্রে যে অলসতার বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছে তা নিতান্তই শরম ও লজ্জার কথা। আমরা আজ জাতীয়তাবাদের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি। আঞ্চলিকতার ভূত আমাদের কাঁধে চড়ে বসেছে। কাফির মুশরিকদের ভালবাসা ও তাদের ধ্যান-ধারণা আজ আমাদের অন্তরে বাসা বেঁধে নিয়েছে। কিন্তু যুলুম-নির্যাতনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত মুসলমান ভাইদের সাথে আমাদের আর কোন সম্পর্ক বাকী নেই। অথচ আজ প্রতিটি জনপদে মুসলমানদেরকে শুধু মুসলমান হওয়ার অপরাধে মার খেতে হচ্ছে। যদি তাই না হবে, তবে মুসলমান শিশুদের কী অপরাধ ? নিষ্পাপ সন্তানদের ত্রুটি কোথায় ? ঐ মায়েদের কী অপরাধ, যাদেরকে আজ নিজ সন্তানদের খুন পান করতে বাধ্য করা হচ্ছে। ঐ মুসলমানদেরই বা কী দোষ যারা আজ ক্ষুধা-দারিদ্র্যের কারণে মুর্দারের গোস্ত খাওয়ার মাসআলাহ জিজ্ঞাসা করে।

মাওলানা মাসঊদ আযহার বারবার এসব প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করতেন এবং উম্মতকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করতেন। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ ছিলো না যে, তাঁর অন্তর উম্মতের জন্য সর্বদাই থাকতো অস্থির ও ব্যাকুল। তার চোখ সর্বদাই উম্মতের মুক্তি চিন্তায় থাকতো ক্রন্দনরত আর তার পদযুগল তাদেরই জন্য থাকতো সচল।

হযরত মাওলানা আবদুল্লাহ মাসঊদ সাহেব বলেন, আমি দু'বার মাওলানা মাসঊদ আযহার সাহেবের সাথে বহির্বিশ্বে সফর করেছি। সে সফরের দীর্ঘ সময়ে আমি প্রত্যক্ষ করেছি তার মধ্যকার সহমর্মিতা, জনসেবা, বিনয় ও নম্রতা। তিনি পালাক্রমে সাথীদের খেদমত করতে থাকতেন, সফর সঙ্গীরা যাতে একটু আরামে কাটাতে পারে সে দিকে তাঁর ছিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ভেতনভক্ত চাকরের ন্যায় সফরসঙ্গীদের সেবা করতেন। তিনি নিজে কঠোরতা বরদাশ্ত করতেন, কষ্ট স্বীকার করতেন কিন্তু সফরসঙ্গীরা যাতে একটু আরামে থাকে সে চেষ্টায় সর্বদা লেগে থাকতেন। সাথীদের নাস্তার ব্যবস্থা করা, তাদের কাপড় রৌদ্রে দেয়া আবার তা ঘরে নেয়া ইত্যাদি কাজগুলো তিনি নিজ দায়িত্বেই সমাধা করতেন। নাইরুবীতে যেমন তার আন্তরিকতার তৃপ্তি অনুভব করেছি তেমনি সুদানেও তার হৃদ্যতা প্রত্যক্ষ করেছি। তাঁর মাঝে অহংকার, গর্ব, আত্মগরীমা ইত্যাদির নাম নিশানা পর্যন্ত নেই। এ ছাড়া জটিল যে কোন বিষয় সামনে আসলে তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে দ্রুত তার সমাধান দিতে পারতেন। সর্বক্ষেত্রে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি রক্ষা করার প্রতি তিনি সে সফরগুলোতে ছিলেন সদা যত্নবান। তিনি ইলমে হাদীসের ক্ষেত্রেও একজন দক্ষ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। কারণ সে সফরে আমরা দেখেছি কোন বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা হলে সে ব্যাপারে তিনি একজন দক্ষ আইনজিবীর ন্যায় প্রমাণাদি উপস্থাপন করতেন এবং উপস্থিতদেরকে তিনি হতভম্ব করে দিতেন।

আল্লাহপাক যদি সুযোগ করে দেন এবং তিনি যদি সাংবাদিকতার বিষয়টি ধরে রাখেন তবে তিনি এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করতে পারবেন বলে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ধারণা।

তার মধ্যকার যুবশক্তি আমাদেরকে মাওলানা হাসরত মুহানীর মত স্বনির্ভরতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তার বীরত্বপূর্ণ চালচলন ও সাহসী পদক্ষেপসমূহের মাঝে সযত্নে লালিত আছে মাওলানা যফর আলী খানের ধ্যান-ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি।

মাওলানা মাসঊদ আযহার বেশ কয়েকটি ঈদও কাটিয়েছেন ভারতের কারাগারে। সেখানে তার উপর কি ধরনের বিপর্যয় ও মানসিক যন্ত্রণা চালানো

হয়েছে তা শুধুমাত্র কিছুটা ধারণা করা যেতে পারে! আর সে ধারণাও এমন, যা কল্পনায় এলে শরীরের লোম দাড়িঁয়ে যায়। তিনি যখন কারা প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ তখন তার জন্য শুধু দু'আ করা ছাড়া আর কিছুই তো করার ছিলো না। সেমতে তার হাজারো ভক্তবৃন্দ তার প্রতি দু'আর চাদরই শুধু বিছিয়ে দিয়েছেন এভাবে-ওহে আমাদের রব! তুমি যেমনিভাবে লাহোরে বিদ্যমান রয়েছো তেমনি তোমার অস্তিত্ব বিরাজিত রয়েছে শ্রীনগরেও । তাই সেখানে তুমি তোমার ঐ বান্দাকে হিফাযত কর। তার সকল মুশকিলকে তুমি আসান করে দাও। আয় আল্লাহ্! তুমি তোমার বান্দাদের শুনার ও বুঝার তাওফীক দান কর। তাদের মনে দেশের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করে দাও! তাদের মাঝে মাসঊদ আযহারকে মুক্ত করার জন্য একটা হৃদকম্পন সৃষ্টি করে দাও! তাদেরকে এ কাজে ব্যস্ত বানিয়ে দাও! তাদের কান খুলে দাও! তাদের কানে আমাদের এ আওয়ায পৌঁছে দাও!

মাওলানা মাসঊদ আযহারের গ্রেফতারে তাঁর পরিবারের সদস্যদের প্রতিক্রিয়া

মাওলানা মাসঊদ আযহারের গ্রেফতারের খবর যখন তার পরিবারের সদস্যদের কাছে এসে পৌঁছলো তখন তারা এ মর্মান্তিক খবরে যেন সকলেই মুক হয়ে গেলেন। কারণ তাদের তো এ কথা জানা ছিলো না যে, মাওলানা এখন কোথায়। তাদের বুক চিরে যেন আর্তচিৎকার বেরিয়ে আসার উপক্রম হলো। কিন্তু মাওলানার সম্মানিত পিতা ধৈর্য্যে বুক বেঁধে সকলকে আওয়ায করে কাঁদতে কঠোরভাবে বারণ করলেন।

মাওলানার সম্মানিতা মা তখন বাড়িতে ছিলেন না। কোন মাধ্যমে তাকে সংবাদ দিয়ে বাড়িতে আনা হলো। তিনি বাড়ি এসে যখন বাড়ির লোকদের সকলের চেহারায় ছেয়ে থাকা মলিনতা প্রত্যক্ষ করলেন তখন সকলকেই তিনি জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, কী হয়েছে? ঘটনা কী ঘটেছে আমাকে বলো।

অবশেষে মাওলানার পিতা যখন তার সম্মানিতা মাতাকে এ সংবাদ শোনালেন তখন তিনি মুখে কোন বাক্য উচ্চারণ না করে সাথে সাথে জায়নামায বিছিয়ে নিলেন। এরপর শুধু এতটুকু বললেন যে, "আমি মহান আল্লাহর কাছ থেকেই আমার মাসঊদকে চেয়ে আনবো"।

মাওলানা মাসঊদ আযহার সাহেবের বোনেরা সে সময় যে সবর ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন তেমনটি তাঁর ভাইদের থেকেও সম্ভব হয়নি।

অশ্রুসিক্ত নয়নে মাওলানা মাসঊদ আযহারের মা বললেন ঃ ঐ জংলীগুলো আমার মাসউদের সাথে কি দুর্ব্যবহারই না করছে

জিহাদ তখনই কোন আল্লাহর বান্দার পরম লক্ষ্যে পরিণত হতে পারে, যখন শিরায় শিরায় প্রবাহমান খুনের প্রতিটি ফোঁটা আল্লাহ পাকের পথে

বিসর্জন দেয়ার সৌভাগ্যের বিষয়টি কারো মাথায় চেপে বসে আর যখন জিহাদের ময়দানে বুক চিতিয়ে দিয়ে শত্রুর আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে শাহাদাত লাভের তীব্র বাসনা কাউকে অস্থির করে তোলে।

একদিকে আফগানিস্তানের পবিত্র ভূমিতে স্বা ীনতার হাওয়া বইতে শুরু করেছে অপর দিকে কাশ্মীরের জান্নাততুল্য ভূমিতে গোলামীর ক্ষত তাজা হয়ে উঠেছে। একদিকে জালিমের অত্যাচারের পরিসমাপ্তি ঘটেছে অপর দিকে নির্যাতিত মুসলমানের প্রতি আবার নবতর অত্যাচার শুরু হয়েছে।

মাওলানা মাসঊদ আযহার ও কমান্ডার সাজ্জাদ সাহেবদ্বয়ের বন্দীতে তাদের পরিবারকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য একজন মুজাহিদ আমীরের নেতৃত্বে তার মাহরাম মহিলা মুজাহিদদের নিয়ে একটি টিম বন্দী মুজাহিদদের বাড়ি সফর করে। সে টিমের একজন মহিলা মুজাহিদ তার বর্ণনা দিলেন এভাবে–

মাওলানা মাসঊদ আযহার ও কমান্ডার সাজ্জাদ সাহেবদ্বয়ের জিঞ্জিরাবদ্ধ হওয়ার সংবাদ যে সময় বজ্রের ন্যায় হৃদয়পটে আঘাত হানলো তখন থেকেই আমার খুব আগ্রহ ছিলো যে, আমি তাদের পরিবারের সদস্যদের সাথে সাক্ষাত করবো। কিছুদিন পূর্বে মহান আল্লাহ আমার আকাঙ্খা পূর্ণ করার সুযোগ করে দিলেন এবং আমরা খুঁজতে খুঁজতে বাহওয়ালপুরে সেই মহান মর্দে মুজাহিদের দরজায় গিয়ে হাজির হলাম যাকে দুনিয়া মাসঊদ আযহার নামে জানে। ঘরে প্রবেশ করে আমরা মাওলানার স্নেহময়ী আম্মার সাথে দেখা করলাম। তিনি আমাদেরকে অত্যন্ত যত্ন ও সম্মান সহকারে বসতে দিলেন। আর আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কোথা থেকে এসেছেন ? এ প্রশ্নের জবাবে যখন আমি তাকে বললাম, আমিও মাসঊদ আযহারের একজন বোন এবং তার অন্যায় বন্দিত্ব বরণের ব্যথায় ব্যথিত হয়েই আপনার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য ইসলামাবাদ থেকে এসেছি। তিনি যখন আমার মুখে মাসঊদ ভাইয়ের নাম শুনলেন, তখন তাঁর দু'চোখ বেয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হতে শুরু করলো, যে বাঁধভাংগা অশ্রুর স্রোত তিনি যেন মোটেও ফিরাতে পারছেন না। এরপর প্রায় রাত ২ টা পর্যন্ত মাসঊদ ভাইয়ের বোনেরা এবং তাঁর স্ত্রী আমাদের ভাবী সকলে আমার আসেপাশে বসে থাকলেন আর মাসঊদ ভাইয়ের আম্মা তার আদরের

সন্তানের শৈশব থেকে শুরু করে কৈশোর যৌবনের সকল ঘটনাবলী শুনালেন।

তিনি এ-ও বললেন যে, আমাদের গোত্রের তো জেল-জুলুম সহ্য করার পুরোনো রীতি রয়েছে। আমার পিতা ভুট্টোর আমলে অনেকবার তৎকালীন বিশিষ্ট মুজাহিদ জনাব মুফতী মাহমূদ সাহেবের সাথে কারাবরণ করেছিলেন। কিন্তু আমার বাচ্চা মাসঊদ তো বন্দী হয়েছে দুশমন বেনিয়াদের হাতে। আর একারণে বেশি দুঃখ হচ্ছে।

তিনি বললেন, আজ দীর্ঘ প্রায় আটমাস যাবত সে আমাদের দৃষ্টি থেকে হারিয়ে গেছে। সারারাত তো আমার দোয়া দরুদ আর ওযীফার মধ্যেই কাটে। যদি কখনো চোখ দুটো একটু লেগে আসে তবে তৎক্ষণাৎ অস্থিরতার সাথে চোখ খুলে যায় এ চিন্তায় যে, না জানি ঐ জংলীগুলো আমার মাসঊদের সাথে কি দুর্ব্যবহার করছে। জানি না, তার কাছে শোয়ার জন্য কোন বিছানা আছে কি না ?

আমার কাছে থাকতে আমার বাচ্চা যখন দড়ির খাটে বসতো তখন তার কষ্ট হবে ভেবে সাথে সাথে তাকে আমি গদি বিছিয়ে দিতাম। সে আমাকে এত অধিক মহব্বত করতো যে, ঘরে যে স্থানে সে বসতো সেখান থেকে যদি সে আমাকে দেখতে না পেত তবে অস্থির হয়ে ছোট বাচ্চার মত আম্মাজান! আম্মাজান! বলে ডাকতে থাকতো। আজ দীর্ঘদিন যাবত আমার কান আমার মাসউদের আওয়ায শুনতে পায় না। যে আওয়ায শুনতে আমার কান এখন আকুল হয়ে পড়েছে। আয় আল্লাহ্! তুমি আমার সন্তানকে দ্বীনের উপর দৃঢ়তা দান কর। যাতে ঐ বন্য হায়নাদের নির্যাতনের কবলে পড়ে তার ঈমানে কোন রূপ দুর্বলতা সৃষ্টি না হয়।

তিনি বারবার বলে চলছিলেন, এখন তো আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, এবার শুয়ে পড়ুন। কিন্তু অমার সকল ক্লান্তি আর অবসাদ এমন একজন প্রশস্ত মনের অধিকারী মায়াময় হৃদয়বিশিষ্ট উদার দৃষ্টিসম্পন্ন মায়ের কথা শুনে সব দূর হয়ে গিয়েছিলো। যখন আমার কান মাসঊদ ভাইয়ের মায়ের কণ্ঠ থেকে এ কথা শুনতে পেলো যে, "আমি মহান আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করি, আমার ছেলের আগে যেন আল্লাহ পাক কমান্ডার নাসরুল্লাহ মানসূরকে

মুক্ত করে দেন” তখন আমার হৃদয়পটে তার মর্যাদা ও সম্মান আরো অনেকগুণ বর্ধিত হলো।

এরপর আমরা রহীম ইয়ার খান মাওলানা তৈয়্যেব সাহেবের ছেলে কাসেম-এর শাহাদাত বরণের কারণে তার বাড়িতে গেলাম। শহীদ কাসেমের সম্মানিতা মাকে আমরা মুবারকবাদ জানালাম। তখন তার মুখ থেকে একটি কথা শুনতে পেয়ে দারুণ বিস্ময়ে হতভম্ব হলাম। তিনি বলছিলেন, “আমার এখনো পাঁচজন কাসেম বেঁচে আছে, ঐ বন্যরা আমার একজন কাসেমকে শহীদ করেছে, বাকী পাঁচজনকে লালনপালন করে জওয়ান করে তৈরি করে তাদেরকেও আমি যুদ্ধের জন্য পাঠিয়ে দিব”।

তার এ কথা শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবলাম, এখনো কি তাহলে এমন মা জিন্দা আছেন, যারা কাসেমের মত জানবাজ সন্তানের জন্ম দিতে পারে!

রহিম ইয়ার খান থেকে আমাদের সফর হলো মুলতানের কাছে উরগুন বিজয়ী মহান ব্যক্তির বাড়ি অভিমুখে যিনি ইসলামের ঝাণ্ডা উঁচু করার জন্য খোস্ত রণাঙ্গনে নিজের জীবনের নযরানা পেশ করে আফগান বিজয়ের দ্বার উম্মুক্ত করেছিলেন। যাকে গোটা মুসলিম বিশ্ব মহান কমান্ডার শহীদ যুবায়ের আহমদ খালেদ নামে চিনে। আমরা তার বাড়ি অভিমুখে রওয়ানা করলাম যেখানে রয়েছেন তার বিধবা স্ত্রী, রয়েছে তার ছোট ছোট নিষ্পাপ দুই মাসুম বাচ্চা। আরো আছেন সেখানে তার বৃদ্ধ পিতা ও বৃদ্ধা মা। আছে তার অবলা সরলা বোনেরা।

সেখানে গিয়ে পৌঁছার পর প্রতিবারের মত এবারও সুফিয়া খালা এসে আমাকে অত্যন্ত আদর ও মহব্বত সহকারে জড়িয়ে ধরলেন এবং তার সহোদর বোন বিগলিত ধারায় অশ্রু বিসর্জন দিতে দিতে হিচকি ছেড়ে বলতে লাগলেন, “আমীর সাহেবকে দেখে খালেদের কথা স্মরণ হচ্ছে। আজ যদি সে থাকতো তাহলে নিজের পাখা বিছিয়ে দিয়ে আপনাদের ইস্তিকবাল করতো। সে এই ভেবে আজ কতই না আনন্দিত হতো যে, আমার সাথী এসেছে।”

নিজ কমান্ডার সাথীর নিদর্শন আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়েরকে যখন আমি আমার কোলে তুলে নিয়ে সিনার সাথে লাগিয়ে নিলাম তখন আমীর

সাহেবের অজান্তেই যেন তার দু'চোখের অশ্রু গাল বেয়ে পড়তে লাগলো। আজকের পূর্ণ দিনটিই আমরা শহীদ কমান্ডারের পরিবারের লোকদের সাথে কাটিয়ে দিলাম।

এরপর সন্ধ্যার সময় আমরা কমান্ডার সাহেবের স্ত্রী ও বোনকে নিয়ে মুজাহিদ সুলতানের বাড়ি গেলাম, যিনি অধিকৃত কাশ্মীরে গ্রেফতার হয়েছেন। সে ঘরে সুলতান ভাইয়ের মা ও সুদর্শনা সুশ্রী স্ত্রী, ফুলের মত সুন্দর কচি মাসুম বাচ্চাদের দেখে আমার অন্তর যেন বলে উঠলো, ঐ কা'বার প্রভুর কসম! দুনিয়াতে অবশ্যই ইসলাম জিন্দা হবে, ইসলাম বিজয়ী হবে ইনশাআল্লাহ। এ মুজাহিদ কত বড় মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী যিনি দুশমনদের হুংকারের বিরুদ্ধে ডাক শুনে "লাব্বাইক" বলে তাদের মোকাবেলা করার জন্য ঘর-বাড়ী, স্ত্রী-সন্তান ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েছিলেন। এ মোকাবেলা যেন পাহাড়ের সাথে পিপীলিকার মোকাবেলা। কিন্তু শত মোবারকবাদ তাদের জিহাদী প্রেরণার প্রতি একারণে যে, তারা কোন মুশকিল ও সমস্যাকে সমস্যা মনে না করে রনাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন-যাদের ঘরে সর্বপ্রকার আরাম আয়েশের উপকরণ রয়েছে। সে সব পরিত্যাগ করে তারা তাদের নির্যাতিতা বোনদের ডাকে "লাব্বাইক" বলে ইসলামের মর্যাদা বুলন্দ করার লক্ষ্যে বীর-বিক্রমে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। ইনশাআল্লাহ! অচিরেই ইসলাম বিদ্বেষী কুফরী শক্তি ব্যর্থ ও পর্যুদস্ত হবে।

আমি যখন সুলতান ভাইয়ের স্ত্রীকে "কি অবস্থা ?" জিজ্ঞাসা করলাম তখন তিনি "এইতো চলছে" বলেই মনের অজান্তে কাঁদতে শুরু করলেন। অনেক কষ্টে তাঁকে থামালাম, বুঝালাম, সান্ত্বনা দিলাম। ফলে প্রথমবারের মত তিনি সুলতান ভাইয়ের ব্যাপারে জানতে চাইলেন এই বলে যে, তিনি কোনদিন আসবেন ? আমার কাছে তার এ প্রশ্নের কোন উত্তর ছিলো না। হঠাৎ করেই আমার অন্তর আকুতিভরে কেঁদে উঠলো। আমি ফরিয়াদ করলাম "আয় আল্লাহ! তুমি আমার মুজাহিদ ভাইদের বাহুতে সুলতান মাহমুদ গজনবীর শক্তি দাও। যাতে তারা এ গরু-পুজারী, নিষ্ঠুর, কাপুরুষ জংলীদের বন্দীশালা থেকে ইসলামের সুশোভিত বাগানের বীর-বাহাদুরদের

হাতে পরিয়ে দেয়া জিঞ্জির কেটে তাঁদের মুক্ত করে আনতে সক্ষম হয়। তখন আমি সুলতান ভাইয়ের স্ত্রীকে বললাম, সুলতান ভাইয়ের মুক্তির জন্য হরকতুল আনসার সংগঠন যে কোন ধরনের ত্যাগ ও কুরবানী স্বীকার করতে প্রস্তুত রয়েছে। লা-শরীক এক আল্লাহর শপথ করে বলছি, ইনশাআল্লাহ হরকাতুল আনসার তার জানবাজ মুজাহিদদের প্রতি আরোপিত প্রতিটি আঘাতের প্রতিশোধ অবশ্যই গ্রহণ করবে। ঐসব বন্যপশুদের ঐসব হাত কেটে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হবে, যে হাত দিয়ে ওরা ইসলামের বীর সৈনিকদের হাতে জিঞ্জির পরিয়েছে। হরকতুল আনসার কাশ্মীরকে ঐ সকল হিংস্র জালিমদের হাত থেকে মুক্ত করেই তবে বিশ্রাম নিবে। কাশ্মীরের ভাগ্য ঐ জাতিসংঘের প্রাসাদসমূহে নয় বরং শ্রীনগরের পাহাড়সমূহেই নির্দ্ধারিত হবে। হরকতুল আনসার তার তাজা খুনের হরফে মুক্তির নতুন অধ্যায় রচনা করবে ইনশাআল্লাহ। এটাই হবে আমাদের ইতিহাস আর এটাই আমাদের সিদ্ধান্ত, লক্ষ্য ও স্বপ্ন।

অত্যাচারীর পাঞ্জা থেকে
মুক্তি ছিনিয়ে আনবো ফের,
করবো আযাদ মাসঊদ, মানসূর,
আরো যত বীর সেনাদের।
ভেংগে দিবো আজ জালিমের ঐ
লৌহ কঠিন শত জিঞ্জির,
ছিনিয়ে আনবো পাওনা মোদের
মুক্ত করবো এ কাশ্মীর।

সুলতান মাহমূদ গজনবী এবং চেতনার অগ্নিমশাল মুজাহিদ আবদালীর ঐতিহ্যকে স্মরণ করে, আফগানিস্তানের পবিত্র ভূমি থেকে ঐ লাল কুকুরদের নিঃশেষ করে জান্নাত সুষমা কাশ্মীরের পথ প্রান্তরে তথাকার মা-বোনদের পবিত্রতম ঋণ শোধ করতে, নোংরা ও দুর্গন্ধযুক্ত গোপুজারী জংলী ও কট্টরপন্থী হিন্দুদের উপযুক্ত শিক্ষা দেয়ার জন্য হরকতুল আনসারের এক

সাহসী ব্যাঘ্র, ইসলামের জানবায কমান্ডার নাসরুল্লাহ মানসূর যখন কাশ্মীরে পৌঁছলেন তখন ইন্ডিয়ান রেডিও চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে যাচ্ছিলো, "কমান্ডার খান মুহাম্মদ গজনবীর নির্দেশে কমান্ডো বাহিনীর একটি দল কাশ্মীরে এসে গেছে।" যাদের বীরত্ব, বাহাদুরী, সাহসিকতা ও তেজদীপ্ততার কথা কাশ্মীরের প্রত্যেক মা-বোন, ছেলে-মেয়ে, ছোট-বড় সকলের কণ্ঠেই উচ্চারিত হচ্ছিলো। যা ঐ কট্টরপন্থী হিন্দু জালিমদের উপর যেন বজ্র হয়ে আঘাত হানলো, কাপুরুষ দুশমনরা তখন ভয়ে আতংকে প্রমাদ গুনতে শুরু করলো। ফলে তারা এ মর্দে মুজাহিদকে জীবিত কিংবা মৃত পাকড়াও করার জন্য লক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করলো। শেষ পর্যন্ত ঐ ভীতু কাপুরুষের দল সাহাবী হযরত যেরার (রাযিঃ)-এর এ যোগ্য উত্তর সুরীকে ধোঁকা ও গাদ্দারীর মাধ্যমে বন্দী করলো।

অশ্রুসিক্ত নয়ন ও মর্মাহত হৃদয় নিয়ে আমীর সাহেব যখন এ সংবাদ শুনালেন তখন হে আমার প্রিয় বোনেরা! আমার কাছে এমন মনে হলো, যেন আমার উপর বজ্রপাত হয়েছে। এর কিছুক্ষণ পর আমি আমীর সাহেবের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম, এসব কীভাবে ঘটলো?

তখন তিনি রাগে গোস্‌সায় অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন, এখনো সঠিক সংবাদ এসে পৌঁছেনি। কিন্তু আমার মন সাক্ষী দিচ্ছে যে, আমার ঐ ব্যাঘ্রকে ওরা প্রতারণার মাধ্যমে গ্রেফতার করেছে। কারণ এমনটি হতেই পারে না যে, তিনি যুদ্ধের ময়দান থেকে গ্রেফতার হবেন। বারবার অন্তরের গভীরের কলজেচেরা ফরিয়াদ ঠোঁট পিছলে বেরিয়ে আসছিলো, ইয়া আল্লাহ! তাঁকে আপনি আপনার কুদরতী হেফাযতে রাখুন। আয় আল্লাহ! কাফির-মুশরিকদের ভাগ্যে আপনি যিল্লত ও আপমান লিখে দিন, আয় আল্লাহ! ওদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করে দিন, কুফ্‌ফারদের আতংকগ্রস্ত করে দিন।

এরপর গোটা বিশ্ব এ বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেছে যে, বাঘ বাঘই রয়ে গেছে। ঐ দুর্গন্ধযুক্ত কাপুরুষ কাফিরগোষ্ঠী অত্যাচার ও নির্যাতনের যাঁতাকলে পেষণ করেও ব্যাঘ্রের আওয়াযকে বকরীর আওয়াযে পরিণত করতে পারেনি। বাঘের মত গর্জন করেই নাসরুল্লাহ ভাই তখন বলেছিলেন, ওহে জংলী কাপুরুষের দল! তোমরা যদি বাহাদুর হতে তবে আমাকে যুদ্ধের

ময়দান থেকে গ্রেফতার করতে। আহ! আফসোস, যদি আমার কাছে তখন অস্ত্র থাকতো তবে আমি দেখে নিতাম কিভাবে তোমরা আমাকে বন্দী করতে পারো।

এরপর থেকে বারবারই মনে চাইতো ঐ বৃদ্ধা মায়ের সাথে একটু সাক্ষাত করতে যিনি যুগের এ গজনবীকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন, যে মায়ের কোলে তারিক ইবনে যিয়াদের এ যোগ্য উত্তরসুরী লালিত পালিত হয়েছেন, যে মা তার পুত্রকে শৃগাল না বানিয়ে সাহসী ব্যাঘ্র করে গড়ে তুলেছেন। কয়েকবার তার সাথে দেখা করতে যাওয়ার জন্য প্রোগাম করা হয়েছে কিন্তু আমীর সাহেবের কোন একটি এমন জরুরী কাজ এসে উপস্থিত হতো ফলে আর যাওয়া হতো না, এভাবে সময় দিন ও মাস কেটে যেতো।

পরিশেষে ১৬ই ডিসেম্বর রাত ৯টায় আমরা সেখানে পৌঁছুতে সক্ষম হলাম। কমান্ডার সাহেবের ঘরের লোকেরা আমীর সাহেবকে দেখে প্রথমে ঘাবড়ে গেলো। কারণ আমীর সাহেবের পরিবারের লোকেরাও তার সাথে এসেছেন, আল্লাহপাক জানেন তারা কি খবর শোনাবেন। যখন আমীর সাহেব শোনালেন যে, কমান্ডার সাহেব ভাল আছেন, তিনি জীবিত আছেন, তখন তাদের চোখ অশ্রুসিক্ত অবস্থায় তাঁরা বললেন, যখনই মুজাহিদের কোন গাড়ী আসতে দেখি তখনই ভয় পেয়ে যাই না জানি কী খবর তারা শোনান- এই ভেবে।

যাহোক, যখন ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তার অধিকারী পুত্রের মায়ের দৃঢ়চিত্ততা ও অভিব্যক্তি প্রত্যক্ষ করলাম তখন আমার চোখ বারবার নুয়ে পড়ে যেন তাকে সালাম করতে থাকলো। তিনি বললেন, আমার ব্যাঘ্রসন্তান দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাবে কিন্তু মাথানত করবে না।

তিনি আরো বলেন, আমাকে আফগানিস্তান বিজিত হওয়ার সুসংবাদ শুনালে আমি তাকে বলেছিলাম, বেটা! এখন তো তোমরা ঘরে বসে থাকবে তাই না ? কারণ আফগানিস্তান স্বাধীন হয়ে গেছে! একথা শুনে সে যেন পৃথিবীর খোলা আকাশের মাঝে হারিয়ে গেলো, যেন সে কিছু খুঁজছে। অতঃপর সে আমাকে বললো, না আম্মাজান, যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি! যুদ্ধ তো মাত্র শুরু হয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত দুনিয়ার যে কোন প্রান্তে একজন

মুসলমানের প্রতিও কোন কাফিরের পক্ষ থেকে বাড়াবাড়ি কিংবা অত্যাচার চলবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এবং আমার কাফেলার সাথীরা স্থিরতার সাথে বসে থাকবো না। এখন আমাদের সর্বপ্রথম কাজ হলো ঐ কাপুরুষ হিন্দুদের কাছ থেকে আমাদের অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ।

সবার মনে ভাবনা একই
চালিয়ে যাবো আল-জিহাদ,
গোপুজারী জালিমদেরে
বুঝিয়ে দেব যুদ্ধসাধ।

এরপর কিছুদিন মাত্র বাড়িতে ছিলো, অতঃপর এক মাসের কথা বলে সে বাড়ি থেকে গিয়েছে, আহ! আজ আমার কাছে এমন মনে হচ্ছে, আমার প্রিয় সন্তান কত শতাব্দী যাবৎ যেন আমার কাছ থেকে দূরে আছে!

আমি তখন তাকে বললাম, খালাজী! আপনি তো মা, আপনার তো এরকম মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যখন নাসরুল্লাহ ভাইয়ের আলোচনা হয় তখন প্রত্যেক মুজাহিদের অন্তরে তা বজ্রের ন্যায় আঘাত করে। বিশেষতঃ আমীর সাহেবের তো এক আশ্চর্য অবস্থার সৃষ্টি হয়, যা বর্ণনা করতে গিয়ে আমার হৃদয়ও কেঁপে উঠে, কলম হয়ে আসে স্তিমিত। তিনি বারবার বলে উঠেন, আহ! আমার ঝান্ডা, আহ!! আমার স্বর্ণ ঈগল। দুশমনদেরকে তাদের কৃত কর্মের পরিণাম অবশ্যই ভুগতে হবে। আমরা তাদেরকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ।

এসব আলোচনার সময় নাসরুল্লাহ ভাইয়ের বোন এবং আমাদের ভাবী বার বার তাদের আঁচলে চোখের পানি মুছে চলছিলেন। আর নাসরুল্লাহ ভাইয়ের মাকে তো অবিচলতা, দৃঢ়তায় ও মাহাত্ম্যের পর্বত বলেই মনে হচ্ছিল। নাসরুল্লাহ ভাইয়ের বোন ঐ ঘটনাই আমাদের বর্ণনা করে শোনালেন আমরা পর পর তিন দিন টিভির পর্দায় আমাদের আনসারী ব্যাঘ্রকে স্নে অবস্থায় দেখেছি। তিন দিনের কোনদিনই তার চেহারায় কোনরূপ শঙ্কা বা ভীতির চিহ্ন আমরা দেখতে পাইনি। অবিকল বাঘের মত গর্জে উঠেই তিনি ঐ

কাপুরুষ হিন্দুদেরে বললেন, যদি আমাদেরকে পাকিস্তান অস্ত্র দিত তবে আমি তোমাদেরকে দেখাতাম যে, কাশ্মীর আর ভারতের অলিগলি থেকে তোমরা না ভেগে কিভাবে থাকতে পারো। দুশমনরা ও একথা শুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়তো আর ভাবতো কেমন বাহাদুর মায়ের দুধ পান করেছে এ লোকটি।

পরিশেষে আমি আমার ঐসব মুজাহিদ বোনদের কাছে দরখাস্ত পেশ করতে চাই- এই বলে যে, যে শহরে, গ্রামে বা জিলায় বন্দী মুজাহিদদের অথবা শহীদ মুজাহিদদের বাড়ি রয়েছে এবং তা যদি আপনাদের কাছাকাছি হয়ে থাকে তবে প্রতি মাসে, প্রতি দু'মাসে একবার তাদের বাড়িতে ঘুরে আসবেন। আপনার হিম্মত ও সাহস বৃদ্ধিমূলক সান্ত্বনাবাণী তাদের হৃদয়কে আরো প্রসস্ত করতে সহায়ক হবে এবং তাদের মনে কিছুটা হলেও শান্তনা যোগাবে। আর একারণে আল্লাহ পাক আপনাকে বিরাট পুরস্কারে ভূষিত করবেন। মহান আল্লাহ মুজাহিদগণের সাথী হোন এবং তাদের সাহায্য করুন। আমীন!

পৈশাচিক বর্বরতা

(মাওলানা মাসঊদ আযহারের কলমে)

দীর্ঘ এক বছরকাল সময় যাবত বিভিন্ন নির্যাতন কেন্দ্র ও টর্চারিং সেলে অবস্থান করার পর যখন আমাকে জেলখানায় আনা হলো, তখন জেলখানা আমার কাছে ভাল লাগতে লাগলো। কারণ এখানে যেমন কোন ডাক চিৎকার নেই, নেই নির্মম কান্নার আওয়ায এবং এখানে নেই ঐসব নির্লজ্জ ও বেশরম দৃশ্য যা প্রত্যেক নির্যাতন কেন্দ্রের প্রতিদিনের নিয়মিত বিষয়। জেলখানাতেও আমাকে বিশেষ সেলে রাখা হলো। অর্থাৎ আমাকে ঐ ওয়ার্ডে রাখা হলো যেখানকার শাস্তি ও কঠোরতার কথা শুনে বড় বড় নামী ও দাগী আসামীরা পর্যন্ত ভয়ে ঘাবড়ে উঠে। এ ওয়ার্ড মূলতঃ জেলখানার মধ্যে বিশেষ জেল। কারণ এখানে রাখা হয় ঐ সকল আসামীকে যারা জেলখানার মধ্যে বিশৃখংলা সৃষ্টি করে বা অন্য কারণে যখন জেল কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয় তখন কোন কয়েদীকে সর্বোচ্চ এক মাসের জন্য শাস্তিস্বরূপ এখানে রেখে তাকে ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা করা হয়।

কিন্তু আমাকে জেলখানায় এনেই ঐ ওয়ার্ডের একটি সংকীর্ণ গোলাকার সেলে ঢুকিয়ে দেয়া হলো। তা সত্ত্বেও এতদিন খুব কষ্টে থাকার কারণে আমার কাছে এখন এমন মনে হতে লাগলো, যেমন কঠিন গরম ও উত্তপ্ত রোদ সহ্য করার পর যেন কোন বৃক্ষের ছায়ার তলে আশ্রয় পেলাম। কারণ এর আগে আমি যেখানে ছিলাম সেখানে সকাল হলেই সকলের অন্তরে ধরফড়ানি শুরু হয়ে যেতো। প্রতিদিন সকাল বেলা হাতের হাতকড়া এবং পায়ের ডাণ্ডাবেড়ী খুলে বন্দুক ও লাঠির শক্ত প্রহরায় অশ্লীল গালমন্দ করতে করতে বাথরুমে নিয়ে যাওয়া হতো।

যেহেতু চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই একটি সময়ই মাত্র জরুরত সারার সময় পাওয়া যেত তাই সকলেই কাঁপতে কাঁপতে উঠে পড়ে অশ্লীল গালি শুনতে শুনতে এবং লাঠিপেটা খেতে খেতে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এবং কোঁকাতে কোঁকাতে এ কঠিন অথচ প্রয়োজনীয় কাজটি সমাধা করতো। এরপর যখন সকাল নয়টা বাজতো তখন পুরো ভবনটি চিৎকারের আওয়াযে থরথর করে কেঁপে উঠতো। এখানে শুরু হতো জিজ্ঞাসাবাদ । অবস্থা এমন যে, কেউ উল্টাভাবে লটকানো অবস্থায় পবিত্র কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করছে আর চিৎকার করছে। কেউবা আবার বিদ্যুতের ভয়ানক শক খেতে খেতে আল্লাহ আল্লাহ ডেকে উঠছে। আবার কারো দুপা দুদিক থেকে দশ দশজন মুশরিক টেনে ছিঁড়ে ফেলার উপক্রম করছে। আবার কাউকে সম্পূর্ণ নগ্ন করে অবিরাম দোররা মারা হচ্ছে। কারো আবার দাড়ি টেনে ছেঁড়া হচ্ছে। কাউকে বা মদ পানে বাধ্য করার জন্য অত্যন্ত নির্দয়ভাবে মাটিতে ফেলে পাড়ানো হচ্ছে। এখানে অধিকাংশ কয়েদীকেই সম্পূর্ণ নগ্ন করে দেয়া হতো এবং একজনের লজ্জাস্থানকে অপর জনের মুখের মধ্যে ঢোকাতে বাধ্য করে বলা হতো, কোথায় তোমাদের সাহায্যকারীরা? হ্যা, তোমাদের মুক্তি আর স্বাধীনতা হাসিল হয়ে গেছে তাই না ?

কাউকে বা দেখা যেতো পাগলের মত চিৎকার করতে, কারণ তার মাঝে পেট্রোলের ইনজেকশন পুশ করে দেয়া হয়েছে। আবার কাউকে হাত উপরে বেঁধে রেখে একাধারে কয়েক দিন দাঁড় করিয়ে রাখা হতো আর খাবার সময় খানার সাথে ময়লা আবর্জনা, মল-মূত্র মিলিয়ে দিতো। ওখানে ওদের সবচাইতে আনন্দ করার বিষয় ছিলো, কোন এক মুজাহিদকে নগ্ন করে সকলে তাকে ঘিরে দাঁড়াতো এবং একদিক থেকে থাপ্পড় মেরে লাথি মেরে তাকে অপরদিকে ফেলে দিতো আবার সেদিক থেকে থাপ্পড় ও লাথির আঘাতে অন্য পার্শ্বে ছুঁড়ে দেয়া হতো। আর তাকে বলা হতো, করো এবার জিহাদ করো, জিহাদের কথা বলো।

এরপর লোহার দণ্ডে উপর্যুপরি আঘাত করা হতো আর বলা হতো, নিজের মাকে গালি দাও, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শ্লোগান দাও, জিহাদের বিপক্ষে

শ্লোগান দাও! ঐ সকল মুজাহিদ যারা ঘর থেকে বের হয়েছেন মায়েদের হিফাযতের জন্য, যারা ময়দানে এসেছেন জিহাদকে জিন্দা করার জন্য তাদের পক্ষে ওদের ওসব হুকুম তামিল করা কীভাবে সম্ভব হতে পারে? আর তা না হলেই লৌহদণ্ড তার কাজ শুরু করতো। মুজাহিদ যখন মাটিতে লুটিয়ে পড়তো তখন মুশরিক তাকে বুটের তলায় পিষতে থাকতো আবার কারো মুখের মধ্যে পেশাব করে দেয়া হতো, কারো সাথে আরো অবমাননাকর বেহায়া ও নির্লজ্জ আচরণ করা হতো। এরপর যখন তার নাক-মুখ দিয়ে দর দর করে রক্ত পড়তে থাকতো এবং সে মুজাহিদ গোঙাতে থাকতো তখন এ নির্মম ও পৈশাচিক তামাশার সমাপ্তি ঘটতো, তাও সাময়িকের জন্য।

কারাগার ঃ ঈমানের অগ্নিপরীক্ষা

আহ! বড়ই নির্মম ও নিষ্ঠুর জায়গা ছিলো কারাগার। আর এরকম হাজার হাজার কারাগার, নির্যাতন কেন্দ্র আর শাস্তি সেল সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে আছে। যেখানে আল্লাহ পাকের ব্যাঘ্র সৈনিকদের উপর উন্নয়নশীল বিশ্বের উন্নয়নশীল ও আধুনিক যুলুম নির্যাতন চালানো হচ্ছে এই আশায় যে, হয়ত ইসলাম নির্মূল হয়ে যাবে, হতে পারে এ পাগলগুলো থেমে যাবে, হয়তো এরা মাথানত করবে। কিন্তু এটা তো ঐ আগুনের চুল্লী যেখানে একবার কাউকে জ্বালানো হলে সে খাঁটি স্বর্ণ হয়ে বের হয়। এখানে শরীর কাটা হলে ঈমান বৃদ্ধি পায়। এখানে দুশমনদেরকে তাদের আসল চেহারায় প্রত্যক্ষ করা যায়। এখানে আত্মার শক্তি সঞ্চিত হয়, এখানে শরীর থেকে রক্ত ঝরে কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি শক্ত হয়, উন্নত হয়। এটা সেই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যেখান থেকে আমাদের সরদার হযরত বেলাল (রাযিঃ) ও হযরত খাব্বাব (রাযিঃ) খাঁটি স্বর্ণ হয়ে বের হয়েছিলেন।

নিঃসন্দেহে এখানে গায়ের গোশ্‌ত পোড়া দুর্গন্ধ সহ্য করতে হয় কিন্তু যাদের মাঝে সঠিক আত্মা আছে তাদের এখান থেকে ফুটে উঠা সুস্থ্য সুন্দর তাজা ফুলের মত তেজদীপ্ত ঈমানের সুঘ্রাণ লাভ হতে থাকে। এখানে আমি ঈমান এবং কুফরের ঐ প্রকৃতি নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করেছি যা পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে। আমি সেখানে কুফরীর হাকীকত বুঝেছি এবং

ঈমানী ভ্রাতৃত্বের এমন দৃশ্য দেখেছি, যখন কোন একজন মুজাহিদ ভাইকে মারপিট করা হতে থাকতো তখন অন্য সকল বন্দী মুজাহিদ সাথীরা নিজ নিজ কক্ষে এবং সেলের মধ্যে সিজদায় পড়ে কাতরাতে থাকতো আর হিচকি ছেড়ে কাঁদতে থাকতো। ঐ জমীনের অংশটুকু চোখের পানিতে প্লাবিত হয়ে যেতো যেখানে তারা সিজদাবনত হতো। তারা কাকুতি মিনতি সহকারে তাদের ভাইয়ের সুস্থতা ও মুক্তির জন্য মহান দয়ালু আল্লাহ পাকের দরবারে ফরিয়াদ করতে থাকতো। এখানে সকলেরই এ অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে যে, কোন একজনকে যখন মারপিট করা হয় এবং তার উপর অত্যাচার চালানো হয় তখন তার শরীর শুধু কষ্ট পেতে থাকে কিন্তু বাকী সকলের দিল ও জান উভয়টাতেই কষ্ট অনুভব হতে থাকে।

একবার আমাকে যখন একটি বিশেষ পদ্ধতির নির্যাতন চালানোর পর আনা হলো তখন অন্য সাথীরা আমার অবস্থা দেখে চাদরে মুখ ঢেকে এত অধিক পরিমাণে ক্রন্দন করলো যে, তাদের কান্নার হিচকিতে কামরা ভারী হয়ে উঠলো, গুঞ্জরিত হয়ে উঠলো আশপাশ। কাফিরদের অত্যাচার আমার চোখ থেকে এক ফোঁটা পানিও বের করতে পারেনি, সেখানে তো শুধু রক্ত বেরোতো। কিন্তু এখানে ঈমানী ভ্রাতৃত্বের এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে আমার চোখের অশ্রুর বাধ ভেংগে গেলো। আমি তখন এই ভেবে আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করলাম যে, আলহামদুলিল্লাহ! আমি কাফিরদের কঠোরতার কারণে নয় বরং ঈমানের মিষ্টতায় ক্রন্দন করছি।

এখানে এ ব্যাপারে বাধ্য বাধকতা ছিলো যে, কেউ কারো কোন খেদমত করতে পারবে না এবং কেউ কাউকে সম্মানী সম্বোধনেও ডাকতে পারবে না। তা সত্ত্বেও কয়েকজন সাথী আমাকে সম্মানী সম্বোধনে ডাকার কারণে ভয়াবহ বাড়তি অত্যাচার সহ্য করেছে। সে ঈমানী দৃশ্য আমি কখনো ভুলতে পারবো না, যখন আমি রাতের বেলা শুয়ে পড়তাম তখন আমার কোন সাথী কোনভাবে আয়োডিন বা অন্যকোন ঔষধ চেয়ে নিয়ে নিজের শরীরের জখমের কথা ভুলে গিয়ে, কম্বলের নীচে লুকিয়ে শুয়ে শুয়ে আমার দিকে এ পরিমাণ অগ্রসর হতো তার হাতের হাতকড়ার শিকল যে পর্যন্ত আসার সুযোগ দিতো। এরপর কঠিন আশঙ্কা ও কঠোরতার দায়ভার (রিস্ক) কাঁধে নিয়ে

আমার হাত ও পা মালিশ করতো। নির্যাতনের কষাঘাতে যে হাত পা ফুলে মোটা হয়ে থাকতো।

সার কথা, আমি সেখানে ঈমানী স্প্রীটকে এত সজীব ও সতেজ অবস্থায় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছি তা আমার জীবনের জন্য এমন এক মূল্যবান অভিজ্ঞতা যা আমার দৃষ্টিভংগিকে তো শক্তিশালী করেছেই এ ছাড়াও আরো অনেক কিছু তার দ্বারা আমি শিখতে পেরেছি। এ ধরনের পর পর তিনটি নির্যাতন কাটানোর পর যখন আমি জেলখানায় এলাম, তখন কিছুটা শান্তি অনুভূত হওয়া একটা নিয়মতান্ত্রিক ও স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষকে তাদের গোয়েন্দা রিপোর্টাররা খুব আতঙ্কিত ও সাবধান করে দিয়েছিলো। এ জন্য তারা সর্বদাই আমার প্রতি কড়া নযর রাখতো এবং প্রতি মুহূর্তে আমার প্রতি বিভিন্ন কঠোরতা ও বাধ্য-বাধকতা বৃদ্ধি পেতে থাকতো।

যেভাবে ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের বিমান ছিনতাই হলো

(সময় ও তারিখসহ বিস্তারিত বিবরণ)

২৪-১২-৯৯ তারিখ শুক্রবার গ্রীনিচমান সময়-১০টা ৫৫ মিঃ

ভারতের যাত্রীবাহী বিমান "এয়ার বাস-এ ৩০০" নেপালের কাঠমুণ্ডু বিমান বন্দর থেকে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লীর উদ্দেশে আকাশে উড্ডয়ন করলো।

গ্রীনিচমান সময়-১১টা ৩০ মিঃ

উল্লিখিত বিমানটি ভারতীয় আকাশসীমায় প্রবেশ করার পর বিমান ছিনতাইকারীরা বিমানটি অপহরণ করার উদ্দেশে তার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে বিমানটি পাকিস্তানের শহর লাহোরে নিয়ে যেতে পাইলটকে বাধ্য করলো।

সে সময় বিমানের পাইলট তার বিমানটি ছিনতাই হয়ে যাওয়ার সংবাদ ভারতেরই একটি শহর লক্ষ্ণৌ এয়ারপোর্টকে জানায়। কিন্তু বিভিন্ন কারণে তারা বিমানটিকে লক্ষ্ণৌ এয়ারপোর্টে অবতরণ করাতে ব্যর্থ হয়। সে সময় এ বিমানের পাইলটের সাথে লক্ষ্ণৌ এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষের যে আলাপ আলোচনা হয় এবং বিমান ছিনতাই সংক্রান্ত যে সংবাদ লক্ষ্ণৌ এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষকে দেয়া হয় তা ঐ বিমান থেকেও শোনা গেছে, যে বিমানে তখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী সফর করছিলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীকে বহনকারী বিমানটি তখন ছিনতাইকৃত বিমানটি থেকে ৩০০০ ফুট উপর দিয়ে উড়ছিলো।

গ্রীনিচমান সময় ১২টা ৩০মিঃ

এ সময় ছিনতাইকারীরা বিমানটি নিয়ে পাকিস্তানী আকাশসীমায় প্রবেশ করে এবং লাহোর বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের সাথে ওয়ার্লেসে এই মর্মে তাদের

আলোচনা হয় যে, তারা বিমানটি নিয়ে লাহোর এয়ারপোর্টে অবতরণ করতে চান। কিন্তু পাকিস্তান শহরের বিমান কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উল্লিখিত বিমানটিকে লাহোর এয়ারপোর্টে অবতরণের অনুমতি দিতে পরিষ্কার ভাষায় অস্বীকৃতি জানায়। তখন বিমানের পাইলট নিজেও বিমানটি লাহোর এয়ারপোর্টে অবতরণ করার অনুমতি লাভের জন্য চূড়ান্ত পর্যায়ের চেষ্টা চালায়। কিন্তু তার সে চেষ্টাও কোন কাজে আসেনি। ফলে ছিনতাইকারীরা বিমানটি নিয়ে পুনরায় ভারতের আকাশসীমায় ফিরে যায়।

গ্রীনিচমান সময় ১২টা ৩৫মিঃ

ছিনতাইকৃত বিমানটিতে যেহেতু মাত্র ২০ মিনিট আকাশে উড়ার মত জ্বালানি ওজুদ ছিলো তাই বাধ্য হয়ে ছিনতাইকারীরা বিমানটি অমৃতসর এয়ারপোর্টে অবতরণ করায়।

গ্রীনিচমান সময়-১৪টা ১০মিঃ

অমৃতসর বিমানবন্দরের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ছিনতাইকৃত বিমানের পাইলটের পক্ষ থেকে জানানো হলো যে, বিমান ছিনতাইকারীরা বিমানের যাত্রীদেরকে হত্যা করতে শুরু করেছে।

গ্রীনিচমান সময়-১৪ টা ২১ মিঃ

এ সময় বিমান ছিনতাইকারীদের পক্ষ থেকে পুনরায় বিমানটি আকাশে উড়ানোর এবং লাহোর অবতরন করার জন্য পাইলটকে নির্দেশ দেয়া হলো। তখন মাত্র বিমানে ১৫ থেকে ২০ মিনিট আকাশে উড়ার মত জ্বালানি ছিলো।

গ্রীনিচমান সময়-১৪ টা ৩৩ মিঃ

বিমানটি লাহোর এয়ারপোর্টের আশেপাশে উড়তে লাগলো। এখনো পাকিস্তান এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষ বিমানটি অবতরণের অনুমতি দেয়নি। আর কয়েক মিনিট পরেই বিমানের জ্বালানি শেষ হয়ে বিমানটি ধ্বংস হয়ে যাবে। ঠিক তখনি জ্বালানি শেষ হওয়ার মাত্র অল্প কয়েক মিনিট পূর্বে লাহোর এয়ারপোর্টে বিমানটি নিয়ে অবতরণের অনুমতি দেয়া হলো। কারণ এ মুহূর্তে বিমানটি অন্য কোন বিমান বন্দরে নিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়, যেহেতু বিমানে মাত্র কয়েক মিনিটের জ্বালানি আছে। বিধায় এটিকে অবতরণের

অনুমতি দেয়া না হলে তা বিধ্বস্ত হয়ে মাটিতে পড়ে যাওয়ার সম্ভবনা ছিলো। তাই নিরপরাধ যাত্রীদের প্রাণ রক্ষার জন্য এবং ভারতীয় প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুরোধে বিমানটিকে লাহোর এয়ারপোর্টে অবতরণের অনুমতি প্রদান করা হলো।

গ্রীনিচমান সময় ১৪ টা ৪১ মিঃ

এ সময় ইন্ডিয়ান ছিনতাইকৃত এয়ারবাসটি (বিমানটি) লাহোর বিমান বন্দরে অবতরণ করলো।

গ্রীনিচমান সময়-১৫ টা ১৮ মিঃ

ইন্ডিয়ান এয়ারবাসটি অবতরণের পর ছিনতাইকারীদের পক্ষ থেকে তাতে জ্বালানি ও যাত্রীদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করা হলো। পাকিস্তানী প্রশাসন তাদের সে অনুরোধ রক্ষা করে বিমানটিতে প্রয়োজনীয় জ্বালানিও খাবার সরবরাহ করলো।

ইতিমধ্যে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে তাদের জাতীয় এয়ার লাইনের ছিনতাই হয়ে যাওয়া বিমানটি লাহোর বিমানবন্দরে আটক করে রাখার অনুরোধ জানানো হলো।

গ্রীনিচমান সময়-১৭ টা ১৩ মিঃ

ইন্ডিয়ান এয়ারবাসটি লাহোর বিমানবন্দর থেকে উদ্দেশ্যহীন গন্তব্যের পথে উড়ে চললো। বিমানটি যে পথে উড়ে যাচ্ছে তা থেকে ধারণা করা হলো যে, তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, পাকিস্তানের উত্তর অঞ্চল অথবা আফগানিস্তান।

গ্রীনিচমান সময় ১৭ টা ৫০ মিঃ

এ সময় বিমানটির গতি আফগানিস্তানের পরিবর্তে সংযুক্ত আরব আমীরাতের দিকে ঘুরিয়ে দেয়া হলো। কারণ ইতিপূর্বেই আফগানিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে ঐ ছিনতাইকৃত বিমানটিকে আফগানিস্তানের ভূমিতে অবতরণের অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এখানে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, আফগান বিমানবন্দরে রাতের বেলা অবতরণের ব্যাবস্থা ছিলো না।

গ্রীনিচমান সময় ২০টা ৫মিঃ

উল্লিখিত বিমানটিকে দুবাই -এর বিকটবর্তী একটি সামরিক বিমান বন্দরে অবতরণ করানোর বিষয়টি সহজ হবে বলে মনে করা হলো। সে মতে সেখানে অবতরণও করা হলো। এ সময় ছিনতাইকারীদের পক্ষ থেকে চারজন বিমান যাত্রীকে হত্যা করা হয়েছে বলে একটি অবাস্তব সংবাদ প্রদান করা হলো।

গ্রীনিচমান সময়-২০ টা ৪৫ মিঃ

ছিনতাই হওয়া বিমানে আবার জ্বালানি ও খাবারের প্রয়োজন দেখা দিলো। তাই ছিনতাইকারীরা দুবাই এয়ারপোর্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জ্বালানি ও খাবার চাইলো এবং তারা এই মর্মে ইংগিত দিলো যে, যদি জ্বালানি ও খাবার দেয়া হয় তাহলে বিমানের মহিলা ও শিশুদের মুক্ত করে দেয়া হবে।

গ্রীনিচমান সময়-২১ টা ৪৫ মিঃ

ছিনতাইকারী এবং সংযুক্ত আরব আমীরাতের প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের মাঝে প্রাথমিক পর্যায়ের আলাপ আলোচনার সূচনা হলো।

গ্রীনিচমান সময়-০০ টা ৪৫ মিঃ

বিমান ছিনতাইকারীদের পক্ষ থেকে মহিলা ও শিশুসহ মোট ২৬ জনকে মুক্ত করে দেয়া হলো।

এছাড়া একজন যাত্রী হত্যা করার কথাও ছিনতাইকারীরা স্বীকার করলো। এরপর মুমূর্ষু অসুস্থতার কারণে আরো একজন যাত্রীকে মুক্তি দেয়া হলো। ইতিমধ্যে মুক্তিপ্রাপ্ত যাত্রীদেরকে দুবাই থেকে নয়াদিল্লী পৌঁছে দেয়া হলো। তারা নয়াদিল্লী পৌঁছার পর হাইজাকারদের শনাক্ত করা গেছে বলে ঘোষণা দেয়া হলো।

২৫-১২-৯৯ ইং তারিখ, শনিবার

গ্রীনিচমান সময়-০১ টা ০১ মিঃ

ছিনতাইকৃত বিমান এ সময় দুবাই থেকে পুনরায় অজানা গন্তব্যের পথে উড়ে চললো।

দুবাই থেকে উড়ে চলা ছিনতাইকৃত বিমানটির গতি ছিলো পশ্চিম দিকে। যা থেকে সামগ্রিকভাবে এ বিষয়টিই অনুমিত হলো যে, বিমানটি পুনরায় আফগানিস্তানের দিকে যাওয়ার ইচ্ছা করছে।

গ্রীনিচমান সময়-৩ টা ০৯ মিঃ

ইন্ডিয়ান এয়ারবাসটি আফগানিস্তানের দক্ষিণে অবস্থিত কান্দাহার বিমান বন্দরে অবতরণ করলো।

গ্রীনিচমান সময়-১৫ টা ৪০ মিঃ

বিমানটির ছিনতাইকারীদের পক্ষ থেকে পাকিস্তানের সাথে সম্পৃক্ত এবং ভারতে বন্দী প্রসিদ্ধ সাংবাদিক মাওলানা মাসঊদ আযহারসহ অন্যান্য কাশ্মীরী মুজাহিদদের মুক্তিদানের দাবী উত্থাপন করা হলো এবং তারা এই বলেও হুমকি দিলো যে, যদি দাবী পূরণ করা না হয় তাহলে যাত্রীসহ বিমানটি ধ্বংস করে দেয়া হবে।

এছাড়া ছিনতাইকারীদের পক্ষ থেকে আলাপ আলোচনা ও দাবীসমূহ উপস্থাপন ও পর্যালোচনার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ কামনা করা হলো।

গ্রীনিচমান সময়-২০ টা ০০ মিঃ

ভারত সরকারের অসহযোগিতার দরুণ আফগানিস্তান সরকার এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করলো যে, আগামী রবিবার সকাল সাড়ে আটটার মধ্যে যদি ভারতীয় প্রতিনিধি দল আলাপ আলোচনার জন্য কান্দাহার না পৌঁছে তাহলে ছিনতাইকৃত বিমানটিকে আফগানিস্তান থেকে অন্যত্র চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হবে।

২৬/১২/৯৯ ইং তারিখ রবিবার বিমান-০০ টা ২০ মিঃ

ভারতের পক্ষ থেকে আলোচনার জন্য যে কোন মুহূর্তে ভারতীয় প্রতিনিধি দল আফগানিস্তান অভিমুখে রওয়ানা করবে বলে একটি অসমর্থিত সূত্র থেকে খবর পাওয়া গেল।

গ্রীনিচমান সময়-০৪ টা ৪৫ মিঃ

জাতিসংঘের আফগান বিষয়ক প্রতিনিধি 'ইরক ডি মল'-এর ইসলামাবাদ থেকে কান্দাহার অভিমুখে রওয়ানা।

উল্যেখ্য যে, ইতিপূর্বেই জাতিসংঘের পক্ষ থেকে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দেয়া হয় যে, ছিনতাইকারী ও ভারতীয় কর্মকর্তাদের মাঝে আলাপ আলোচনা করে বিষয়টি সমাধানের ক্ষেত্রে জাতিসংঘ কোন প্রকারের মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করবে না। তবে মানবিক মৌলিক সহযোগিতার

বিষয়টি তারা এড়িয়ে যাবে না। এ পুরো বিষয়টির ক্ষেত্রেই জাতিসংঘের ভূমিকা হবে পর্যবেক্ষকের ভূমিকা।

এ পর্যায়ে জাতিসংঘ ইন্ডিয়ান সংবাদ মাধ্যমগুলো থেকে প্রচারিত জাতিসংঘ বিষয়ক একটি সংবাদের সত্যতা অস্বীকার করে।

গ্রীনিচমান সময়-১০ টা ১০ মিঃ

ছিনতাইকারীরা 'অনীল খরানা' নামের একজন যাত্রীকে মুক্তি দিয়েছিলো যে ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত ছিলো।

এসময় ভারতের শাসকগোষ্ঠী ও জাতিসংঘের পক্ষ থেকে ছিনতাইকারীদের সাথে কোনরূপ আলাপ আলোচনা করতে অস্বীকৃতি জানানোর ভিত্তিতে তালিবান প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই বলে হুমকি দেয়া হলো যে, যদি ছিনতাইকারীদের সাথে সংলাপের সূচনা করা না হয় তাহলে ছিনতাইকারীদেরকে তাদের বিমানসহ বাধ্যতামূলক আফগানিস্তান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হবে।

এর সাথে তালিবান প্রশাসন এ বিষয়টিও পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিলো যে, তারা আফগান ভূমিতে ভিনদেশী কোন অপারেশন বা অভিযান চালানোর বিষয়টির অনুমতি কোনভাবেই অনুমোদন করবে না।

গ্রীনিচমান সময়-১৩ টা ০৫ মিঃ

তালিবান প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হলো যে, ছিনতাইকৃত বিমানটিতে জ্বালানি ভরা হচ্ছে।

এ সময় সংবাদ পাওয়া গেল যে, তালিবান সরকার হাইজাকারদের তাদের হাইজ্যাককৃত বিমানসহ আফগান ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন।

গ্রীনিচমান সময়-১৬ টা ১০ মিঃ

পাকিস্তান সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী একটি সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সেখানে তিনি পাকিস্তান সরকারের একটি লিখিত বক্তব্য পাঠ করে শোনান। যেখানে বিমান ছিনতাইয়ের এ বিষয়টিকে ভারতের একটি সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র হিসেবে অখ্যায়িত করা হয়; সেখানে বলা হয় যে, যদি এটা ভারতের পরিকল্পিত বিষয়ই না হবে, তাহলে এ বিমানটি যখন ভারতেরই একটি শহর

অমৃতসরে অবতরণ করেছিল তখন কি এমন কারণ ছিলো, যে কারণে বিমানটিকে অমৃতসর বিমানবন্দরে আটকে রাখা গেলো না ?

গ্রীনিচমান সময়-১৮ টা ১০ মিঃ

রাশিয়ার পক্ষ থেকে একটি সংবাদ প্রকাশিত হলো যে, বিমান ছিনতাই বিষয়ে আলোচনার জন্য তারা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের জরুরী অধিবেশন আহবান করার অনুরোধ জানাবে।

২৭-১২-৯৯ ইং সোমবার, গ্রীনিচমান সময়-০৩ টা ০০ মিঃ

তালিবান সরকার প্রধান আমীরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মদ উমর বিমান ছিনতাইকারীদের পরিষ্কারভাবে অবগত করিয়ে দিয়েছেন যে, বিমানে যিম্মী যাত্রীদের অবশ্যই মুক্তি দিতে হবে। আর এর অন্যথা হলে ছিনতাই-কারীদেরকে আফগানিস্তানের আকাশসীমা ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে হবে।

গ্রীনিচমান সময়-০৪ টা ০০ মিঃ

আফগান ইঞ্জিনিয়ারগণ কান্দাহার পৌঁছে উল্লিখিত বিমানের ক্ষতিগ্রস্ত ফুয়েল ট্যাংক মেরামত করার চেষ্টা করলো। কিন্তু ছিনতাইকারীরা তা মেরামতের অনুমতি দিতে অস্বীকার করলো।

গ্রীনিচমান সময়-০৫ টা ৩০ মিঃ

ছিনতাইকারীদের পক্ষ থেকে এই আল্টিমেটাম-এর ঘোষণা দেয়া হলো যে, যদি ৮ টা ১০ মিনিটের মধ্যে ভারত তাদের দাবীসমূহ মেনে না নেয় তবে একের পর এক বিমান যাত্রীদের হত্যা শুরু করা হবে।

এরপর ভারত সরকারের বরাত দিয়ে জানানো হলো যে, তাদের কাছে ৮ টা ৩০ মিনিটের আল্টিমেটামের কথা পৌঁছেছে। (যখন ভারতের সময় হবে দুপুর ২ টা)

গ্রীনিচমান সময়-০৪ টা ৩০ মিঃ

ছিনতাইকারীদের পক্ষ থেকে আল্টিমেটামের সময়সীমা বর্ধিত করে আরো ১ ঘণ্টা বৃদ্ধি করা হলো।

গ্রীনিচমান সময়-০৯ টা ২০ মিঃ

বিমান ছিনতাইকারীদের পক্ষ থেকে দেয়া আল্টিমেটামের সময়সীমা আরো দুই ঘণ্টা বর্ধিত করা হলো এবং সাথে সাথে হাইজাকাররা যিম্মী

যাত্রীদের হাত পা বেঁধে দিলো যাতে আল্টিমেটামের সময়সীমা পার হওয়ার সাথে সাথে তাদেরকে সহজেই হত্যা করা যায়।

গ্রীনিচমান সময়-১০ টা ৩০ মিঃ

তালিবান সরকারের পক্ষ থেকে ছিনতাইকারীদেরকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয়া হলো যে, যদি ছিনতাইকারীরা কোন যাত্রীকে হত্যা করে তবে সে ক্ষেত্রে তালিবান সামরিক বাহিনী ছিনতাইকৃত বিমানের উপর অভিযান চালাতে বাধ্য হবে।

গ্রীনিচমান সময়-১০টা ৫০মিঃ

তালিবান প্রশাসনের পক্ষথেকে অবগতি লাভ ও ভারতীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে সংলাপের সম্মতিতে ছিনতাইকারীরা তাদের দেয়া আল্টিমেটাম উঠিয়ে নিলো। সাথে তারা এই মর্মে নিশ্চয়তা ও প্রদান করলো যে, বিমানের যিম্মী যাত্রীদের কোন রূপ কষ্ট দেয়া হবে না।

গ্রীনিচমান সময়-১১ টা ১০ মিঃ

ভারত সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ত্রাণ সামগ্রীসহ একটি প্রতিনিধি দল সংলাপের জন্য কান্দাহার অভিমুখে রওয়ানা করার বিষয়টি কার্যকর করা হলো।

ইতিমধ্যে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে রাষ্ট্রীয় সংলাপের পরিসমাপ্তি ও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে ভারতীয় প্রতিনিধি দলকে কান্দাহার বহন করে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিমানটি পাকিস্তানী আকাশসীমা ব্যাবহারের অনুমতি লাভে বিলম্ব হওয়ার কারণে প্রতিনিধি দলটির বহনকারী বিমানটিকে পুনরায় দিল্লী ফিরে যেতে হলো। কিন্তু এর কিছু সময় পরই ভারতের সাথে পাকিস্তানের যোগাযোগ পুনঃ স্থাপিত হওয়ায় দ্বিতীয়বার ভারতীয় বিমানটি প্রতিনিধি দলসহ কান্দাহার অভিমুখে রওয়ানা করলো।

গ্রীনিচমান সময়-১১ টা ৪০ মিঃ

ভারতের পক্ষ থেকে প্রেরিত প্রতিনিধি দলকে বহনকারী বিমানটি কান্দাহর বিমানবন্দরে অবতরণ করলো।

গ্রীনিচমান সময়-১৫ টা ৩০ মিঃ

ভারতীয় সাত সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধি দলের সাথে বিমান ছিনতাই-কারীদের আলোচনার সূচনা হলো।

২৮-১২-৯৯ইং মঙ্গলবার

বিমান ছিনতাইকারীদের পক্ষ থেকে ৩৫ জন বন্দী মুজাহিদের মুক্তি এবং ১১ বিলিয়ন ভারতীয় রুপী জরিমানা এবং শহীদ সাজ্জাদ আফগানীর লাশ ফেরত দেয়ার দাবী উত্থাপন করা হলো।

ভারতের পক্ষ থেকে বিমান ছিনতাইকারীদের দাবী মানতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করা হলো।

অপরদিকে বিমান ছিনতাইকারীরাও তাদের দেয়া চূড়ান্ত আল্টিমেটামের সময়সীমা বাড়াতে অস্বীকার করলো। এছাড়া যিম্মী যাত্রীদের মধ্যে এখনো যেসব নারী ও শিশু রয়ে গেছে তাদের ছেড়ে দেয়ার প্রস্তাবও তারা প্রত্যাখ্যান করলো।

এ দিনই নয়াদিল্লীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের বাইরে যিম্মী মুসাফিরদের আত্মীয় স্বজনরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এ সময়ই কান্দাহার এয়ারপোর্টে অবস্থানরত ছিনতাইকৃত বিমানটির ইঞ্জিন প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে বিকট শব্দে বন্ধ হয়ে গেলো।

ভারতীয় প্রতিনিধি দল ও বিমান ছিনতাইকারীদের মাঝে আলাপ আলোচনায় বারবার অচলাবস্থা সৃষ্টির পর সর্বশেষ অনুষ্ঠিত আলোচনা ও কোন ফলপ্রসু হলো না।

২৯-১২-৯৯ ইং রোজ-বুধবার

যিম্মী যাত্রীদের অবস্থা উত্তরোত্তর শোচনীয় হওয়ার সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো।

ছিনতাইকারী ও যিম্মী যাত্রীদের মাঝে ক্লান্তি ও তাদের মানবিক বিকৃতি হেতু পরিস্থিতি বদলে যাওয়ার আশংকা সৃষ্টি হলো।

ভারত সরকারের একগুঁয়েমী ও ছিনতাইকারীদের শক্ত ও কঠোর অবস্থানের কারণে অন্যান্য রাষ্ট্রের যিম্মী যাত্রীদের হস্তান্তরের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতদের পক্ষ থেকে প্রবল অস্বস্থি ও ধৈর্য্যচ্যুতির পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো।

জাপান সরকারের পক্ষ থেকে যিম্মীদের মুক্তিদান বিশেষতঃ জাপানী যিম্মী যাত্রীদের মুক্তি দানের বিনিময় তারা দুই কোটি ডলার মুক্তিপণ আদায় করতে প্রস্তুত মর্মে আভাস দিলো।

পরিশেষে ভারতীয় প্রতিনিধি দল ও ছিনতাইকারীদের মাঝে আলোচনার জন্য একটি সর্বশেষ "ডেড লাইন" বা চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দেয়া হলো।

৩০-১২-৯৯ ইং বৃহস্পতিবার

আজ বিমান ছিনতাইকারীদের পক্ষ থেকে ভারতকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ২৪ ঘণ্টার চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দেয়া হলো।

এ সময়সীমা বেঁধে দেয়ার পর ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যশোবন্ত সিন্‌হা এর-পক্ষ থেকে ছিনতাইকারীদের দাবী ও শর্তসমূহ প্রত্যাখ্যান করার ঘোষণা প্রদান করা হলো।

আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকী। এ সময়ের মধ্যে ছিনতাইকারী ও ভারতীয় প্রতিনিধি দলের মাঝে বিষয়টি সুরাহা না হলে ছিনতাইকৃত বিমানটিকে জোরপূর্বক আফগানিস্তান থেকে চলে যেতে বাধ্য করা হবে বলে তালিবান প্রশাসনের পক্ষ থেকে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা প্রদান করা হলো।

এছাড়া তালিবান সরকার তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন আফগান এলাকাসমূহে বিশেষতঃ কান্দাহারে যে কোন রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য স্থল কিংবা আকাশ পথে হামলা প্রতিহত করার জন্য এবং ছিনতাইকৃত বিমানকে মুক্ত করার জন্য কোন বহিঃরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যে কোন ধরনের কমান্ডো এ্যাকশন পরিচালনার প্রচেষ্টাকে অকার্যকর করে দেয়ার জন্য ছিনতাইকৃত বিমানের আশে পাশে বিমান বিধ্বংসী কামান, মিসাইলবাহী মর্টার ইত্যাদিসহ আফগান বিশেষ বিশেষ কমান্ডো বাহিনী নিয়োগ করলো এবং প্রতিরোধ ও সতর্কতার জন্য পূর্ণ আফগানিস্তানে "রেড এলার্ড" বা সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থা ঘোষণা করলো।

পাক-ভারত সীমান্তে টানাপোড়েন অবস্থার সৃষ্টি হলো। ফলে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রসমূহে পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীকে "রেড এলার্ড" বা সর্বোচ্চ সতর্কতার অবস্থায় প্রস্তুত রাখা হলো। দিল্লীর ঐতিহ্যবাহী শাহী জামে মসজিদের ইমাম, ইমাম বুখারীর পক্ষ থেকে ভারতের শাসকবর্গ ও বিমান ছিনতাইকারীদের মাঝে একটি আপোস-মীমাংসার জন্য সালিশের ভূমিকা পালনের প্রস্তাব পেশ করা হলো এ সময়ে।

ইতিমধ্যে দারুল উলূম দেওবন্দের বিশিষ্ট আলেমে দীন মাওলানা আস'আদ মাদানীর পক্ষ থেকে পাকিস্তান জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম এর আমীর মাওলানা ফযলুর রহমানের কাছে এই মর্মে অনুরোধ জানানো হলো যে, তিনি যেন ছিনতাইকারী কিংবা তাদের উর্ধতন নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করে কার্যকর পদক্ষেপের মাধ্যমে ছিনতাইকৃত বিমানের যিম্মী যাত্রীদের উদ্ধার করার ব্যাপারে সহায়তা করেন।

সেমতে জমিয়ত প্রধান মাওলানা ফযলুর রহমান কোন এক অজ্ঞাত স্থানে বর্তমান হরকতুল মুজাহিদীনের আমীর মাওলানা ফযলুর রহমান খলীল-এর সাথে সাক্ষাত করলেন। কিন্তু হরকতুল মুজাহিদীন-এর পক্ষ থেকে জানানো হলো যে, ঐ বিমান ছিনতাইকারীদের সাথে আমাদের কোনরূপ সংশ্লিষ্টতা নেই বিধায় আমাদের সাথে আলোচনা করে কোন কাজ হবে না।

হোয়াইট হাউজের মুখপাত্র 'জিম কালিন' ঘোষণা করলেন যে, আমেরিকা আশা করে যিম্মী ও অন্যান্যদের কোনরূপ জীবনের ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই বিমান ছিনতাইয়ের জটিলতার বিষয়টি দ্রুত সমাধা হয়ে যাবে।

অপরদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্স-এর বিমান ছিনতাই-এর ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে।

জাতিসংঘের আফগানবিষয়ক কো-অর্ডিনেটর 'ইরক ডী মল'ও এ সময় ভারতীয় ছিনতাই হওয়া বিমানের ব্যাপারে সৃষ্ট জটিলতার দ্রুত ও সুন্দর সুরাহা হবে বলে আশা প্রকাশ করেন।

এ সময় আফগানিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াকীল আহমদ মুতাওয়াককিল-এর পক্ষ থেকে এই মর্মে ইংগিত দেয়া হয় যে, বিমান ছিনতাইকারী ও ভারতীয় প্রতিনিধি দলের মাঝে আলোচনায় কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে।

ভারত সরকারের পক্ষ থেকে কাশ্মীর বন্দীদের মধ্য থেকে আটজন নেতৃস্থানীয় বন্দীকে মুক্তি দানের ব্যাপারে সম্মতির কথা জানানো হয়।

৩১/১২/৯৯ ইং রোজ-শুক্রবার

আজ বিমান ছিনতাইকারী ও ভারতীয় প্রতিনিধি দলের মাঝে সর্বশেষ আলাপ-আলোচনার সূচনা হয়।

যে কোন রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে আফগানিস্তানের সীমান্ত ও আকাশসীমা অতিক্রম কিংবা বিমান হামলার আশঙ্কায় তালিবান কমান্ডো বাহিনী ও বিমান বাহিনীকে "হাই রেড এলার্ড" বা সর্বোচ্চ চূড়ান্ত সতর্কাবস্থায় থাকার নির্দেশ দেয়া হয়।

এছাড়া যে কোন বহিঃরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে পরিচালিত প্রতিশোধমূলক কিংবা ধ্বংসাত্মক তৎপরতার আশঙ্কার বিষয়টি বিবেচনা করে পাকিস্তান সরকার তার স্থলবাহিনী, বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীকে সর্বোচ্চ প্রস্তুতিসহ সর্বদা সর্তক থাকার নির্দেশ প্রদান করে।

এ সময় ভারতীয় প্রতিনিধি দল ও ছিনতাইকারীদের মাঝে সমযোতার বিষয়টি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছলো। ফলে নতুন দিল্লীতে অনুষ্ঠিত একটি সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতের শান্তিরক্ষা বাহিনীর উপদেষ্টা ছিনতাইকারীদের সাথে ভারত সরকারের একটি সমঝোতার কথা ঘোষণা করলেন।

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যশোযন্ত সিনহা পাকিস্তানের খ্যতিমান সাংবাদিক জনাব মাওলানা মাসঊদ আযহার ও অপর আরো দু'জন মুজাহিদ জনাব মুশতাক যারগর এবং জনাব আহমদ উমর সাঈদ শাইখকে নিয়ে কান্দাহার পৌঁছলেন এবং দাবীর আওতাভুক্ত আরো পাঁচজন মুজাহিদকে শীঘ্রই মুক্তিদানের অঙ্গীকার করলেন।

যাদের মুক্তি চাওয়া হয়েছিলো তাদের বুঝে পাওয়ার পর বিমান ছিনতাইকারীরা আট দিন পর ছিনতাইকৃত বিমানটিকে মুক্ত করে দিলো এবং সকল যিম্মীদের মুক্তি দিলো।

এভাবে ইন্ডিয়ান এয়ারবাস ছিনতাই ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটলো, যে সব যাত্রীরা এতদিন যিম্মী হয়েছিলো তাদেরকে একটি বিশেষ বিমানযোগে ভারতে নিয়ে যাওয়া হলো।

পাঁচজন ছিনতাইকারী ভারতের কাছ থেকে মুক্ত করা তিনজন মুজাহিদকে সাথে নিয়ে অজানা গন্তব্যের পথে রওয়ানা হয়ে গেলো। এখানে অবশ্য আফগান প্রশাসনের পক্ষ থেকে ছিনতাইকারীদের বিদেশী কাউন্সিল খানায় রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণের সুযোগ দেয়া হয়েছিলো। তারা যদি এ

আশ্রয় গ্রহণ না করে তবে পরবর্তী দশ ঘণ্টার মধ্যে ছিনতাইকারীদের আফগান ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হলো।

ইন্ডিয়ান বিমান ছিনতাইয়ের ব্যাপারে ভারতীয় পুলিশ বাহিনীর পক্ষ থেকে ছিনতাইকারীদের বিরুদ্ধে একজন যাত্রীকে হত্যা ও অপর একজন যাত্রীকে যখম করার অভিযোগে একটি মামলা দায়ের করা হয়।

একটি নতুন বর্ষ শুরুর প্রাক্কালে বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব খ্যাতিমান সাংবাদিক ও মুজাহিদ জনাব মাওলানা মাসঊদ আযহারের মুক্তির সংবাদে গোটা মুসলিম বিশ্বে বয়ে গেলো আনন্দ ও খুশির এক অভিনব স্রোত।

মুজাহিদদের মুক্তি ও যিম্মীদের দেশে ফেরার দৃশ্য

ভারতীয় সময়ানুযায়ী দুপুর ৩টা বেজে ১০ মিনিট। এ সময় ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের উপদেষ্টা একটি সাংবাদিক সম্মেলনে এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করলো যে, বিমান ছিনতাইকারীদের দাবী মতে তিনজন কাশ্মীরী মুজাহিদকে মুক্তি দেয়ার বিনিময়ে যিম্মী যাত্রীদের উদ্ধার করার বিষয়ে একটি চুক্তি সম্পন্ন করা হয়েছে।

ভারতীয় সময় ৩টা ৪০ মিনিটে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যশোবন্ত সিনহা তিন কাশ্মীর মুজাহিদকে সাথে নিয়ে কান্দাহার বিমানবন্দরে অবতরণ করলেন।

সন্ধা ৬ টা ১৫ মিনিটে ছিনতাইকারীরা ছিনতাইকৃত বিমানটির নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিলো এবং তারা রানওয়েতে নেমে এলো।

এরপর ৬ টা ৩০ মিনিটের সময় প্রথম যিম্মী যাত্রী বিমান থেকে বেরিয়ে এলো।

সন্ধ্যা ৭ টার সময় জিম্মি যাত্রীদের বহন করে নিয়ে প্রথম বিমানটি কান্দাহার এয়ারপোর্ট থেকে রওয়ানা হয়ে গেলো।

এরপর ৭ টা ২০ মিনিটে কান্দাহার থেকে যিম্মী যাত্রীদের নিয়ে দ্বিতীয় বিমানটিও কান্দাহার এয়ারপোর্ট ত্যাগ করলো। কান্দাহার থেকে প্রথম যাত্রীবাহী বিমানটি দিল্লীর ইন্ধিরা গান্ধী বিমানবন্দরে অবতরণ করলো রাত ৮ টা ৫৭ মিনিটে আর দ্বিতীয় বিমানটি অবতরণ করলো রাত ৯ টা ১৭ মিনিটে দিল্লী বিমানবন্দরে।

প্রথম অবতরণকারী বিমানটি থেকে প্রথম যাত্রী যখন বিমান থেকে নামলো তখন সময় রাত ৯ টা ৩ মিনিট।

সাংবাদিক সম্মেলনে মাওলানা মাসঊদ আযহার

২৪ শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ ঈসায়ী তারিখের সন্ধ্যায় কাঠমুণ্ড থেকে নয়াদিল্লী যাওয়ার পথে ছিনতাই হয়ে যাওয়া ভারতীয় বিমানের হাইজ্যাকাররা বিমানের যাত্রীদের ছেড়ে দেয়ার বিনিময়ে যে সব ব্যক্তিবর্গের মুক্তির দাবী করে তাদের মধ্যে মাওলানা মাসঊদ আযহারের নাম ছিল তালিকার শীর্ষে। যাকে বিমান ছিনতাইকারী ও ভারতীয় প্রশাসনের মাঝে আট দিন পর্যন্ত স্থায়ী সংলাপ ও আলাপ আলোচনার পর পরিশেষে আরো দুজন মুজাহিদ সাথীসহ মুক্তি দেয়া হয়।

মাওলানা মাসঊদ আযহার এবং তার সাথীদের ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী যশোবন্ত সিন্‌হা বিশেষ বিমানযোগে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে আফগানিস্তান নিয়ে আসেন। যেখানে তাদেরকে বিমান ছিনতাইকারীদের হাতে অর্পণ করা হয়।

যারা মাওলানা মাসঊদ আযহার ও তার সাথীদের নিয়ে রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলো তারা মাত্র অর্ধ ঘণ্টা সফর করার পরই মাওলানা মাসঊদ আযহার এবং তার সাথীদেরকে আফগানিস্তানের একটি অজ্ঞাতস্থানে ছেড়ে দিলো। মাওলানা মাসঊদ আযহার ৫ ই জানুয়ারী বুধবার করাচী এসে পৌঁছলেন এবং ৬ ই জানুয়ারী তিনি ইসলামী সাহায্য সংস্থার চেয়ারম্যান মাওলানা নিযামুদ্দীন শামেযীর বাসভবনে এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। সেখানে তিনি সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। যার বিবরণ নিম্নরূপ-

প্রশ্নঃ জনাব মাওলানা! বিমান ছিনতাই থেকে শুরু করে অদ্যাবধি ছিনতাইকারীদের পরিচয় একটা রহস্য হয়ে আছে। আপনি কি ছিনতাইকারীদের চিনতেন?

উত্তর ঃ (মাওলানা ঃ মাসঊদ আযহার) আমি ছিনতাইকারীদের চিনি না।

তারা তাদের চেহারায় মুখোশ পরেছিলো। মুক্তি লাভের পর যখন তালিবানগণ আমাকে এবং আমার অপর দুই সাথী মুশতাক যরগীর ও আহমদ উমর শাইখকে পাঁচজন ছিনতাইকারীর সাথে কান্দাহার বিমানবন্দর থেকে নিয়ে রওয়ানা করলেন তখন মাত্র অর্ধ ঘণ্টা আমি ছিনতাইকারীদের সাথে চললাম কিন্তু আমার অনুরোধ সত্ত্বেও তারা আমাকে তাদের পরিচয় জানাতে অপারগতা প্রকাশ করলো। তারা বললো, মাওলানা! আপনি যদিও আমাদেরকে চিনেন না কিন্তু আমরা আপনাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করি। আপনি শুধু আমাদের জন্য দোয়া করবেন। কারণ আমরা যেখান থেকে এসেছি সেখানে আমাদের পুনরায় ফিরে যেতে হবে। একথা বলে পাঁচজন ছিনতাইকারীই একসাথে এক অজানা গন্তব্যের দিকে রওয়ানা হয়ে গেলো। তবে আলাপ আলোচনায় তারা শুধু এতটুকু প্রকাশ করেছে যে, আমরা ইন্ডিয়ার নাগরিক।

প্রশ্ন ঃ বিমান ছিনতাইয়ের সংবাদ আপনি কীভাবে পেলেন?

উত্তর ঃ ওখানেতো অন্য কোন সংবাদ মাধ্যম ছিলো না, তবে রেডিওর মাধ্যমেই দ্রুত খবরটি আমি জানতে পেরেছিলাম। এর এক দুদিন পরে জানতে পারলাম যে, ছিনতাইকারীরা আমার মুক্তি দাবী করেছে। ভারতে কোন কোন কারাগারে রেডিও শোনার অনুমতি আছে আবার কোন কোন কারাগারে রেডিও শুনবার অনুমতিও নেই। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ আমি যে কারাগারে ছিলাম সেখানে রেডিও শোনার অনুমতি ছিলো।

প্রশ্ন ঃ এ ঘটনার পর ভারত সরকার আপনার সাথে জেলখানায় কখন যোগাযোগ করে এবং তখন তাদের দৃষ্টিভংগি কেমন ছিলো ?

উত্তর ঃ অমুসলিম কাফিরদের কাছ থেকে ভাল ব্যবহার আশা করা যায় না। সরকারী কয়েকজন অফিসার জেলখানায় আমার কাছে এলো এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, বিমান ছিনতাই সম্পর্কে আপনার মতামত কি ? যার জবাবে আমি বললাম, এটা ভাল নয়। আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, এরা আমার কাছে কেন এসেছে।

অতঃপর ঐ অফিসাররা আমাকে বললো যে, আপনি একটি সাক্ষাৎকারে হাইজ্যাকের বিষয়টিকে নিন্দা করুন এবং হাইজাকারদের বলুন, তারা যেন

তাদের হাতে যিম্মী যাত্রীদের মুক্ত করে দেয়। কিন্তু আমি তাদেরকে জবাব দিলাম, যে বক্তব্য আমি রাখাবো তা হলো, ইন্ডিয়া কাশ্মীরকে অন্যায়ভাবে দখল করে রেখেছে। তারা কাশ্মীরকে মুক্ত করে দিক এবং ছিনতাইকারীরাও বিমানটি ছেড়ে দিক। কিন্তু ভারতীয় অফিসাররা বললো, এ বক্তব্য স্থানীয় সংবাদিকদের সামনে রাখা যায়, এ জন্য আন্তর্জাতিক সংবাদ মিডিয়াগুলোকে আহবান করা যায় না। তারা আমাকে বললো, আপনি শুধু শেষের কথাটা বলুন প্রথমটা বলবেন না। আমি তখন তাদেরকে বললাম, ১৮০ জন যিম্মীর মুক্তির কথা বলবো অথচ কাশ্মীরের এক কোটি মযলুম যিম্মীর মুক্তির কথা বলবো না এটা কেমন কথা। এমনটি আমার অন্তর কিভাবে মেনে নিতে পারে!

অতঃপর তারা আমাকে বললো, মাওলানা! আপনি একজন ধর্মীয় নেতা। তখন আমি বললাম, তাহলে আমি কেন এই অন্যায় বন্দীত্বের শিকার? আমি কি দিল্লীতে কারো জুতা চুরি করেছিলাম, আপনাদের কথামত আমি একজন সন্ত্রাসী। সুতরাং আপনারা যদি আমাকে টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে বক্তব্য রাখার জন্য বলেন, তবে আমি একথাই বলবো, আমি একজন সন্ত্রাসী এবং আমি সন্ত্রাসীদের কাছে দাবী করছি তারা যেন বিমান ছেড়ে দেয়।

আগত অফিসারেরা এরপর খুব চতুরতা করে বললো, না আপনি সন্ত্রাসী নন বরং আপনি অনেক বড় একজন অভিজ্ঞ আলেম। আমরা আপনার লেখা কিতাবসমূহ দেখেছি। তখন আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা যাও! একথা গিয়ে তোমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলো।

একটানা তিনদিন পর্যন্ত তারা একটি বক্তব্য দিতে আমার উপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে কিন্তু আমি যখন তাতে সম্মত হলাম না, তখন তারা আমার নামে একটা মিথ্যা বক্তব্য প্রচার করে দিলো।

প্রশ্ন ঃ আপনাকে যখন দিল্লী থেকে কান্দাহার নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো তখন আপনার মাঝে প্রতিক্রিয়া কিরূপ ছিলো, এবং ভারতীয় শাসকগণ তখন আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করে?

উত্তর ঃ ভারতীয় শাসকরা যখন আমাকে নিয়ে রওয়ানা করছিলো তখন তাদের চেহারায় অসহায়ত্বের ছাপ দৃশ্যমান ছিলো। সকাল সাড়ে দশটার

সময় আমাকে জম্মুর কোর্ট বাহওয়াল জেল থেকে দিল্লী নিয়ে আসা হলো। আমাকে দিল্লী পৌঁছানো হলো পৌনে তিনটার দিকে, এবং সেখান থেকে ভারতীয় সময় মোতাবেক পৌনে পাঁচটার সময় আমাকে নিয়ে কান্দাহার পৌঁছে গেলো। এ সময় আমি খুবই আনন্দিত ছিলাম। কারণ দীর্ঘ ছয় বছর ছয়দিন পর আমি আমার দেশে ফিরে যাচ্ছিলাম। যে অবস্থায় আমাকে দিল্লী আনা হয়েছিলো তা আমি বর্ণনা করে বুঝাতে পারবো না। সে সময় আমার চোখ ছিলো বাঁধা, উভয় হাতও ছিলো শক্তভাবে বাঁধা।

এয়ারপোর্টে এসে আমি অনুরোধ করলাম এই বলে যে, এটা আমার কুরআন শরীফ তিলাওয়াতের সময়, আমার নামাযের সময় হয়েছে আমাকে নামায পড়তে হবে। কিন্তু কেউ আমার কথায় কর্ণপাত করলো না। এর অল্প দূরেই দাঁড়ানো ছিলো ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যশোবন্ত সিন্‌হা। আমি তখন চিৎকার করে বললাম, ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে দাবী করে কিন্তু আমাকে নামায পড়তে দেয়া হচ্ছে না।

বিমানে আমাকে আমার অপর দুই সাথী জনাব মুশতাক যারগীর এবং আহমদ উমর শাইখ থেকে পৃথক করে বসানো হলো। তাদের দুজনকেও ভিন্ন ভিন স্থানে বসানো হলো। আমাদের সাথে বিমানে ভারতের প্রায় নব্বই জন কমান্ডো কান্দাহার গেলো। যশোবন্ত সিন্‌হা -এর ব্যক্তিগত চাকররা তাকে বারবার বিভিন্ন ধরনের ঔষধপত্র খাওয়াতে থাকলো। অস্থিরতার স্পষ্ট ছাপ তার চেহারায় বিদ্যমান ছিলো।

কান্দাহার বিমানবন্দরে বিমানটি অবতরণ করার পর ভারতীয় প্রতিনিধি ও কায়েকজন তালেবান বিমানের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। তালিবানগণ আমাকে বুকে জড়িয়ে মু'আনাকা করলেন এবং হাতে ধরে বিমান থেকে বাইরে নিয়ে এসে একটি গাড়িতে আমাকে বসিয়ে দিলেন। অপরদিকে ছিনতাইকারীরা বিমান থেকে লাফ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। মাত্র সাড়ে তিন মিনিটের কার্যক্রম সমাপ্ত করে আমরা এয়ারপোর্ট থেকে গাড়িতে রওয়ানা হয়ে গেলাম।

প্রশ্ন ঃ আপনি আফগানিস্তান থেকে পাকিস্তান এলেন, এ সময় সীমান্তে প্রহরীরা আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেনি ?

উত্তর ঃ আমি আমার দেশে ফিরে এসেছি। এখানে আমাকে আবার কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। মাত্র আধা ঘণ্টা আমাদেরকে নিয়ে চলার পর ছিনতাইকারীরা আমাদের ছেড়ে দিয়ে অজানা গন্তব্যের পথে অদৃশ্য হয়ে গেছে। অপরদিকে আমার সাথীরা পাকিস্তান সীমান্তে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলো।

প্রশ্ন ঃ আহমদ উমর শাইখ কোথায় ? সে কোথায় যাচ্ছে ? সেকি বৃটেনের অধিবাসী এবং সেকি লন্ডন চলে গেছে ?

উত্তর ঃ আহমদ উমর শাইখ পাকিস্তানেরই অধিবাসী, তিনি পাকিস্তানেই আছেন। মুশতাক যারগীর কাশ্মীরের অধিবাসী বিধায় তিনি কাশ্মীর চলে গেছেন।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি নিয়ম তান্ত্রিকপন্থায় হিন্দুস্থান গিয়েছিলেন ?

উত্তর ঃ জি হ্যাঁ, আমি বৃটেন থেকে ভারতের ভিসা গ্রহণ করেছিলাম। এরপর আমাকে ভারত সরকার যখন গ্রেফতার করলো তখন আমার প্রতি সন্ত্রাসী হওয়ার অভিযোগ আরোপ করলো। ভারতের সর্বোচ্চ আদালত আমাকে মুক্তি দেবার নির্দেশ দিলো। কিন্তু ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তারা আমাকে বললো, আদালত যে সিদ্ধান্তই দিক না কেন, আপনি মুক্তি পাবেন না। আমরা কোন আদালতের রায়কে পরওয়া করি না। একজন ভারতীয় অফিসার তো এ পর্যন্ত বলে ফেললো যে, মুক্তির স্বপ্ন দেখে লাভ নেই। আদালতের এ কার্যক্রম শুধুমাত্র একটি নাটক।

প্রশ্ন ঃ মাওলানা! লোক মুখে শোনা যায় যে, বিমান ছিনতাইকারীদের মাঝে একজনের নাম ছিলো "ইবরাহীম" এবং সে নাকি আপনার ভাই ?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, ইবরাহীম আমার ভাই-এ কথা ঠিক। তবে সে ঐ ঘটনার সময়টায় উমরা করতে গিয়েছিলো, আমি তার আগমনের অপেক্ষা করছি।

প্রশ্ন ঃ বিমান ছিনতাইকারীদের ব্যাপারে আপনার অনুভূতি কি ?

উত্তর ঃ তারা অপরিচিত মুজাহিদ। আমি তাদের মুবারকবাদ জানাই এবং আমার প্রতি অনুগ্রহ করার কারণে আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

প্রশ্ন ঃ বর্তমানে কাশ্মীর জিহাদে কি পরিমাণ লোক কারাগারে আছে ?

উত্তর ঃ স্থানীয় কাশ্মীরীদের সংখ্যা দেড় হাজার। এছাড়া কাশ্মীরীদের প্রতি

সহমর্মিতা প্রদর্শন করে জিহাদী প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে যারা বিভিন্ন দেশ থেকে সীমান্ত পার হয়ে কাশ্মীর জিহাদে অংশ নিয়েছে এমন বন্দীর সংখ্যা একশত আশি। স্বয়ং ভারতীয় সংবাদপত্রগুলো স্বীকার করেছে যে, ভারতীয় সৈন্যরা অনেক নিরপরাধ লোককে বন্ধি করে রেখেছে যারা বিভিন্ন কারাগারে ধুঁকে ধুঁকে দিন কাটাচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ আপনার ভবিষ্যৎ কর্মধারা কি হবে ? আপনি কি পুনরায় কাশ্মীর যাবেন ?

উত্তর ঃ কাশ্মীর পাকিস্তানের অংশ। কাশ্মীর আমাদের সুতরাং আমরা যখন ইচ্ছা কাশ্মীর যাব আবার যখন ইচ্ছা আসবো।

প্রশ্ন ঃ মাওলানা! গোটা বিশ্ব হাইজ্যাক বা ছিনতাইকে নিন্দা করে। পাকিস্তানও নিন্দা করেছে। আপনি নিজেও এ কাজকে পছন্দ করেননি। এরপরও কেন আপনি ছিনতাইকারী ও তাদের তৎপরতার উপর গর্ব করেন ? ভবিষ্যতে কি এ দুই রাষ্ট্রের মাঝে এ ধরনের আরো ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে ?

উত্তর ঃ আমরা আশাকরি ভারত এ ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং তার সন্ত্রাসী তৎপরতা বন্ধ করে দিবে। আর তাহলেই আর কোথাও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সংঘটিত হবে না। আর এমনিতেও বিজেপি প্রশাসনের কাছ থেকে কাশ্মীর অর্জন করা খুবই সহজ।

প্রশ্ন ঃ জনাব মাওলানা! আপনি বলেছেন যে, দিল্লীতে আপনি আইনসংগত পন্থায় প্রবেশ করেছিলেন। তেমনি আফগানিস্তান থেকে পাকিস্তানে প্রবেশ করার সময়ও কি আপনার কাছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সব প্রস্তুত ছিলো ?

উত্তর ঃ আমার পাকিস্তানে প্রবেশ পরিপূর্ণভাবেই আইনসংগত। কারণ আমি পাকিস্তানেরই বাসিন্দা। আমার ভিসার মেয়াদ অতিক্রম করার সময় আমাকে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে। আমার সাংবাদিক ভাইদের কাছে আমার প্রশ্ন, ভারতের কারাগার থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত আমাদের তিনজনকে বিভিন্নভাবে সন্দিহান অবস্থায় পেশ করা হচ্ছে। আপনারা বলুন তো, যদি আপনাদের মধ্য হতে কেউ নিজ সাংবাদিকতার দায়িত্ব আদায়

করতে গিয়ে গ্রেফতার হন তবে কি তিনি নিজ দেশে ফিরে আসবেন না ? দুশমনের বন্দীশালা থেকে মুক্তি লাভ করা কি কোন অপরাধ ?

প্রশ্ন ঃ আপনি কি মনে করেন এ ধরনের ঘটনা আরো বেশি ঘটতে পারে ?

উত্তর ঃ আমি আশাকরি ভারতের রাজনীতিকরা বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করবেন এবং তারা এ ধরনের কাজের কোন সুযোগ সৃষ্টি করে দিবে না যাতে গোটা দুনিয়ায় অস্থিরতা সৃষ্টি হতে পারে। এমন কোন কাজের সুযোগ তারা দিবেন না যার দ্বারা নিরস্ত্র সাধারণ মুসাফিরদের কষ্টের শিকার হতে হয়। আমি তো একথাই বলতে চাই যে, তারা যাতে অন্য কাউকে কষ্ট না দেয় যাতে কাউকে জ্বালাতন ও অস্থির না করে, তাহলে তাদেরকেও কেউ কষ্ট দিবে না, অস্থির ও পেরেশান করবে না। ভারতের সন্ত্রাসী তৎপরতা যদি বন্ধ হয়ে যায় তবে তার প্রতিরোধ ও বন্ধ হয়ে যাবে। এ সময় সংঘটিত বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনাটি ছিলো কাশ্মীরে ভারতীয় সৈন্যদের সন্ত্রাসী তৎপরতার একটি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা।

প্রশ্ন ঃ কাশ্মীরের মুক্তি আন্দোলনের ব্যাপারে আপনার নিজস্ব মন্তব্য কি ?

উত্তর ঃ আমি এ আন্দোলনকে অত্যন্ত পবিত্র ও বরকতপূর্ণ বলে মনে করি। বিমান হাইজ্যাকের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিলো, কাশ্মীর প্রসঙ্গ সুতরাং দুনিয়ার সভ্য সমাজের উচিৎ এ বিষয়টি সমাধানে সচেষ্ট হওয়া। অন্যথায় এ ধরনের ঘটনাবলীকে ঠেকানো মুশকিল হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ মাওলানা! আপনি কি আপনার বন্দীকালীন সময়ে নিজের পরিবার পরিজন ও নিজের বন্ধু-বান্ধবের কথা স্মরণ করতেন ?

উত্তর ঃ শুনুন জনাব! এমনিতেই পবিত্র কুরআনের মধ্যে আমি সবচাইতে বড় নির্ভরতা খুঁজে পেতাম। পবিত্র কুরআন আমার জন্য এক বিরাট ছায়া ছিলো। আমি প্রায় সর্বদাই পবিত্র কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করতে থাকতাম। যখন আমাকে দিল্লী থেকে কান্দাহার নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো তখনো আমি অবিরামভাবে পবিত্র কুরআনের আয়াত পড়ে চলছিলাম। ভারতীয় সৈন্যরা আমাকে সর্ব রকম যুলুম ও নির্যাতনের লক্ষ্যস্থল বানিয়েছে কিন্তু মহান আল্লাহ আমাকে সেরকমই ধৈর্য্য ও হিম্মত দান করেছেন।

আর আমার প্রতি কি ধরনের শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়েছে সে ব্যাপারে আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা না করলেই ভাল। কারণ আমি যদি তার বিস্তারিত বিবরণ দেই তবে তা আপনারা শুনতে পারবেন না। কারাগারে আমার পরিবারের লোকদের কথা তো অবশ্যই স্মরণ হয়েছে। কিন্তু কেউ আমার সাথে সাক্ষাৎ করার সুযোগ পায়নি।

প্রশ্ন ঃ আপনি বন্দী থাকাকালীন জেল কর্তৃপক্ষ আপনার সাথে কি রকম আচরণ করেছে ?

উত্তর ঃ জেলখানায় যখন "মিস কেরী বেদী" জেল সুপারেন্টেন্ডেন্ট হয়ে এলেন তখন থেকে আমাদের কিছুটা ভাল সুযোগ সুবিধা লাভ হতে থাকলো। পত্র-পত্রিকা ও রেডিওর মাধ্যমে বহির্বিশ্বের সাথে আমাদের একটা যোগাযোগ থাকতো। কারাগারে আমরা সাপ্তাহিক "তাকবীর" পত্রিকা পড়ার জন্য পেতাম। কিন্তু সে বন্দীশালায় থেকে আমাদের মনে হয়েছে যে, ভারতের পাথরও পাকিস্তানের দুশমন। সুতরাং যে ব্যক্তির নাম পাকিস্তানের সাথে যুক্ত তার সাথে ভারতীয়দের আচরণ কী হতে পারে তা আপনারাই ভেবে দেখুন!

কারগিলের ঘটনায় ভারতীয় বন্দীরা আমাদেরকে খুনী মনে করতো। কারগীলের সহায়তা হিসেবে বন্দী মুজাহিদগণ কিছু চাঁদা তুলেছিলো। এ কারণে পাকিস্তানী কয়েদীদের অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ জনাব মাওলানা! আমরা শেষবারের মত আপনার কাছে পুনরায় আরেকটি প্রশ্ন করতে চাই তাহলো, বিমান ছিনতাইকারী কারা ছিলো এবং তারা কোন দেশের অধিবাসী ?

উত্তর ঃ ছিনতাইকারীদের কাশ্মীরী হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। আমার ধারণা তারা কাশ্মীরী মুজাহিদ। তাদেরকে ইন্ডিয়ান এ কারণে বলি যেহেতু ইন্ডিয়ানরা কাশ্মীরকে তাদের দেশের অংশ বলে মনে করে। এ কারণে তারা সেখানে নিজের দেশের পাসপোর্ট কার্যকর বলে গণ্য করে। এদিক থেকে তারা ছিলেন ইন্ডিয়ান। আর এখন তারা সে স্থানেই ফিরে গেছে যেখান থেকে তারা এসেছিলো। ভারত ছিনতাইকারীদের গ্রেফতার করেছে বলে যে সংবাদ তারা প্রচার করছে তা তাদের একটি মিথ্যা প্রচারণা মাত্র।

কারামুক্তির বিবরণ মাসঊদ আযহারের মুখে

জম্মু থেকে কান্দাহার

যেদিন আমি গ্রেফতার হয়েছিলাম সেদিনটিও ছিলো পবিত্র জুমু'আর দিন। তার আগের রাতে অর্থাৎ বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে আমি ও আমার ভাই জনাব সাজ্জাদ খান শহীদ কাশ্মীরের ইসলামাবাদের একটি ঘরে অবস্থান করছিলাম। আমাদের দীর্ঘদিনের সাথী আবু গাজী শহীদ পনেরো জন সশস্ত্র মুজাহিদ সহকারে সে ঘরে প্রবেশ করলেন। অত্যন্ত উষ্ণ পরিবেশে তার সাথে সাক্ষাত হলো এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই সে জিহাদী মজলিস আবেগপূর্ণ হয়ে উঠলো।

সুবহানাল্লাহ! সে ছিলো এক অবর্ণনীয় দুর্লভ দৃশ্য। আমার সামনে ও আশপাশে জিহাদী প্রেরণায় উজ্জীবিত, সুন্নাতের নমুনায় সুসজ্জিত কতগুলো মুখাবয়ব। আর সে মুখমণ্ডলে শাহাদতের স্পৃহায় ডুবন্ত চোখ আর সে চোখের মাঝে ইসলামের মাহাত্ম্য এবং সে ইসলামকে পুনর্বার জাগিয়ে তুলবার মনোরম স্বপ্ন। যে যুবকদের সিনা ছিলো গুলির ম্যাগজিন আর গ্রেনেট দ্বারা সুসজ্জিত। আর সে সীনার অভ্যন্তরে লুকায়িত অন্তর থেকে বীরত্ব ও সাহসিকতার সুবাস বিচ্ছুরিত হচ্ছিলো। তারা সকলেই অত্যন্ত মনযোগ, মহব্বত ও গুরুত্ব সহকারে আমার কথাগুলো শুনছিলেন। তাদের ক্লাসিনকোভগুলো তাদের কোলে এমনভাবে পড়েছিলো যেমনিভাবে আদরের ছোট্ট শিশু তার মায়ের কোলে পড়ে থাকে। কারো কারো কাছে রকেট লাঞ্চারও ছিলো। আবার কেউ কেউ ইন্ডিয়ান বাহিনী থেকে ছিনিয়ে আনা অস্ত্র-শস্ত্রও উচিয়ে রেখেছিলো। কায়েকজন সাথী নিচে পাহাদারের দায়িত্ব পালন করছিলো। তবে হ্যাঁ, কক্ষের ভিতরের এ বাহিনী যে মহান কাজের

সাধ উপভোগ করছিলো তা পরিত্যাগ করে জিহাদী প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের অদম্য ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নীচে পাহারাদারীর দায়িত্ব পালন করা তাদের কাছে যথেষ্ট কঠিন বোঝার মতই ছিলো। কিন্তু তারপরেও তারা অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে সহাস্য বদনে এ কঠিন কাজটি আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে কথাবার্তা হলো। এরপর শুরু হলো প্রশ্নোত্তর পর্ব। ইতিমধ্যে নিকটবর্তী আরো একটি কেন্দ্রের মুজাহিদবৃন্দ ওয়ার্লেস-এর মাধ্যমে যোগাযোগ করলো-কিছুক্ষণ হাওয়ায় ভর করে যেন বিনা তারের আরেকটি জিহাদী মজলিস হয়ে যাচ্ছে। তারাও আমাদের এখানে আসতে আগ্রহী। কিন্তু তাদের মারকাযেই থাকা প্রয়োজন ছিলো। তাই ওয়ার্লেসের মাধ্যমে কিছুটা হলেও তাদের পিপাসা নিবারিত হলো। এ জিহাদী মজলিস রাত ২টায় শেষ হলো। তখন মুজাহিদগণ দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে খানিকটা তন্দ্রার স্বাদ নিতে থাকলো। আমি তাদের মধ্যকার একজনের ক্লাসিনকোভ হাতে নিলাম এবং পাহারাদারীতে রত মুজাহিদদের সাথে অংশগ্রহণের জন্য সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলাম। রাস্তায় আমি ক্লাসিনকোভটা পরীক্ষা করে দেখলাম। দেখা গেলো, সে মুশরিকদের সাথে কথা বলতে পরিপূর্ণ প্রস্তুত অর্থাৎ তার "লক" খোলা ছিলো এবং চেম্বারে গুলি ছিলো।

ক্লাসিনকোভ প্রস্তুত দেখে অন্তর খুশিতে ভরে উঠলো এবং হৃদয়টা হয়ে গেলো বাগ বাগ। আলহামদুলিল্লাহ রাতের শেষ প্রহরে যখন ব্যাপক ঠাণ্ডা বায়ু প্রবাহিত হাওয়ার কারণে আবহাওয়া অত্যন্ত হিমশীতল এবং সে সাথে তখন আসমান থেকে বর্ষিত হচ্ছিলো রহমতের বারিধারা। সে সময় আল্লাহ পাক কাশ্মীর রণাঙ্গনে কিছু সময় আমাকে পাহারাদারী করার তাওফীক দান করলেন। এ বিশাল নেয়ামতের শুকরিয়া হিসাবে যাই করা হোক না কেন তা কমই হবে। এভাবেই একটি স্মরণীয় রাত অতিক্রান্ত হলো। এটি ছিলো ১৪১৪ হিজরীর শাবানের আটাশতম রজনী। আর ইংরেজী ক্যালেন্ডারে তখন ছিলো ১৯৯৪ সাল।

শুক্রবার সকাল হলো। এ জুমু'আর দিনটি আমার জন্য এমন একটি পয়গাম বয়ে নিয়ে এলো, পূর্বে যার কোন দূরবর্তী অবগতিও আমার ছিলো না। সকাল যখন ৯টা তখন ভাই সাজ্জাদ খান শহীদকে নিয়ে আমরা

কাশ্মীরের ইসলামবাদ শহর অভিমুখে রওয়ানা হলাম। তার ইচ্ছা ছিলো শহরের জামে মসজিদে পবিত্র জুমু'আর নামায আদায় করা। কিন্তু পথিমধ্যে আমাদের গাড়ী খারাপ হয়ে যাওয়ার দরুণ আমরা একটি বেবীটেক্সি নিতে বাধ্য হলাম। এরপর প্রায় ১২টার সময় যখন সূর্য পশ্চিম গগনে হেলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে ঠিক তখনি আমরা দুইজন গ্রেফতার হয়ে গেলাম। আমাদের বন্দী করে ইন্ডিয়ান আর্মিরা খুব ফুর্তি করতে লাগলো। আমার এখনো তাদের সেই শ্লোগান স্মরণ হচ্ছে-যা তারা থেমে থেমে উচ্চারণ করে চলছিলো। একটি সেনা ছাউনীতে নিয়ে আমাদেরকে বসিয়ে রাখা হলো। তখন আমাদের চোখ ছিলো বাধা আর হাত পিছন দিক থেকে শক্ত রশিতে বেঁধে দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু আমাদের কানে আসছিলো তাদের ফুর্তি আর অহংকারী একটি সমাবেশের আওয়ায, যা আমাদের থেকে সামান্য দূরেই অনুষ্ঠিত হচ্ছিলো। গরুর পুজারী ঐ গোষ্ঠী খুশিতে যেন ফুলে ফেঁপে উঠেছে। কিছুক্ষণ পরপর তারা চিৎকার করে করে শ্লোগান দিচ্ছিলো, জয় হিন্দ, জয় ভারত মাতা ইত্যাদি।

সে ছিলো এক মর্মস্পর্শী দৃশ্য!

আহ! সেটি কতই না মর্মস্পর্শী দৃশ্য ছিলো আর কি বেদনাদায়ক ছিলো সে পরিস্থিতি। আল্লাহ পাকের দুশমন, ইসলামের শত্রু আর মুসলমান হত্যাকারীরা ফুর্তি করছে আর আমরা নিতান্ত অসহায় অবস্থায়। কিছুক্ষণ পর পর আমাদের উপর চালানো নির্যাতন নিপীড়নের অপেক্ষা করছি।

এবার অপর একটি দৃশ্যের কথা আলোচনা করছি। এটাও ছিলো পবিত্র জুমু'আর রাত। জম্মু সীমান্তের কাছে কোর্ট বাহওয়ালের বন্দীশালার ৯ নং ওয়ার্ডের একটি ছোট্ট কক্ষে আমরা কয়েকজন তারাবীর নামায পড়ছিলাম। ভাই মাওলানা আবু জানদাল তারাবীর ইমামতি করছিলেন। তিনি ষোল রাকা'আত তারাবীর মধ্যে পবিত্র কুরআন শরীফ একপারা পড়ে ফেললেন। তারাবীর নামাযের পর রাত সাড়ে আটটায় কারাগারের কর্মকর্তারা এলো। তারা প্রথমে আমাদেরকে গুনে দেখলো। এরপর আমাদের কক্ষে আবার তালা লাগিয়ে দিলো। সে ওয়ার্ডের সবাই আমার সেলে এলো যেখানে বসে

আমরা খবর শুনছিলাম এবং বিমান ছিনতাইয়ের বিষয়টি নিয়ে আলাপ আলোচনা করছিলাম। যেহেতু ঘটনাটি অধিকাংশ সাথীর জন্য একটি আশা ও খুশির বিষয় ছিলো। এ জন্য তাদের কথাবার্তাও খুব আশ্চর্য ধরনের ছিলো। কারা প্রকোষ্ঠের সে অন্ধকার গুহায় এতটুকু আলোর কিরণের উত্তপ্ততা পরিষ্কারভাবেই অনুভূত হচ্ছিলো এবং বেশ কয়েকদিন ধরেই আমার দোস্ত ও সাথীরা দু'আ ও সালাতুল হাজাতের মধ্যে লিপ্ত ছিলো। সে রাতেও প্রায় দশটা পর্যন্ত ঈমানী আলোয় উদ্ভাসিত মজলিস চলতে থাকলো। এরপর আমি আমার সেলে একাই থেকে গেলাম। কিন্তু আমি বুঝতে পরছিলাম না যে, আমার চোখ থেকে ঘুম কোথায় উড়ে গেলো। সম্ভবতঃ পরবর্তী দিন আমার সামনে যে বিষয়টি আসছে তারই একটা প্রভাব ছিলো। যা এখনো আমি ঘুনাক্ষরেও জানি না। মোটামুটিভাবে এ রাতটি কেটে গেলো। শেষ রাতে সাহরীর সময় আবার সাথীদের সাথে আমার সাক্ষাত হলো।

১৪২০ হিজরী, ২২ শে রমাযান পবিত্র জুমু'আর দিনের সূর্য উদিত হলো। আমি ছিলাম সারা রাতের ক্লান্ত, তাই সূর্য উঠার সাথে সাথেই শুয়ে পড়লাম। প্রায় দশটার দিকে আমার চোখ খুললো। আমি উযূ করতে চলে গেলাম। উযূ করে এসে আমি নামাযে লিপ্ত ছিলাম। ইতিমধ্যে জেল কর্তৃপক্ষ বেশি বেশি সংখ্যায় আমার কাছে আসতে শুরু করলো। তারা আমাকে বললো, আপনার এক জায়গায় যেতে হবে, আপনি প্রস্তুত হয়ে নিন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম আমাকে কোথায় যেতে হবে ? উত্তরে কেউ বললো, কান্দাহার আবার কেউ অস্পষ্ট একটা জবাব দিয়েই ক্ষ্যান্ত হলো। আমার সাথীরা আমার সংক্ষিপ্ত সফরের সামান প্রস্তুত করে দিলো এবং তারা একে একে আমাকে বিদায় জানাতে লাগলো। তাদের সকলের চোখ থেকে তখন যেন মহব্বতের মুক্তা ঝরে পড়ছিলো। তারা অঝোরে অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছিলো, কেউ আবার অস্থিরভাবে কেঁদে যাচ্ছিলো। এ পর্যায়ে আমি তাদেরকে কিছু উপদেশ দেয়ার ইচ্ছা করলাম কিন্তু এক সময় আমি আমার নিয়ন্ত্রণও হারিয়ে ফেললাম। সে সময় আমার পুরোপুরি অনুভূতি হয়েছে বন্দী জীবনে আমার সাথীদের সাথে আমার কি ধরনের ঘনিষ্ঠতা ও মহব্বত তৈরি হয়ে গেছে। আমরা একে অপরের জন্য যেমন প্রয়োজন ছিলাম তেমনি

একজন ছিলাম অপর জনের জন্য শান্তি ও তৃপ্তির কারণ। মহান আল্লাহর পর আমরা সাথীরা পরস্পরে একে অপরের জন্য ছিলাম ভরসা। আমরা একত্রে মার খেয়েছি। একে অপরের জখমে পট্টি বেঁধেছি আর একত্রে মিলে কাফির বেঈমানদের আক্রমণের মোকাবেলা করেছি। আমরা এত কাছাকাছি ছিলাম যে, একজন অন্যজনের পরিচিত পরিজনে পরিণত হয়েছি। এরপর তথাকার সকল নওজোয়ানরাই ছিলো আমার প্রিয় সাগরেদ। তারা জেলখানায় আমার সাথে যে ধরনের আন্তরিকতা ও হৃদ্যতা, সম্মান; মর্যাদা ও কৃতজ্ঞতার আচরণ করেছে তার একটি মুহূর্তকেও ভুলে যাওয়া আমার জন্য অসম্ভব। আল্লাহ পাকের কসম করে বলছি, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার সে সাথীরা সকলে মুক্ত হয়ে আমার কাছে এসে না পৌঁছুবে ততক্ষণ অমি আমার মুক্তিকে পরিপূর্ণ মনে করতে পারবো না।

আমাকে একটি বিমানে উঠানো হলো

সময় তখন দুপুর ১১টা। আমি আমার সাথীদের ক্রন্দনরত অবস্থায় রেখে আমার ওয়ার্ড থেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম। জেলখানা থেকে বের হওয়ার আগেই আমার চোখ বেঁধে দেয়া হলো এবং উভয় হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেয়া হলো। কঠোর প্রহরার মধ্যদিয়ে আমাকে কিছুদূর নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে নিয়ে আমাকে একটি বিমানে বসিয়ে দেয়া হলো। এটি আমাদের নিয়ে দিল্লী গিয়ে অবতরণ করলো। এরপর সেখান থেকে কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনীর ভিতর দিয়ে আমাকে একটি গাড়ীতে আরো কিছুদূর একদিকে নিয়ে গেলো। এখানে এসে আমি বললাম, আমার চোখ খুলে দিন এবং আমার কুরআন শরীফ আমার হাতে দিন! যাতে আমি পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতে পারি। তারা আমার প্রস্তাব অস্বীকার করার কারণে আমার মাঝে খুব গোস্‌সার সৃষ্টি হলো। ফলে আমি কোন পরিণতির কথা চিন্তা না করেই শক্ত শব্দে তাদেরকে বেশ গাল-মন্দ করলাম। হঠাৎ এ পরিস্থিতিতে তারা ঘাব্‌ড়ে গেলো এবং আমার চোখের বন্ধন খুলে দিলো। আমি তখন দেখলাম আমার সামনেই ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের একটি বিমান অবস্থান করছে এবং তার চতুর্দিকে অদ্ভুত ধরনের কিছু লোকজন ছুটোছুটি করছে। পরে জানতে

পারলাম যে, এরা ভারতের একটি গোপন সংস্থার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ। তাদের কয়েকজন আমাকে নিয়ে ঐ বিমানটিতে আরোহণ করলো-যে বিমানটি আমার সামনে দাঁড়ানো ছিলো। জাহাজে উঠিয়ে আমাকে একটি সীটে বসিয়ে দেয়া হলো এবং আমার ডানে বামে ও সামনে পিছনে শক্তিশালী অস্ত্রসজ্জিত কমান্ডো বাহিনী নিয়োগ করে দেয়া হলো। আমি আমার ব্যাগ থেকে কুরআন শরীফ বের করে নিলাম এবং আমার সীটে বসে কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করতে শুরু করলাম। এর অল্পক্ষণের মধ্যেই বিমানটি বিমানরুটে দৌড়াতে শুরু করলো এবং এর পরেই বিমানটি জালিমদের ভূমি ছেড়ে নিজেকে আকাশ পথে উড়িয়ে দিলো। তখন আমার কানে একটি আওয়ায ভেসে এলো, মুহতারম ভাই ও বোনেরা! আমরা আপনাদেরকে কান্দাহারের পথে উড়ে চলার জন্য 'খোশ আমদেদ' জানাচ্ছি।

এ ঘোষণা শোনার সাথে সাথে আমার অজান্তেই মুখ থেকে তাকবীরের বুলন্দ আওয়ায বেরিয়ে এলো এবং আমার মুখে উচ্চারিত হতে লাগলো নিম্নোক্ত দু'আটি -

اَلْحَمْدُلِلّٰهِ الَّذِىْ نَجَّانِى مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ رَبِّ اَنْزِلْنِىْ مُنْزَلًا مُّبَارَكًا وَّاَنْتَ
خَيْرُالْمُنْزِلِيْنَ عَسٰى رَبِّىْ اَنْ يَّهْدِيَنِىْ سَوَاءَ السَّبِيْلِ رَبِّ اِنِّىْ لِمَا
اَنْزَلْتَ اِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ

(ঐ আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা যিনি আমাকে অত্যাচারী সম্প্রদায় থেকে মুক্তি দিয়েছেন। হে আমার প্রতি পালক! আমাকে বরকতময় জায়গায় অবতরন করান। আপনি শ্রেষ্ঠ অবতরনকারী। সম্ভবতঃ আমার রব আমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করবেন।)

আনন্দে আমার চোখের অশ্রু যখন বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইলো তখন অনেক কষ্টে আমি তা দমিয়ে রাখলাম, যাতে এমন না হয় যে, দুশমন আমাকে কাঁদতে দেখে খুশিতে হাসতে থাকে। ইন্ডিয়ান এয়ার লাইন্সের বিমান আমাকে নিয়ে কুফরী রাষ্ট্র থেকে ইসলামী রাষ্ট্রের দিকে এগিয়ে

চলছিলো। ঈমানদারেরা তখন আনন্দ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো, ইসলামী দুনিয়া বিজয় ও শির উঁচু হওয়ার অনুভূতিতে পাগলপ্রায় ছিলো আর কুফরী শক্তির উপর ছিলো মাতম আর আহাজারীর স্পষ্ট ছাপ। এরই মধ্যে রচিত হতে যাচ্ছে ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায়ের।

বিমানের সামনের সীটে ছিলো যশোবন্ত সিন্‌হা

বিমানটি আকাশে উড্ডয়ন করেই নিজের গতি পাকিস্তানের দিকে করে নিলো। যেহেতু জাহাজটিকে বেলুচিস্তানের উপর দিয়েই আফগানিস্তানে প্রবেশ করতে হবে। আমি পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম আমার সীটের কয়েক সীট পরে কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ গেরিলা কমান্ডার মুশতাক আহমদ যারগীর অত্যন্ত অনুসন্ধানী গভীর দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। যখন আমাদের চার চোখের মিলন হলো, তখন তিনি ইশারায় আমাকে আমাদের গন্তব্য কোথায় জানতে চাইলেন। সম্ভবতঃ তিনি এখনো এ ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ছিলেন যে, এ বিমানের গন্তব্য কোথায়। খুব সম্ভব তার চোখে ও কানে পট্টি বেধে দেয়ার কারণেই তিনি বিমান যাত্রার সূচনা মুহূর্তে বিমান কর্তৃপক্ষের ঘোষণা শুনতে পাননি। অবশ্য পরে তার চোখও খুলে দেয়া হয়েছিলো। তখন চোখের ইশারাতেই আমি তাকে মুক্তির সুসংবাদ শোনালাম। সাথে সাথেই তার চেহারায় সে সুসংবাদের প্রভাব লক্ষ্য করলাম।

আমার সীট থেকে কয়েক সিট আগে আমাদের আরেক মুজাহিদ সাথী আহমদ উমর শাইখ বসেছিলেন। আমাদের প্রত্যেককেই তিনজন করে কমান্ডো শক্তভাবে বেষ্টন করে রেখেছিলো। অথচ সে জাহাজে শক্তিশালী কমান্ডো বাহিনীর প্রায় নব্বই জন সদস্য উপস্থিত ছিলো। বিমানের সর্বপ্রথম সীটে বসছিলো ভারতীয় মুশরিক সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যশোবন্ত সিন্‌হা। সে দু চারবার বিমানের ককপিটেও প্রবেশ করলো। তার সাথী কর্মচারীদের মধ্যে ডাক্তারও ছিলো। তারা কিছুক্ষণ পরপর তাকে রকমারী ঔষধ খাইয়ে চলছিলো। বিমানের দায়িত্বশীলরা নিয়মানুসারে আমাদেরকেও খানা-পিনার কথা জিজ্ঞাসা করলো। আমরা রোযাদার বলে তাদের খাবার প্রত্যাখান

করলাম। অবশ্য যদি রোযা নাও থাকতাম তবুও কোন অপারগতা প্রকাশ করে তাদের খাবার গ্রহণ থেকে বিরত থাকতাম এতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ মুক্তির এ নিকটবর্তী সময়ে আমাদের পেটে যেমন ক্ষুধার কোন অনুভূতি ছিলো না, ছিলো না পিপাসার সামান্যম অনুভব তেমনি অন্তরে ছিলো না ওদের খাবারের প্রতি কোন আগ্রহ।

প্রায় পৌনে দুই ঘণ্টা আকাশপথে দ্রুতগতিতে চলতে থাকার পর বিমানটি নিজের আসল গন্তব্যে মোড় নিলো এবং ধীরে ধীরে নিচে নেমে আসতে শুরু করলো। এর পরই এসে গেলো সে ঐতিহাসিক মুহূর্ত যখন ইন্ডিয়ান এ বিমানটি নিজের মাথায় অপমান আর পরাজয়ের গ্লানি বরণ করে ইসলামী আমীরাত আফগানিস্তানের শহর কান্দাহার বিমানবন্দরে মাথানত করে অবতরণ করলো। জাহাজটি রানওয়েতে দৌড়াচ্ছিলো আর আমার অন্তরে এক আশ্চর্য ধরনের বিজলীর চমক আর আলোর বিকিরণ এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছিলো। কারণ এ মুহূর্তে বিমানটি যে দেশের মাটিতে অবতরণ করেছে সে দেশের প্রতিটি বস্তুই ছিলো আমার অত্যন্ত প্রিয়। এ শহরের বুকের উপর হাজারো শহীদের রক্ত প্রবাহমান এবং সে মহান ব্যক্তি যার প্রতি মহব্বত ও ভালবাসায় আমার অন্তর ছিলো কানায় কানায় পূর্ণ আমি যার মহব্বতে ছিলাম পাগলপারা আর বন্দীশালার শক্ত লৌহ শলাকায় আবদ্ধ থাকা অবস্থাতেই আমি যার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলাম তিনি ছিলেন এ শহরের বাসিন্দা। হ্যাঁ, কান্দাহার আমাদের সেই মহান আমীরুল মুমিনীনের শহর যিনি এ যুগে ইসলামের ঝাণ্ডা বুলন্দ করেছেন, যার অস্তিত্ব বিশ্ব মুসলিমের জন্য মহান আল্লাহ পাকের একটি বিরাট নেয়ামত ও রহমত। আমি যখন কারাগারে ছিলাম তখন এ শহরের ভিটামাটি আর অলিগলি দর্শন করা এবং এ শহরে অবস্থান কারী হযরত আমীরুল মুমিনীনের হস্ত চুম্বন করার বড়ই আকাঙ্ক্ষা ছিলো। এটি ছিলো আমার জীবনের একটি বড় তামান্না। আমি আমার দোয়াসমূহের মধ্যে এবং আমার লেখায় বারবার এ আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশও করেছি। আহ! আমার প্রভু তাঁর নিজ অনুগ্রহে আমার মুক্তির জন্য সে শহরটিকেই নির্বাচন করেছেন যেখান থেকে আজ গোটা বিশ্বে ইসলামের বিজয় ডংকা বাজতে শুরু করেছে।

আয় আল্লাহ! এটা তো সেই শহর যেখানে তোমার কালিমার আওয়ায বুলন্দ হয়েছে। যেখানে ইসলাম ও মুসলমানগণ মুক্ত-স্বাধীন। আর যে দেশের শাসক তোমার প্রিয় বান্দা। কান্দাহার বিমানবন্দরে বিমানটি অবতরণ করে রানওয়েতে দৌড়াচ্ছিলো। রানওয়ের দুই পার্শ্বে হাজার হাজার অস্ত্রসজ্জিত তালিবান সৈনিকের নুরানী ও সুদর্শন মুখাবয়ব আমার ঈমান ও আমার আনন্দ বৃদ্ধির কারণ ছিলো। বিমানবন্দরে আমি তালিবানদের এত বড় বাহিনী দেখে অস্থির হয়ে গেলাম। পরে আমি জানতে পারলাম যে, আজ গোটা কান্দাহার বাসীর মনে এই আগ্রহ ছিলো যে, তারা কান্দাহার বিমানবন্দরের আজকের এ ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহ দেখার জন্য বিমানবন্দরে হাজির থাকবে। কিন্তু নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে তালিবান সরকার আজকে সাধারণ লোকদের বিমানবন্দরে প্রবেশের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করে দিয়েছেন। ফলে মাত্র কয়েক হাজার লোক সেখানে আসতে পেরেছে। যদিও তালিবানদের সাথে ঐ বিমান ছিনতাইয়ের কোন সম্পর্কই ছিলো না-তা সত্ত্বেও পুরো কান্দাহারবাসী একারণে আনন্দিত ছিলো যে, আল্লাহ্ পাক তাদের কজন মুসলমান ভাইকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করেছেন এবং বিমানের বিষয়টিও অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবেই সমাধা হয়েছে।

হযরত আমীরুল মুমিনীনের বরকতে কান্দাহারবাসীদের মাঝে ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ ও দ্বীনী সম্পর্কের বিষয়টি গভীরভাবে জাগ্রত ছিলো। এ কারণে তারা আনন্দে যেন আত্মহারা ছিলো। খুশির অনুভূতিতে তাদের চোখ যেন তারার ন্যায় চমকে উঠেছিলো। কান্দাহার এয়ারপোর্টে তালিবানদের হাজার হাজার অস্ত্রসজ্জিত সামরিক বাহিনী ও নিরাপত্তারক্ষী এবং তাদের সুন্দর সুন্দর গাড়ী, ট্যাংক, অস্ত্র-শস্ত্র আর সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থাপনা ভারতীয় নেতাদের এক গভীর চিন্তায় ফেলে দিয়েছিলো। ইন্ডিয়া এয়ারলাইন্সের বিমানে বসে থাকা প্রতিটি মুশরিকের চেহারাতেই এ চিন্তার ছাপ পরিষ্কারভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছিলো। ভারতীয় সরকার দীর্ঘ কয়েক বছর যাবৎ চোর আর ডাকাতদের সমন্বয়ে গঠিত তালিবান বিরোধী উত্তরাঞ্চলীয় জোটকে দিল্লীতে আশ্রয় দিয়ে রেখেছিলো এবং তারা ঐ খুনীদেরকে সর্বরকম সাহায্য সহায়তা দিয়ে

আসছে। উত্তরাঞ্চলীয় জোটের ঐ চোর ডাকাতেরা ভারত সরকারকে জানিয়েছিলো যে, তালিবান একটি অগোছালো ও অনিয়ন্ত্রিত বিশৃঙ্খল গ্রুপের নাম-যা অল্পদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আজ ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তালিবানদের রাজনৈতিক গুরুত্ব, বিচক্ষণতা ও দক্ষতার স্বীকৃতি দিয়ে কান্দাহার বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে এবং বিমান বন্দরে উপস্থিত তালিবানদের সুবিন্যস্ত ব্যবস্থাপনা ও সুনিয়ন্ত্রিত শক্তি-সাহস সে নিজ চোখেই প্রত্যক্ষ করছে।

যাহোক কয়েক মিনিট পর বিমানটি এক স্থানে থেমে গেলো। আমরা মনে করেছিলাম যে, ভারতীয় নেতাদের সাথে আমাদের ও যিম্মী যাত্রীদের অদল-বদল করতে এবং আমাদের মুক্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে কয়েক ঘণ্টা সময় তো লেগেই যাবে। এক্ষেত্রে আরো কিছু সংশয়-সন্দেহ মনে খোঁচা মারতে থাকলো। আর কয়েক ঘণ্টা বিলম্বের কল্পনাটাও আমার উপর একটি পাহাড়ের মত ভারী মনে হচ্ছিলো। আমার মন চাচ্ছিলো যে, আমি নিজেই উঠে গিয়ে বিমানের দরজা ভেংগে ফেলি এবং পাগলের মত দৌড়ে গিয়ে কান্দাহারের ঐ পবিত্র ভূমিতে অবতরণ করি-যে জমীন থেকে শহীদদের পবিত্র খুনের সুবাস আমাকে এবং আমার অন্তরকে দারুণভাবে আকর্ষণ করছিলো।

বিমানটি থামার সাথে সাথেই তার গায়ে সিঁড়ি লাগানো হলো এবং আমি দেখতে পেলাম যে, একজন লোক খুব দ্রুত আমার দিকে এগিয়ে আসছে (পরে জানতে পারলাম যে, এ লোকটি ছিলো ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা) সে আমাকে এসে বললো, মাওলানা সাহেব! দ্রুত বিমান থেকে নামুন। আমি তাকে বল্লাম ধৈর্য্য ধরো, আমাকে পাগড়ী বেঁধে নিতে হবে। কারণ এটা হলো তালিবানদের মাটি। আমি বিমান থেকেই ধীরস্থিরে পাগড়ী বাঁধলাম। এরপর মুশতাক আহমদ যারগীর ও অপর সাথীকে সাথে নিয়ে বিমান থেকে নীচে নেমে এলাম। কান্দাহারের মাটিতে পা রাখার সাথে সাথেই দিলের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেলো। বিমানের সিঁড়িতেই তালিবানদের কিছু উচ্চপদস্থ নেতৃবৃন্দ আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন। পরে

জানতে পেরেছি যে, তার মধ্যে কান্দাহারের ডিবিশন কমান্ডার মৌলভী মুহাম্মদ আখতার উসমানী সাহেবও ছিলেন। তিনি আমাকে গভীরভাবে হৃদ্যতাপূর্ণ সালাম ও মুআনাকা করার পর আমার হাত ধরে নিয়ে আমাকে একটি গাড়ীতে বসিয়ে দিলেন। সে গাড়ীর ডান পার্শ্বে মাত্র কয়েক কদম দূরত্বে দাঁড়ানো ছিলো ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের সে বিমানটি যেটি আজ থেকে এক সপ্তাহ পূর্বে ছিনতাই করা হয়েছে। আমার নযর সে বিমানটির প্রতি নিবদ্ধ ছিলো। তালিবান প্রশাসনের ডিবিশন প্রধান আমাকে গাড়ীতে বসিয়ে ঐ ছিনতাইকৃত বিমানটির দিকে অগ্রসর হলেন এবং তিনি নিচে দাঁড়িয়েই বিমান ছিনতাইকারীদের সাথে কিছু কথা বললেন। অতঃপর আমি এ আশ্চর্য দৃশ্য প্রত্যক্ষ করলাম যে, দুজন মুখোশ পরিহিত ব্যক্তি একটি সিঁড়ির মাধ্যমে বিমান থেকে নেমে এলো।

তাদের দু'জনেরই হাতে ছিলো পিস্তল এবং গ্রেনেট। তাদের মধ্যে একজনের গায়ে ছিলো অত্যন্ত সুদর্শন পোশাক আর অপরজনের গায়ে ছিলো সাফারী ধরনের পোশাক। তারা তাদের হাতে থাকা পিস্তল ও গ্রেনেট নিয়ে দৌড়ে আমার গাড়ীর দিকে এগিয়ে এলো এবং ক্রন্দনরত অবস্থায় আমাকে বুকে জড়িয়ে নিলো।

সে ছিলো এক আবেগপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য, ছিলো অনুভূতি ও আবেগের একটি সমুদ্র যা তার উভয়কুল থেকেই যেন উথলে উঠেছিলো। ঐ ছিনতাইকারী যাদেরকে সন্ত্রাসী ও কঠোর বলে প্রচার করা হয়, আজ তাদের স্বাভাবিক মানবিক অনুভূতি থেকেই তাদের দু'চোখ জুড়ে বেরিয়ে এলো অশ্রুবান। যদি বিশ্ববাসী তাদের চোখের এ অশ্রু দেখতে পেতো, তাহলে তারা বুঝতে পারতো যে, এ নরম মনের যুবকদেরকে কোন জিনিস এ কঠোর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করেছে, যে পদক্ষেপকে সারা দুনিয়া নিন্দা করেছে। নিঃসন্দেহে ইন্ডিয়ার অত্যাচার এবং তাদের হিংস্র ও জংলী আচরণ ও মনোবৃত্তির কারণেই এ নবীন মুসলমান নওজোয়ানেরা এ চূড়ান্ত পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য হয়েছে। এ দুজন যুবকই অত্যন্ত অস্থিরভাবে ক্রন্দনরত অবস্থায় আমার সিনার সাথে লেগে যাওয়ার চেষ্টা করছিলো। ইতিমধ্যে তালিবান

ডিবিশন প্রধান এসে মধ্যখানে বাঁধ সাধলেন এবং তিনি ঐ দুই যুবককে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা নিশ্চিত হতে পেরেছেন ? তার একথা শুনে ছিনতাইকারী দুই যুবক এতটাই হতচকিত হয়ে উঠলেন যেন তাদেরকে কেউ ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলছে। তখন তারা খুব দ্রুত আমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন এবং ডিবিশন প্রধানের কাছে তাদের নিশ্চিত হওয়ার বিষয়টি জানিয়ে দিলেন। এরপর দুজনের মধ্যে উন্নত ও সুদর্শন পোশাক পরিহিত ব্যক্তি যেজন সম্ভবতঃ ছিনতাইকারীদের কমান্ডার ছিলো সে গাড়ীর জানালা দিয়ে কিছু একটা ইশারা করলো, যা দেখে বাকী ছিনতাইকারীরাও বিমান থেকে নেমে এলো এবং খুব দ্রুত দৌড়ে এসে গাড়ীতে উঠে পড়লো। চূড়ান্ত পর্যায়ের আবেগ পূর্ণমুহূর্ত হওয়া সত্ত্বেও ঐ ছিনতাইকারী পাঁচজনই তাদের নিয়ম-নীতি ও ভাব গাম্ভীর্যতার উপর স্থির থাকলো এবং কোন অবস্থাতেই তাদের অস্ত্র নিজের কাছ থেকে পৃথক করলো না। আর সর্বাবস্থায় তারা তাদের কমান্ডারকে এমনভাবে অনুকরণ করছিলো যা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকার মত।

পাঁচজন ছিনতাইকারী তালিবান প্রশাসনের একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে জামানত হিসেবে নিজেদের সাথে গাড়ীতে উঠিয়ে নিলো এবং খুব দ্রুতগতিতে গাড়িটি কান্দাহার বিমানবন্দরের বাইরে চলে এলো। আমার সংশয় হচ্ছিলো যে, শেষ সময় আরো কোন প্রতিবন্ধকতা বা জটিলতা সামনে এসে পড়ে কি না। কিংবা কত ঘণ্টা বিলম্ব করতে হয় কে জানে ? কিন্তু তেমন কিছুই হলো না। বরং তালিবানদের উচ্চাংগের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা এবং বিষয়টি তারা অত্যন্ত কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার কারণে মাত্র কয়েক মিনিটেই ঐ সকল বিষয়গুলো সমাধা হয়ে গেলো, যে কাজের জন্য কয়েক ঘণ্টা সময় লেগে যাওয়া একটি স্বাভাবিক ব্যাপার।

তালিবানগণ সারাবিশ্বে একথা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, তারা আন্তর্জাতিক বিষয়াদি অত্যন্ত দক্ষতার সাথেই বুঝেন এবং তা সমাধা করার মত উন্নত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা তাদের আছে।

যে দিন আমার দুই হাত বেঁধে একটি ট্রাকে চড়িয়ে দেয়া হয়েছিলো সেটিও ছিলো পবিত্র জুমুআর দিন এবং সে ট্রাক আমাকে ঐ কারাগারের দিকে নিয়ে যাচ্ছিলো যেখান থেকে সূচনা হয়েছিলো আমার দীর্ঘ বন্দী জীবনের। আর আজকেও একটি জুমুআর পবিত্রতম দিন। আজ আমার উভয় হাত খোলা এবং আমি তালিবানদের গাড়ীতে ঐ আযাদীর জীবনের দিকে অগ্রসর হচ্ছি যে আযাদীর ব্যাপারে আমার দু'আ নিম্নরূপ-

আয় আল্লাহ! আজকের এ আযাদীকে আপনি কাশ্মীর, বাবরী মসজিদ এবং মসজিদে আকসার মুক্তির ভূমিকা হিসেবে কবুল করুন। আমীন ইয়া রাব্বাসশুহাদা-য়ে ওয়াল মুজাহিদীন।

মুক্তি পাওয়ার পর করাচী পৌঁছে দারুল উলূম কোরংগীতে

মাওলানা মাসঊদ আযহারের ঐতিহাসিক ভাষণ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَمَالَكُمْ لَاتُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِن هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَامِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا صَدَقَ اللّٰهُ مَوْلٰنَا الْعَظِيْمُ

اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے
یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے
اسلام کے شیروں کو مت چھیڑنا تم ورنہ
یہ مٹتے مٹاتے بھی دنیا کو مٹا دیں گے

ইসলাম সেতো দুর্জয় চির
পারবে না কেউ দাবিয়ে দিতে,
দীনের নির্ভীক সৈনিকেরা
প্রস্তুত সদা জীবন দিতে।
তাগুতী দম্ভ চূর্ণ করতে
মুজাহিদ সদা অকুতোভয়,

মরণপণে জিহাদ করে
ছিনিয়ে আনবে দীনের জয়।

মুহতারাম হযরত মুফতীয়ে আযম দামাত বারাকাতুহুম-এর হুকুমে আমি আজ এখানে (করাচীস্থ দারুল উলূম কোরংগী) আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি। আমার দীর্ঘ কারাবাসকালীন সময়ে যখন মুহতারাম হযরত মাওলানা সুবহান মাহমূদ সাহেব (রহঃ)-এর ইন্তিকালের সংবাদ শুনেছি তখন আমার হৃদয়মন কেঁদে উঠেছিলো। ক্লান্ত ও মর্মাহত মনে তখন ভাবছিলাম, এ যুবক বয়সেও আমি আজ আমাদের পূর্বসূরিদের জানাযা কাঁধে করে বহন করার সৌভাগ্য থেকেও বঞ্চিত। তাদের কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে একটু দু'আ কালাম পাঠ করার সুযোগও আজ নসীব হচ্ছে না। তাদের দরবারে উপস্থিত হয়ে একটু ফয়েয ও বরকত লাভেরও সুযোগ পাচ্ছি না। মুক্ত জীবনে ইচ্ছা হলেই বুযুর্গানে দীনের মজলিসে উপস্থিত হয়ে যেতে পারতাম। মাত্র দু'মিনিটের বরকতময় সাক্ষাতেই মনে এক আশ্চর্য প্রশান্তি লাভ করতে পারতাম। কিন্তু এখন আমার চতুর্দিকে রয়েছে ইসলাম বিদ্বেষী কাফিরদের পাহারাদারী।

এ জন্য যখন মুক্তি লাভ করলাম তখন প্রথমেই আমাদের পূর্বসূরি আকাবীরগণের খিদমতে হাযিরা দেয়ার সৌভাগ্য লাভ করছি। এ মহান নি'আমতের জন্য আল্লাহ পাকের যত বেশি শুকরিয়া আদায় করি তা কমই হবে। বরং এ নি'আমতের শোকর আদায় করাই সম্ভব নয়।

আজ আমার মোটেও কোন বয়ান করার ইচ্ছা যেমন ছিলো না, তেমনি এ ধরনের কোন কর্মসূচী বা বিষয়বস্তুও মাথায় নেই। কারণ এখনই খুব দ্রুত আমাকে চলে যেতে হবে। কেননা দেরি করা হলে অনেক কাজ বাকী থেকে যাবে, অনেক সমস্যাও রয়েছে। তা সত্ত্বেও হযরত মুফতী সাহেব হুযূরের হুকুম আমাদের কাছে অনেক মূল্যবান সম্পদ, যে হুকুমের মর্যাদা আমাদের নিকট অনেক বেশি। আর এখন সারাবিশ্বের কাফির মুশরিকরাও একথা বুঝতে পেরেছে যে, মাদরাসার এসব লোকদের কাছে বুশ-ক্লিন্টনের হুকুমের সামান্যতম কোন মূল্য যেমন নেই তেমনি অন্য কোন দুনিয়াদার সে যতই প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী হোক না কেন তার হুকুমের কোন গুরুত্ব নেই;

কিন্তু উম্মতে মুসলিমার বড় ও মুরব্বী ব্যক্তিগণ যখন কোন নির্দেশ দেন তখন যে কোন মূল্যের বিনিময়ে তারা তা পালন করতে চেষ্টা করে। এ ক্ষেত্রে দুনিয়ার কোন শক্তিই তাদেরকে প্রতিহত করতে পারে না।

আমাকে বলা হচ্ছিলো, আরো অনেক লোক তো গ্রেফতার হয়েছে কিন্তু যখন তুমি গ্রেফতার হলে তখন থেকে আর আমরা কোন স্থিরতা পাচ্ছিলাম না। তোমার জন্য সর্বদাই একটা অস্থির অবস্থা বিরাজমান ছিলো। কখনো কোথাও কোন একশন হলে বা কোথাও কোন বিশেষ অপারেশন বা তৎপরতা চালানো হলে সকলেরই দাবী একটা যে, মাসঊদ আযহারকে মুক্তি দাও।

আমি তার জবাবে বলেছি, আমার মাঝে কোন বিশেষ যোগ্যতা বা কৃতিত্বের কিছু নেই। তবে এতটুকু যে, আমার সম্পর্ক মাদ্‌রাসার সাথে, আর মাদরাসা হলো পৃথিবীর সবচাইতে শক্তিশালী স্থান, সেখানে লালন করা হয় ঈমান, শিক্ষা দেয়া হয় ঈমানী সম্পর্কের মূল্যায়ন, যেখানে একজনের সাথে আরেকজনের রক্তের বন্ধন সৃষ্টি করা হয়, যেখানে স্থাপন করা হয় একের সাথে অপরের আত্মিক সম্পর্ক।

ওহে ইসলাম বিদ্বেষী শক্তি! তোমরা তো বস্তুতান্ত্রিকতায় লিপ্ত হয়ে পিতা-মাতার সম্পর্ককেও ভুলে যাও, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কও তোমরা খুইয়ে দিয়েছো। অথচ আমাদের সম্পর্কের নমুনা দেখ! আমাদের মধ্যে একজন যদি কাবুলের অধিবাসী হয় আর অপরজন যদি পাঞ্জাবের অধিবাসী হয়, এরপর তারা যদি দারুল উলূমে নিজের উস্তাদের সামনে কখনো এক চাটাইয়ের উপর বসে তবে আমাদের অন্তরে এমন গভীর বন্ধনের সৃষ্টি হয় যা দুনিয়ার কোন শক্তিই ছিন্ন করতে সক্ষম হয় না।

যখন হিন্দুস্তানে গেলাম

আমি যখন পাকিস্তান থেকে হিন্দুস্তান গেলাম, সেখানেও সর্বপ্রথম আমি আমাদের আকাবির তথা ইসলামের বড় ও মুরব্বীজনদের দরবারে হাজির হয়েছি। থানাভোনে হযরত হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদে মিল্লাত (রহঃ)-এর দরবারে হাযির হওয়ার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। হযরত হাফেয যামেন শহীদ (রহঃ)-এর কদমে হাযিরা দেয়ার খোশ নসীব হয়েছে। এছাড়া যখন মাযারে

কাসেমীতে হাযির হয়েছি তখন চুতুর্দিকে আমাদের আকাবিরদের গৌরবগাথা পরিলক্ষিত হয়েছে। মনের অজান্তে দু'হাত আকাশের দিকে উঠে গেছে, মুখ থেকে বেরিয়েছে ফরিয়াদের বাণী - আয় আল্লাহ! এ সকল মহান বুযুর্গানে দ্বীনের সাথে আমার সম্পৃক্ততা তৈরি করে দাও! যাঁদের এ উম্মতের প্রতি এত অধিক ইহসান রয়েছে, উম্মতের এত বেশি কল্যাণ তারা সাধন করেছেন যা অন্যদের দ্বারা হয়নি। আজকের বিশ্ব হাজারো রকমের ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত। কেউ হযরত সাহাবায়ে কিরামের (রাযিঃ) প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, কেউ ইমামগণের প্রতি দুশমনী পোষণ করে আবার কেউ পূর্বসূরি বুযুর্গানে দীনের উপর আপত্তিকর মন্তব্য করে। তাদের কারোই পূর্ববর্তী নেক বান্দাদের প্রতি নির্ভরতা ও ভক্তি শ্রদ্ধা নেই। কিন্তু হে বিশ্ববাসী! আমাদের অন্তরের প্রতি তাকিয়ে দেখ! আমাদের দিলের কোথাও কোন একজন সাহাবীর (রাযিঃ) প্রতি সামান্যতম কোন বিদ্বেষ নেই । নেই কোন তাবেয়ীর প্রতি বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা। কোন ইমাম বা মুহাদ্দিসের প্রতি অন্তরে নেই সামান্যতম অভক্তি। এসব কিসের বরকত ?

এসবই হচ্ছে আমাদের ঐ আকাবিরে উম্মতের বরকত যাঁরা আমাদেরকে ইসলামের বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাসের তা'লীম দিয়ে গেছেন, যারা আমাদেরকে সঠিক ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি বাতলে দিয়েছেন। নাউযুবিল্লাহ যদি তারা আমাদেরকে কোন ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণার তা'লীম দিতেন তাহলে আজ আমাদেরকেও হয়তো সাহাবা (রাযিঃ) গণের প্রতি বিদ্বেষ মনে নিয়ে মরতে হতো। যদি আমাদের পূর্বসূরিগণ আমাদেরকে কোন ভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রশিক্ষণ দিতেন তবে আমরাও হয়তো আমাদের আকাবির ইমামদের ব্যাপারে বেয়াদবীমূলক মন্তব্য করে নিজেদেরকে জাহান্নামের দিকে ঠেলে দিতাম। যদি আমাদের পূর্ববর্তী মুরব্বীগণ আমাদেরকে সুযোগ সন্ধানী মানসিকতায় গড়ে তুলতেন তাহলে আমরাও হয়তো আজ শুধু নামেমাত্র মুসলমান থাকতাম, মন ও মানসিকতায় কুফরী ঢুকে পড়তো। আকীদা বিশ্বাসও আমাদের হতো ভিন্ন। আমল আখলাক হতো অন্য রকম। কিন্তু আমাদের আকাবিরগণের প্রতি কোরবান হোক আমাদের সর্বস্ব। তারা আমাদেরকে ঈমানী আকীদা-বিশ্বাসের শিক্ষা দিয়েছেন, ধ্যান-ধারণা, মত ও পথ ইত্যাদি ও

ঈমানী নূরে নূরানী করে বাতলে দিয়েছেন। মন-মানসিকতাও তৈরি করে দিয়ে গেছেন ঈমানের আলোয় আলোকিত করে। নিয়্যতকেও করে দিয়েছেন পরিশুদ্ধ। আর তাই আজ তাদের উত্তরসূরিরা দুনিয়াতে এমন এক রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেছে যে, যখন কান্দাহার বিমানবন্দরে একটি বিমান অবতরণ করে এবং তার হাইজ্যাক-সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন করা কারো পক্ষে সম্ভব হয় না তখন মাটির বিছানায় চাটাইয়ের উপর বসে দরসে নিযামীর শিক্ষা গ্রহণকারী মুজাহিদ মোল্লা মুহাম্মাদ উমর সে জটিলতার এমন চমৎকার নিরসন করেন যা দেখে জাতিসংঘ পর্যন্ত একথা বলতে বাধ্য হয় যে, তাদের বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা আমাদের জ্ঞান শক্তির ঊর্ধ্বে।

আমরা আমাদের পূর্বসূরি আকাবিরগণের দরবারে হাজির হলাম। সেখানে হাজির হওয়ার পর মনের মাঝে এরূপ জ্বলন সৃষ্টি হলো যে, আমাদের আকাবিরগণ তো বিভিন্ন মসজিদ তৈরিতে ব্যস্ত থেকেছেন, তারা তো মসজিদসমূহ আবাদ করার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। কিন্তু যখন তাদের চোখ বন্ধ হয়ে গেলো তখন ঐ জালিমগোষ্ঠী মসজিদ ভাংতে শুরু করলো। আমি অযোদ্ধা গিয়েছি, সেখানে বাবরী মসজিদের সামনে দাঁড়িয়েছি, সেখানে তখন একটি মন্দির নযরে আসছিলো। পূজা হচ্ছিলো। তখন আমার দিলে রক্তের অশ্রুর প্রবাহ শুরু হয়েছিলো। চতুর্দিকে পুলিশের প্রহরা ছিলো। তারা চোখ বড় বড় করে আমাকে তাকিয়ে দেখছিলো। কিন্তু আমার দৃষ্টি সে দিকে নয় বরং আমার দৃষ্টি অপলকনেত্রে তাকিয়ে ছিলো বাবরী মসজিদের কাঠামোর উপর। যেখানে নযরে আসছিলো একটি অপবিত্র মন্দির। বিধ্বস্ত মসজিদটি দেখে আমার মন কেঁদে উঠেছিলো সে দৃশ্য আমি বরদাশ্‌ত করতে পারছিলাম না। তখন আমি একটি কথাই বলছিলাম বাবরী মসজিদ! আমরা তোমার কাছে লজ্জিত, আজ আমরা অনুশোচনাগ্রস্ত। আমরা অত্যন্ত আফসোসের সাথে আজ তোমার এ কোরবানগাহ প্রত্যক্ষ করছি। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ! আজো আমরা সম্পূর্ণ নিভে যাইনি আমরা আজো শেষ হয়ে যাইনি। আমরা আজো মরে যাইনি, এখনো আমরা বেঁচে আছি। ইনশাআল্লাহ! আমরা পুনরায় আমাদের মসজিদকে প্রতিষ্ঠা করবো। আমাদের মসজিদ আমরা ফিরিয়ে নিবো।

আমরা তার পাওনা পুরোপুরি আদায় করে নিবো ইনশাআল্লাহ। সাথে সাথে এসব কিছুর হিসাব আমরা ইন্ডিয়ান জালিমদের কাছ থেকে নিয়েই ছাড়বো। আমরা হিসাব নিবো কড়ায়গন্ডায় ঐ টিকিধারী নির্বোধদের কাছ থেকে-যারা বাবরী মসজিদ ভাংগার দুঃসাহস দেখিয়েছে। যারা এর দ্বারা সারা দুনিয়ার শান্ত পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করে তুলেছে, ছড়িয়ে দিয়েছে ফিৎনা-ফাসাদ। আমরা শান্তিপ্রিয় মানুষ কিন্তু তাই বলে আমাদের শান্তির মূল কেন্দ্র মসজিদ আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে আর আমরা শান্তিপ্রিয়তার অজুহাতে চুপটি মেরে বসে থাকবো এমনটি কশ্মিনকালেও হবে না।

আমরা শান্তিপ্রিয় জাতি কিন্তু আমরা একথাও জানি যে, মহান আল্লাহ আমাদেরকে এ অল্প সময়ের জীবন এ জন্য দিয়েছেন যাতে আমরা আমাদের ঈমান সংরক্ষণ করে চলি। যাতে মুসলমানদের দ্বীন ও ঈমান সংরক্ষিত থাকে। যাতে পবিত্র কুরআন সংরক্ষিত থাকে যাতে ইসলামের মাহাত্ম টিকে থাকে, যাতে উলামায়ে কিরাম সংরক্ষিত থাকেন, যথার্থ আকীদা যাতে বিনষ্ট হয়ে না যায়, যাতে মহান আল্লাহর যমীনে আল্লাহ পাকের বিধান বাস্তবায়িত হতে পারে। এবং এ জন্য আমাদের দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে যাতে ইসলামের আদর্শপূর্ণ নীতির স্পর্শে মানুষদেরকে সকল ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা থেকে মুক্ত করা যায়। এ প্রচেষ্টা আমরা কাল যেমন করেছি আজো তেমনি করবো। ভবিষ্যতেও চালিয়ে যাবো, নির্ভয়ে কিয়ামত পর্যন্ত আমাদের এ মিশন চলতেই থাকবে ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পূর্বসূরী বড়রা যেমনিভাবে হযরত সাহাবায়ে কিরামের সংগী হয়ে লড়াই করেছেন। আমাদের উত্তরসূরী ছোটরা তেমনি হযরত ঈসা (আঃ)-এর সংগী হয়ে জিহাদ করবে ইনশাআল্লাহ।

অত্যাচার যতই তীব্র হলো

আমি আমার ঐ সকল পূর্বসূরি আকাবিরে দীনের কথা অন্তরে স্মরণ করে, তাদের প্রতি মহব্বত ও ভালবাসার চেরাগ আত্মার মাঝে প্রজ্জ্বলিত করে, শুকরিয়ার অশ্রু বিসর্জন দিতে দিতে কাশ্মীর গিয়ে হাযির হলাম।

হযরত মুফতী সাহেব (দাঃ বাঃ) এইমাত্র বলেছেন যে, "আমি জানি না ভারতকে কোন পাগলা কুকুরে কামড় দিয়েছে, নাকি অন্য কিছুতে দংশন করেছে," তারা আমাকে গ্রেফতার করলো। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ! আমি তো সকাল বিকাল শুধু আল্লাহ পাকের শোকরর আদায় করে যাচ্ছিলাম। কিন্তু ইন্ডিয়া সকাল বিকাল শুধু অনুশোচনাই করে যাচ্ছিলো। আমি তো তখন স্মরণ করছিলাম একথা যে, আমাদের পূর্বসূরি আকাবিরগণও এরকম জেল জুলুম সহ্য করেছেন। তাঁদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির জন্য আমার শরীরটাকে যদি আক্রমণের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করা হয় তবে তা আমার জন্য সৌভাগ্যের কারণ।

جو لگتا ہے کوئی کنکر بدن پر دین کی خاطر
تو دل کو وادی طائف کے پتھر یاد آتے ہیں

দীনের জন্য শরীরে যখন
প্রস্তর খণ্ড হানে আঘাত,
তায়েফের স্মৃতি হৃদয় মাঝে
নতুনভাবে হয় আবাদ।

তায়েফ উপত্যকায় কার গায়ে পাথর নিক্ষিপ্ত হয়েছিলো, সেখানে কোন্ খুন ঝরেছিলো। মক্কার অলিগলিতে, মক্কার মাঠ-প্রান্তরে আহাদ আহাদ শব্দের আওয়ায কখন গুঞ্জরিত হয়েছিলো? এটি একটি পুরানো রীতি যা পূর্ব থেকেই চলে আসছে, এখনো চলছে আর ভবিষ্যতেও চলতে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

আমি মহান আল্লাহ পাকের দরবারে শোকর আদায় করছি আমার ঐ সকল শ্রদ্ধাভাজন আকাবিরগণের যারা আমাকে একদিনের জন্যও বিস্মৃত করে দেননি। তাদের দু'আ, তাদের সালাম, তাদের মহব্বতের প্রমাণ আমি সে বন্দীশালায় থেকেও পেয়েছি এবং তা আমার অন্তরে প্রশান্তি লাভের একটি বিশেষ কারণ ছিলো।

রাতের অন্ধকারে আমার দুশমনরা ভাবতো যে, আমরা তাকে নিঃসঙ্গ করে দিয়েছি। আজ রাতেই সে আত্মহত্যা করবে, তার উপর যে নির্যাতন চালানো হয়েছে, তার উপর যে কঠোর নিপীড়ন করা হয়েছে তাতে হয়তো বা সে আজ রাতেই আত্মহত্যা করবে আথবা কারাগারের দরজায় কড়া নেড়ে জানিয়ে দিবে যে, আমি ঈমান পরিত্যাগ করলাম, আমি জিহাদ করা থেকে তাওবা করে নিলাম। তারা উল্লাস করে আমাকে আটকে রেখে যেতো অথচ তার সামান্য পরেই আমার হাতে উঠে আসতো আল্লামা মুফতী তাকী উসমানীর "জাহানে দীদাহ" নামক ভ্রমণকাহিনী। আমি তখন মাওলানা তাকী উসমানী সাহেবের সাথে বিভিন্ন দেশ ঘুরে বেড়াতাম। এমন কি আছে যা আমাদের মুরব্বীগণ আমাদের দিয়ে যাননি। তারা সবকিছুই আমাদেরকে দিয়ে গেছেন। বন্দীশালার অন্ধকার প্রকোষ্ঠেও আমাদের হাতে তাদের তোহফা পৌঁছে গেছে, তাদের গবেষণামূলক মূল্যবান সম্পদ আমরা পাচ্ছি। শুধু দুঃখ ও অনুশোচনা এ কারণে যে, আমরা এসব কিছুই দূর থেকে দেখছি, হায়! যদি তাদের কাছে গিয়ে তাদের কদমে হাযির হয়ে তাদের এ সব কথা শুনতে পারতাম।

দুশমন দল আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে চেয়েছে কিন্তু তা তারা কী করে করবে? কারণ আমাদের মুরব্বী ও আকাবিরগণের দৃষ্টিভঙ্গি তো লিপিবদ্ধ অবস্থায় আমাদের হাতে উপস্থিত ছিলো। তারা আমাদের আকীদা বিশ্বাস নষ্ট করতে চেয়েছে, যাতে মহান আল্লাহর দিক থেকে আমাদের দৃষ্টি ফিরে যায় এবং আমরা যাতে ঐ কাফিরদের সামনে মাথানত করে বলি, আমাদেরকে আর মেরো না, আমাদেরকে আর কষ্ট দিও না। কিন্তু কোনদিন একথা শোনার ভাগ্য তাদের হয়নি। তারা আমাদেরকে অনেক মেরেছে কিন্তু আমাদের চোখের পানি দেখার সুযোগ তাদের হয়নি। আমাদেরকে তারা অনেক কষ্ট দিয়েছে আমাদের প্রতি নির্যাতন নিপীড়ন চালিয়েছে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ! আমাদের মাথা তারা কখনো নত হতে দেখেনি। আমাদের আকাবিরগণ আমাদের পূর্বসূরি মুরব্বীগণের পরিপূর্ণ অতীত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে তা আমাদের হাতে দিয়ে গেছেন। আমরা রাতে বসে সে ইতিহাস পাঠ

করতাম আর দিনের বেলা বুকটান করে তাদের সকল অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করার জন্য প্রস্তুত থাকতাম।

আমাদের আকাবিরগণ আমাদেরকে বলে গেছেন, হযরত ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর প্রতি নির্যাতনের কথা। তিনি লাশ হয়ে বন্দীশালা থেকে বের হয়েছিলেন। সুতরাং আমার খেয়াল হতো, যদি আগামীকাল আমারও লাশ হয়ে কারাগার থেকে ফিরতে হয় তাতে কিসের পরওয়া ? বরং মনে মনে এ আকাংখাও সৃষ্টি হতো। কারণ মুক্তাদী বা অনুসারী তো ইমামের পিছনেই চলে, তারই অনুসরণ করে। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর অনুসারী হয়ে আমরা তো গর্ববোধ করি। যদি এ বিষয়টাতেও অনুসরণ হয়ে যেতো তবে তাতো ছিলো খুবই সৌভাগ্যের কথা।

সম্মানিত উপস্থিতি! আপনাদের খিদমতে আমার অনুরোধ আপনারা আমাদের আকাবিরগণের মূল্যায়ন করুন। তাদের লিখা কিতাবসমূহের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করুন। মসজিদের সম্মান করুন। এসব জিনিষ যখন ছিনিয়ে নেয়া হয় তখন বড়ই ব্যথা লাগে এবং বার বার স্মরণ হতে থাকে।

আমাকে এখনই সফর করতে হবে। মনে তো চায় আরো অনেক কথা বলতে কিন্তু সময় যে নেই। এর আগেও আমি কয়েকবার করাচীস্থ এ দারুল উলূমে এসেছি। আপনাদের সাথে কথাও বলেছি। তাই আমি আশা করি আজ এখনই আপনারা আমাকে সন্তুষ্টচিত্তে বিদায় দিবেন। আর যেহেতু আপনারা তালিবে ইলম। আর দ্বীনী তালিবে ইলমগণ সারাবিশ্বে নিয়ম তান্ত্রিকতা ও সুশৃঙ্খলার এক নতুন ইতিহাস রচনা করেছে। আজ যদি আপনারা আমার সাথে মুসাফা ইত্যাদি করার জন্য জেদ করেন, তাহলে আমার আর সফর করা সম্ভব হবে না। এতে অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে। আমি আশাকরি আপনারা আমার প্রতি মহব্বত দেখিয়ে আমাকে যাওয়ার জন্য রাস্তা ছেড়ে দিবেন, যাতে আমরা গাড়ীতে চড়েই এখান থেকে রওয়ানা করতে পারি।

বাহওয়ালপুরের ঐতিহাসিক ভাষণ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّی عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّابَعْدُ
فَاَعُوْذُبِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَخَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسٰى
اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ
وَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِىَ اللّٰهُ اِلٰى اَنَّ
اٰخِرَ اُمَّتِىْ يُقَاتِلُ مَسِيْحَ الدَّجَّالَ
وَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِصَابَتَانِ مِنْ اُمَّتِىْ اَحْرَزَهُمُ اللّٰهُ مِنَ النَّارِ
عِصٰبَةٌ تَغْزُوا الْهِنْدَ وَعِصَابَةٌ تَغْزُوْا مَعَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ

ہر سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا
اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگا کر دم لیں گے
یہ بات عیاں ہے دنیا پر ہم پھول بھی تلوار بھی ہیں
یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے
سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے
عزت سے جئے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے

চারিদিকে ঐ আলোকরশ্মি
তাড়িয়ে দিয়েছে নিদ্রা ঘুম,
সিংহরা সব উঠেছে জাগি
বিশ্ব জাগাতে পড়েছে ধুম।

একদিকে মোরা খোলা তরবারী
অপর দিকে সুবাসী ফুল,
খুনরাঙা হবে বদন নয়তো
সুবাসিত হবে বিশ্বকুল।
ছিনিয়ে আনবো পাওনা মোদের
যতই আসুক বাধার ঝড়,
মাথা উঁচু করে বাঁচবো নয় তো
শহীদ হব দীনের পর

মুশরিকদের পরাজয় ও ইসলামের বিজয়

বাহওয়ালপুরের সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত মুসলিম ভায়েরা আমার! অতীতের সেই লোমহর্ষক ঘটনা স্মরণ করুন। মক্কার নেতা শ্রেণীর মুশরিকরা খোলা তরবারী হাতে নিয়ে একটি ঘর অবরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। সিদ্ধান্ত হয়ে আছে যে, আজ এ ধরায় এমন একটি গুনাহ করা হবে, এমন একটি অত্যাচারের নযীর স্থাপন করা হবে যে জুলুম ও অত্যাচারের পর দুনিয়া অত্যাচারের স্থায়ী নিবাসে পরিণত হবে। ওহে মক্কার মুশরিক সম্প্রদায়! ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করো। স্থিরচিত্তে শুনে নাও! হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শহীদ করার জন্য তোমরা আজ তাঁর ঘরের চতুর্দিকে একত্রিত হয়েছো, সকলেই নিজ নিজ হাতে নিয়েছো খোলা তরবারী। প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরের মধ্যেই আছেন আর বাইরে অপেক্ষমান রয়েছে মুশরিক দল, অপেক্ষা করছে ভূতপূজারী গোষ্ঠী। একত্ববাদের ঘোষণা দানকারী এ লোকটি আজ যখন ঘরের বাইরে বের হবে তৎক্ষণাৎ তাকে টুকরো টুকরো করে ফেলা হবে এই তাদের সংকল্প।

কিন্তু আমার মহান প্রভুর কুদরত লক্ষ্য করো, আকায়ে নামদার তখনই ঘর থেকে বেরোলেন, নিজের হাতে নিলেন ধুলো আর সে ধুলো তাদের মুখের উপর মেরে দিয়ে তাদের ভীড়ের মধ্য দিয়েই বেরিয়ে এলেন। কিছুক্ষণ পর মুশরিকরা দেখতে পেলো ঘর শূন্য। মদীনার মুনিব মদীনার পথে রওয়ানা হয়ে গেছেন।

মুশরিকরা পুনরায় তাঁকে অবরোধ করার উদ্যোগ নিলো, গারে সত্তর অবরোধের চেষ্টা করলো। কিন্তু এখানেও তারা ব্যর্থ হলো, মহান প্রভু তাঁকে বিশেষ তত্ত্বাবধানে রক্ষা করলেন। দুশমন চেয়েছে হত্যা করতে কিন্তু আল্লাহ পাক চেয়েছেন বাঁচাতে " يَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ " তারা বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করে আর মহান আল্লাহও বিভিন্ন কৌশলে তা ব্যর্থ করেছেন। ফলে পরাজিত ও ব্যর্থ হয়ে মক্কার মুশরিক সম্প্রদায় কাঁদতে লাগলো। তাদের মধ্যে মাতম শুরু হলো মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চলে গেছেন, সম্পূর্ণ নিরাপদে চলে গেছেন। তারা তাঁকে ধরতেও পারেনি এবং প্রতিরোধ করতেও সক্ষম হয়নি। পারেনি তাঁকে শহীদ করতে এমনকি তার শরীরে কোন আঁচড়ও কাটতে সক্ষম হয়নি। মক্কার মাতম আজ থেমে গেছে। কিন্তু চৌদ্দশত বছর পর আজ এক নতুন দৃশ্য আবার আমাদেরকে দেখানো হচ্ছে। ভারতীয়রা শপথ করছে যে, মাসঊদ আযহারকে আমরা ছাড়বো না। ভারতীয় প্রশাসন কসম করছে যে, আমরা এ লোকটিকে কোনক্রমেই মুক্তি দিবো না যে বাবরী মসজিদের কারণে আমাদের বিরুদ্ধে হুংকার মেরেছে, যে লোকটি সারা দুনিয়ায় মানুষের কানে জিহাদের দাওয়াত পৌঁছে দিচ্ছে, যে লোক সর্বদা কাঁধে ঝোলা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় আর পাগলের মত মুসলমানদেরকে حی علی الجهاد " "আসো জিহাদের পথে" বলে ডাকতে থাকে। এখন সে আমাদের কব্জায় এসে গেছে। তোমরা কস্মিনকালেও তাকে মুক্ত করার চেষ্টা করো না, কেননা জেলখানা থেকেই তার লাশ বেরোবে আর তাকে ইন্ডিয়ার মাটিতেই দাফন হতে হবে। কারণ আমাদের কাছে আছে চৌদ্দ লক্ষ সশস্ত্র সেনা, আরো আছে বি,এস,এফ-এর মত একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। আমাদের আছে "র"-এর মত একটি গোপন এজেন্সী, "রাষ্ট্রীয় রাইফেল" নামের এক রক্তক্ষয়ী বাহিনী আমরা তৈরি করেছি। সুতরাং আমরা তাকে কোনদিনও ছাড়বো না। মুক্তি দিবো না। আমাদের কাছে এটম বোমা আছে, আমরা আণবিক শক্তির অধিকারী, আমরা তাকে ছাড়বো না। কিন্তু এখানে যারা বসে আছেন পাকিস্তানে যারা অবস্থান করছেন, যারা আছে ইংল্যান্ড ও সৌদী আরবে সে সব নিরস্ত্র মুসলিম মুজাহিদগণ বলছিলেন,

আমাদের প্রভু আমাদের এ প্রিয় দোস্তকে অবশ্যই মুক্ত করে আনবেন। ইন্ডিয়া বললো, ছাড়বো না। কিন্তু ৩১ শে ডিসেম্বর দিনটি ছিলো শুক্রবার। সে দিনটি এমন একটি দিন যেদিন সারা ইন্ডিয়ায় মাতম শুরু হয়ে গেছে? সে দিনটি তোমরা কেন কাঁদো? তোমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যশোবন্ত সিনহা তার কমান্ডো বাহিনীর নব্বই সদস্যকে সাথে নিয়ে নিজেদের পারমাণবিক শক্তির প্রতি থুথু মেরে এই সাধারণ মানুষটিকে একটি বিমানে উঠালো। আর তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিয়ে জানালো, আমরা তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছি। এখন আর আমরা তাকে ইন্ডিয়ায় রাখতে পারছি না । আহ! আমার প্রভু, আপনি আজ থেকে চৌদ্দশত বছর পূর্বে আমাদের মুনিবকে মুক্ত করেছিলেন আর চৌদ্দশত বছর পর সে মুনিবের এক গোলামকে মুক্তি দিলেন। আজ মুশরিকগোষ্ঠী বলতে বাধ্য হচ্ছে যে, আমরা হেরে গেছি, মুসলমানগণ জিতে গেছে।

না'রায়ে তাকবীর - আল্লাহু আকবার।
সাবীলুনা সাবীলুনা - আল জিহাদ, আল জিহাদ।
তরীকুনা তরীকুনা - আল কিতাল আল কিতাল।

জিহাদের পথ কণ্টকাকীর্ণ

দুশমনগোষ্ঠী বলছিলো আমরা তাকে (মাসঊদ আযহার) অনেক কষ্টে গ্রেফতার করেছি। সুতরাং তাকে আমরা ছাড়বো না। একথাও তারা বলছিলো যে, প্রয়োজন হলে সকল বন্দীদের ছেড়ে দিবো কিন্তু তাকে ছাড়বো না। সে এমন কি অপরাধ করেছে যার কারণে তাকে তোমরা ছাড়বে না ? তারা বলেছে, সে দুনিয়ার সবচাইতে বড় অপরাধ করেছে আর তা হলো, সে এ যুগে জিহাদের কথা বলে। আমি বলেছি, এ অপরাধ তো আমি জেলখানায়ও করবো। এ অপরাধ তো আমি তোমাদের কঠিন ও কণ্টকাকীর্ণ জেলখানায় এবং তোমাদের বন্দুকের নলের সামনে দাঁড়িয়েও করতে থাকবো।

কিন্তু আমার একথা দুশমনদের বুঝে এসেছে তখন, যখন কোট বাহওয়ালপুর জেলখানায় সেখানকার নয়শত কয়েদী আমার সামনে বসেছিলো

এবং আমি তাদের সেভাবেই জিহাদের কথা বলে যাচ্ছিলাম যেভাবে পাকিস্তানে বলতাম। সুবহানাল্লাহ! জিহাদের দাওয়াতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি! এ দাওয়াত তো দমিয়ে দেয়া সম্ভব নয়। কারণ এ দাওয়াতের পিছনে রয়েছে শহীদদের পবিত্র খুন। সূর্যের আলোকে যদি তোমরা রুখে দিতে পারো তবে রুখে দাও। কিন্তু জিহাদের দাওয়াতকে তোমরা রুখতে পারবে না। জিহাদের পথের দাঈদের তোমরা রুখতে পারবে না। তোমরা আমাকে বন্দী করে ছয় বছর আমার বন্দীত্বের উৎসব পালন করেছো। কিন্তু পরিশেষে তোমাদেরকে এ কথা বলতে হয়েছে যে, মুশরিক হেরে গেছে, মুসলমান জিতে গেছে।

না'রায়ে তাকবীর - আল্লাহু আকবার

দীন ইসলাম - জিন্দাবাদ।

আল জিহাদ - জিন্দাবাদ।

অত্যাচারের প্রতিশোধ

বাহওয়ালপুরের সম্মানিত মুসলিম ভাইয়েরা আমার! আমাদের পাশেই বসে থাকা আমাদের এই অত্যাচারী জালিম পরশি এমন কী অত্যাচার আছে যা তারা করেনি। সে কোন ধরনের কঠোরতা আছে যা তারা মুসলমানদের উপর চালায়নি? ঐ গরুপূজারী আর গরুর পেশাবভোগী হিন্দুগোষ্ঠী যাদের সহজেই ভারতের ক্ষমতা হাতে এসে গেছে ওরা ওদের নির্যাতন কেন্দ্রে যেসব মুসলমানকে বন্দী করে রেখেছে, ওহে মুসলমান ভায়েরা! আমাকে আল্লাহ পাক তাদের করুণ অবস্থার কথা তোমাদেরকে শুনানোর জন্যই তোমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন। নিজেদের নরম বিছানায় যারা আরাম করে নিদ্রা যাও সে সব ভাইয়েরা শোন, তোমাদের ঐসব ভাইয়েরা যখন জেলের টর্চার সেলে মার খেয়ে অস্থির হয়ে পানি চাইতে থাকে তখন পানি না দিয়ে তাদের মুখের মধ্যে পেশাব করে দেয়া হয়।

হে আমার মুসলমান ভাইয়েরা! কোন সময় মুসলমান সম্প্রদায়ের মর্যাদার উপমা এই ছিলো যে, রুমের এক বাদশাহর দরবারে তথাকার একজন সামরিক জেনারেল একজন মুসলমান কয়েদী ঝলকে উঠলো এবং সেখান

থেকেই চিৎকার করে বলতে লাগলো, ওহে মুআবিয়া (রাযিঃ)! আপনি আমাদের আমীর, আমাদের খলীফা। কিন্তু আমাদের চেহারায় থাপ্পড় মারা হচ্ছে! সুতরাং হে মুআবিয়া (রাযিঃ)! কিয়ামতের দিনের জন্য আপনি জবাব প্রস্তুত করুন সেখানেই বসেছিলো হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ)-এর একজন গোয়েন্দা। তার মাধ্যমে সাথে সাথে এ সংবাদ আমীরুল মুমিনীন হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ)-এর কাছে পৌঁছে গেলো। এ সংবাদ শুনে হযরত আমীরুল মুমিনীন নিজের উপর ঘুম হারাম করে নিলেন, খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিলেন। কারণ তিনি ভাবলেন, আমি মুসলমানদের শাসক, আমি মুসলমানদের আমীর আর মুসলমানের চেহারায় থাপ্পড় মারা হচ্ছে। ঐ শক্তির কী মূল্য আছে যে শক্তি থাকার পরেও সম্মান সুরক্ষিত থাকে না।

এরপর আমীরুল মুমিনীন হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) নিজের সেনাপতিকে ডাকলেন এবং বলে দিলেন, এই আমার ধনভাণ্ডার রইলো, এই নাও তার চাবির ছড়া, যাও যত খরচ করার প্রয়োজন হয় করো। কিন্তু ঐ জেনারেল যে মুসলমানের চেহারায় থাপ্পড় মেরেছে তাকে কয়েকদিনের মধ্যে আমার দরবারে আমার সামনে উপস্থিত করো। যাতে ইসলামের মর্যাদা খাঁটো হতে না পারে। যাতে কোন মুশরিক একথা বলে গর্ব করতে না পারে যে, আমি মুসলমানের চেহারায় থাপ্পড় মেরেছি।"

কমান্ডার যুদ্ধ জাহাজ প্রস্তুত করলেন, হাদিয়া তোহফা সাথে নিলেন, নদীপথে তিনি তিনবার রোম সফর করলেন এবং পরিশেষে ঐ বেয়াদব জেনারেলকে ফাঁদে আটকে বন্দী করে জিঞ্জিরাবদ্ধ করে আমীরুল মুমিনীন হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ)-এর সামনে তাঁর দরবারে এনে হাজির করলেন। তিনি ঐ বন্দী মুসলমানকে মুক্ত করালেন এবং তাকে দরবারে ডেকে এনে বললেন, তোমার সাথে বেয়াদবী প্রদর্শনকারী অপরাধী আজ তোমার সামনে উপস্থিত। তুমিও তার চেহারায় থাপ্পড় মেরে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করো। সে মুসলমান দাঁড়িয়ে ঐ জেনারেলের গালে থাপ্পড় মারলো। বন্দী জেনারেলকে লক্ষ্য করে হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) বললেন, যাও! আমি তোমার জীবন ভিক্ষা দিলাম, কিন্তু রুমের বাদশাকে তুমি এ কথা বলে দিও। আমরা মুসলমান, আমরা আল্লাহপাকের প্রতি বিশ্বাসী ঈমানদার, আমরা

আল্লাহপাকের নাম স্মরণ করে থাকি। আমরা হযরত মুহাম্মদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কালেমা পড়ে থাকি। আমরা গোটা বিশ্বের মুসলমান একটি শরীরের মত। আমাদের সকলেরই যেন একটি প্রাণ, আমাদের শিরায় প্রবাহিত খুনও এক, আমাদের মতবাদ ও দর্শন এক। সুতরাং যদি কোন একজনের চেহারায় থাপ্পড় মারা হয়, তবে গোটা মুসলিম জাতি তোমাদের কাছ থেকে সে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য দাঁড়িয়ে যাবে।

না'রায়ে তাকবীর - আল্লাহু আকবার।

সাবীলুনা সাবীলুনা - আল জিহাদ, আল জিহাদ।

সাবীলুনা সাবীলুনা - আল জিহাদ আল জিহাদ।

আর কত ঘুমিয়ে থাকবে ?

আমীরুল মুমিনীন হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ)-এর দরবারে একজন রুমী মুশরিকের গালে যখন থাপ্পড় লাগলো তখন রোম সম্রাটও নিজ দরবারে বসে কেঁপে উঠলো। মুসলিম ভাইয়েরা আমার! আজ আপনাদের যে সব সাথীরা গ্রেফতার হয়ে আছে তাদের চেহারায় শুধু একটি নয়, বরং হাজার হাজার থাপ্পড় মারা হচ্ছে।

হে আমার ঐ সকল বন্ধুরা যারা আমাদেরকে জিহাদের দাওয়াত থেকে বিরত থাকতে বলেন, এ কাজ তো আপনাদের ছিলো যে, আপনারা আপনাদের মুসলমান ভাইদের হেফাযত করবেন। এটা আপনাদের দায়িত্ব ছিলো যে, আপনারা প্রতিজন মুসলমানের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য, মদীনার মুনিব হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বীনের হেফাযতের জন্য জীবন কোরবান করবেন।

ওহে দুনিয়ার ভীতু মানুষেরা! কতদিন আর দুনিয়াতে বেঁচে থাকতে পারবে ? কবরস্থানে তো প্রতিদিনই নতুন নতুন কবর তৈরি হচ্ছে। ওহে আপন ঘরে আরামের জীবন-যাপনকারী! কতদিন তোমরা দুনিয়ায় বেঁচে থাকবে? কবর স্থানতো প্রতি নিয়ত আবাদ হচ্ছে। আপন ঘরে নিরাপদ জীবন যাপনকারী ভায়েরা আমার! কতদিন তোমরা এভাবে নিরাপদে থাকতে পারবে? এক সময় এ নিরাপদ জীবনও হয়তো থাকবে না। দুনিয়ার মঙ্গল

চিন্তায় বিভোর থেকে যারা জিহাদের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করছো, তারা আমার মত এক সাধারণ মুসলমানের দিকে তাকিয়ে দেখ! দীর্ঘ ছয় বছর পর্যন্ত দুশমনের কারাগারে বন্দী থাকার পর আজ আবার আমি জীবন্ত সহিসালেম অবস্থায় তোমাদের সামনে বসে আছি। এমন কোন অত্যাচার নির্যাতন নেই যা আমার উপর চালানো হয়নি। কিন্তু মহান আল্লাহ যখন কাউকে বাঁচাতে চান, মহান প্রভু যখন কাউকে মুক্ত করতে চান তখন কেউ তাকে মারতে পারে না, কেউ পারে না তাকে বন্দী করে রাখতে। আবার যখন আল্লাহ পাক কাউকে মারার ইচ্ছা করবেন, তখন কেউ তাঁকে বাঁচাতে পারে না। সুতরাং তোমরা কেন জিহাদ ছেড়ে দিবে? নিজের ঈমানের দাবী কেন পরিহার করবে? নিজের নীতি ও আর্দশকে কেন জলাঞ্জলি দিবে?

ওহে জালিম ইন্ডিয়া! তুমি আর কতদিন এভাবে অত্যাচার চালাতে থাকবে? জুলুমের নিশিতো এক সময় ভোরের আলোয়ে উদ্ভাসিত হবেই। তখন অত্যাচার স্বয়ং অত্যাচারকারীর দিকেই ফিরে যাবে।

ইন্ডিয়ার, কালোহাত - জিহাদ করে গুঁড়িয়ে দাও।

যুলুম চলবে যতদিন - জিহাদ চলবে ততদিন।

কাশ্মীরের জিহাদ যথাযথ, শরীয়তসম্মত

মহান আল্লাহ দয়া করে আমাকে আমার দেশে পৌঁছে দিয়েছেন। আমার ভাইদের কাছে, আমার বুযুর্গদের খেদমতে উপস্থিত করে দিয়েছেন। যার কারণে আজ করাচী থেকে খাইবার পর্যন্ত আনন্দের স্রোত বয়ে যাচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ। এটা আমার মুক্তির জন্য আনন্দ নয় বরং ইসলামের বিজয়ের আনন্দ আর কুফুরের পরাজয়ের আনন্দ। আমি কে ? আমি কেউ না, আমার মুক্তিতে আনন্দ নয় বরং আনন্দ হচ্ছে কাফিরগোষ্ঠী এখানে চরমভাবে পরাজিত হয়েছে সে জন্য।

ইন্ডিয়া শুনে রাখো! এখানে যেমনিভাবে তোমার চরম পরাজয় ঘটেছে, ইনশাআল্লাহ এভাবে কাশ্মীরেও তোমাকে চরমভাবে পরাজিত হতে হবে। কাশ্মীর জিহাদ নির্ভেজাল একটি শরীয়তসম্মত জিহাদ, একটি ঈমানী জিহাদ, এতে কোন সন্দেহ নেই। আজ কাশ্মীরে যে জিহাদী কর্মসূচী চলছে সে

ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ পরিষ্কার। আর তা হলো, কাশ্মীর পাকিস্তানের অংশ। কাশ্মীরের মুসলমানগণ পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য অস্থিরভাবে তড়পাচ্ছে, কিন্তু ইন্ডিয়া প্রতিদিনই সেখানে সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করে চলছে।

ইতিহাস কিন্তু কাউকে ক্ষমা করে না

ওহে পাকিস্তানের মুসলমান ভায়েরা! কাশ্মীরীরা তোমাদের ভাই, তাদের প্রতি যেসব অত্যাচার ও নির্যাতন চালানো হচ্ছে বাস্তব কথা হচ্ছে, যদি আসমানও সে যুলুম নির্যাতন দেখতে পেতো তবে অশ্রু সংবরণ করতে পারতো না।

কয়েকদিন আগের কথা। আমি যখন জম্মু কারাগারে বন্দী ছিলাম তখন ইন্ডিয়ান আর্মিদের একটি বাহিনী রাজুড়ী এলাকায় একটি মুসলিম পরিবারের উপর আক্রমণ চালালো। সে পরিবারটির অপরাধ (?) ছিলো তাদের ঘরে যখন কোন মুজাহিদ আসতো তারা তাঁকে খানা খাওয়াতো। ইন্ডিয়ান আর্মির জালিম সৈন্যরা সে পরিবারের উপর গুলি চালাতে লাগলো। গুলি করে একে একে সে পরিবারের সবাইকে তারা শহীদ করে দিলো। শহীদদের মাঝে একজন অন্তঃসত্ত্বা মহিলা ছিলো! ঐ হিংস্র জালিমগুলো সে মহিলার পেট চিরে বাচ্চাটি বের করে এনে জবাই করে দিলো।

ওহে মুসলমান ভায়েরা! ইসলাম কি এতটাই অধঃপতিত হয়ে গেছে? আজ ইসলামের মর্যাদা কি এতটাই নিঃশেষ হয়ে গেছে যে, উম্মতে মুহাম্মাদীর সদস্যদের দুনিয়ায় ভুমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেই তাদেরকে মৃত্যুর পরওয়ানা দিয়ে দেয়া হয়?

বিগত সময়ে যেদিন পর্যন্ত জিহাদ ছিলো, সেদিন পর্যন্ত আমাদের জীবন নিরাপদ ছিলো, আমাদের ইযযতও সুরক্ষিত ছিলো। আজ অন্তঃসত্তা মায়ের পেট চিরা হচ্ছে শুধু আমাদের কাপুরুষতার কারণে, আমাদের অলসতা ও দুর্বলতার কারণে।

ওহে সিন্দুক বোঝাইয়ে লিপ্ত ধনাঢ্য ব্যক্তিরা! তোমরা আর কতদিন পর্যন্ত এভাবে নোট গুনে পাগল হতে থাকবে? বলো, ঐ নোট তোমাদেরে কি

দিয়েছে ? আর সে নোট মুসলমানদেরই বা কি দিয়েছে ?

নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে যারা কথা বলে তাদেরে বলছি, আমাদের উপর তো প্রতিদিন যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। আমাদের এ প্রিয় মাতৃভূমি। আমাদের এ পবিত্র দেশের বিরুদ্ধে অতীতেও অনেক ষড়যন্ত্র হয়েছে, আজো ষড়যন্ত্র চলছে, আজো 'র'-এর গোপন তথ্য বইয়ে লেখা আছে-"আমরা পাকিস্তানকে ছিনিয়ে নিবো, আমরা পাকিস্তানকে ধ্বংস করে দিবো।" হে আমার মুসলমান ভাইয়েরা! মুনাফেকী থেকে তাওবা কর। যদি তাওবা করে ফিরে আসতে ব্যর্থ হও তবে মনে রেখো ইতিহাস কিন্তু কাউকে ক্ষমা করে না।

না'রায়ে তাকবীর - আল্লাহু আকবার।

সাবীলুনা সাবীলুনা - আল জিহাদ আল জিহাদ।

দেশ রক্ষা করা ফরয

আমি মৌলিক দুটি কথা বলছি এবং অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় বলছি, এদেশ রক্ষা করা আমাদের উপর ফরয। কাশ্মীর উদ্ধার করা আমাদের উপর ফরয। ওহে আমার মুসলিম ভায়েরা! যে ভূমিতে আযান হয় সেখানে কাফির মুশরিকদের শাসন প্রতিষ্ঠা করার কোন অধিকার নেই। কশ্মিনকালেও তাদেরকে সে সুযোগ দেয়া যায় না।

আমাদের একজন বুযুর্গ স্বপ্ন দেখেছেন, পাকিস্তানের একটি বিপর্যয়ের মুহূর্তে প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁদছেন। বুঝা গেলো পাকিস্তান মুসলিম রাষ্ট্র হওয়ার কারণে এর প্রতি স্বয়ং প্রিয়নবী হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিশেষ নযর রয়েছে, এর বিপর্যয়ে তিনিও মনে ব্যথা অনুভব করেন।

ওহে পাকিস্তানের বাসিন্দা ভায়েরা আমার! পাকিস্তানে থাকাকালীন অবস্থায় তোমাদের পাকিস্তানের মূল্য বুঝে আসছে না। যদি তোমরা কেউ কখনো ইন্ডিয়ার কোন কারাগারে যাও তখন পাকিস্তান তোমাদের কাছে একটি পবিত্র জান্নাত বলে মনে হবে। যেখানে ইসলাম আছে, যেখানে দ্বীন আছে, যেখানে জিহাদ আছে, যেখানে আত্মমর্যাদাবোধ আছে, যেখানে পরস্পরের প্রতি

হৃদ্যতা আছে। কিছু লোক খারাপ হয়ে গেলে সে কারণে পুরো দেশটাই খারাপ হয়ে যায় না। মদীনার মত পবিত্র শহরেও আবদুল্লাহ ইবনে উবাই-এর মত মুনাফিক ছিলো।

ওহে হিন্দু সম্প্রদায় শুনে রাখো! পাকিস্তান একটি মসজিদ, আর এ মসজিদের সংরক্ষণের জন্য আমরা আমাদের জীবন কোরবান করে দিতেও সামান্য কুণ্ঠাবোধ করবো না।

নারায়ে তাকবীর - আল্লাহু আকবার।

সাবীলুনা সাবীলুনা - আল জিহাদ আল জিহাদ।

ভাই, দয়া করে কেউ আমার ছবি তুলবেন না। বলতেছিলাম যদি আমাদের দেশের দিকে কেউ বক্র দৃষ্টিতে তাকায়, আমাদের দেশকে যদি কেউ কোপ দৃষ্টির লক্ষ্যস্থল বানায় তাদের প্রতি আমার বক্তব্য হচ্ছে, এমনটি করা হলে তাদের চোখ উপড়ে ফেলা হবে ইনশাআল্লাহ।

ওহে আমার পবিত্র মাতৃভূমি! এবার তোমাকে পূর্ণাঙ্গ সাজে সজ্জিত হতে হবে, এবার তোমাকে পূর্ণতা লাভ করতে হবে ইনশাআল্লাহ।

আজ খাইবার থেকে করাচী পর্যন্ত সৌদী আরব থেকে নিয়ে আমেরিকা পর্যন্ত আনন্দের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। যেহেতু একজন মুসলমান মুক্তি লাভ করেছে। যখন কাশ্মীরের এক কোটি মুসলমান মুক্তি লাভ করবে তখন কী পরিমাণ আনন্দের স্রোত বইবে? আর সে খুশি ইনশাআল্লাহ অবশ্যই আমরা দেখতে পাবো।

ওহে ইন্ডিয়া! তুমি আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র, আমরা চাই তুমি নিরাপদে থাক, কিন্তু সে জন্য তোমাকেও সন্ত্রাস পরিহার করতে হবে। কাশ্মীরে তোমরা যা করছো তাও নিঃসন্দেহে একটি রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস। তা যদি তুমি বন্ধ করতে না পার তবে আমাদের সামনে আর কখনো এরূপ মায়াকান্না করতে আসবে না যে, সন্ত্রাসের উত্থান হয়ে গেছে, সন্ত্রাস ব্যাপকতা লাভ করেছে। মনে রাখবে, আমরা ইটের জবাব পাথর দিয়ে দেয়ার জাতি।

আমার কাছে ভারতীয় শাসকগোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা এসে বলেছে, বলে দাও কাশ্মীর সমস্যার সমাধান কিভাবে দিবো? আমরা সেখানে রাস্তা-ঘাট তৈরি

করে দিবো। আমরা সেখানে কলেজ-ইউনিভার্সিটি তৈরী করে দিবো। সেখানে আমরা নদী-খাল খনন করে নৌবন্দর বানিয়ে দিবো। আমরা সেখানে কারেন্ট সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা করবো। তার জবাবে আমরা বলেছি, আমরা মুসলিম জাতি, ভিক্ষুকের জাতি নই। এসব কথা দ্বারা তোমরা নর্তকীদের রাযী করতে পারবে কিন্তু আমরা মুসলিম জাতি, আমাদের কাছে মাল-সম্পদ ময়লা-আবর্জনার মত বস্তু। আমরা সেই জাতি যারা অত্যাচারিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ না করে স্থির হয় না। আমাদের যেসব খুন ঝরানো হয় আমরা তার প্রতিটি ফোঁটার বদলা নিয়ে থাকি। আমাদের যে ইযযত ও মর্যাদা আমাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয় আমরা তার প্রতিশোধে পুরো বিশ্বকে ছিনিয়ে নিয়ে তাদের বেইজ্জত করতে জানি। আমাদেরকে ইযযত সম্মান নিয়ে থাকতে দাও। তাহলে আমরাও তোমাদেরকে ইযযত সম্মান দেখাবো। আমাদেরকে নিরাপদে থাকতে দাও! আমরাও তোমাদেরকে নিরাপত্তা দিবো। কিন্তু আমাদের দিকে যদি কোন বক্রু দৃষ্টিতে তাকানো হয় আর যদি মনে করা হয় যে, রাস্তা বানিয়ে দিলেই সব চুকে যাবে, তবে জেনে রাখো! তাহলে তোমরা আহম্মকদের স্বর্গে বাস করছো।

না'রায়ে তাকবীর - আল্লাহু আকবার।

সাবীলুনা সাবীলুনা - আল জিহাদ আল জিহাদ।

ইন্ডিয়ান সন্ত্রাসের জবাব

হে আমার মুসলমান ভায়েরা! আমি এবার আমার শেষ কথা বলছি। লক্ষ্য করে শুনে রাখুন! ঐ সকল লোক যাদের দায়িত্ব আমার কথা নোট করে উপর মহলে পৌঁছে দেয়া তাদেরকেও বলছি, আপনারাও মুসলমান। এ কুরআন শুধু আমার জন্য নয় আপনাদের জন্যও এ পবিত্র কুরআন এসেছে। শুধু আমাকেই কবরে যেতে হবে না বরং আপনাদেরকেও কবরে যেতে হবে। আমি যদি ছয় বছর পর্যন্ত আমার বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে ছেড়ে যেতে পারি তাহলে আমার উপর যে ফরয বর্তায় তা আপনাদের উপরও অবশ্যই বর্তায়-এ জন্য অবশ্যই লিখুন খুব ভালভাবে লিখুন।

আমি যে কথা বলছিলাম এবং আমি নিজেকেও বলছি, ওহে মুসলমান ভায়েরা! জিহাদ করা ফরয। আর বর্তমানে কাশ্মীরে ইন্ডিয়ান বাহিনী প্রবেশ করার পর পাকিস্তানের মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরয হয়ে গেছে, যেহেতু কাশ্মীর পাকিস্তানের অংশ। যে ব্যক্তি জিহাদ ফরয হওয়ার পরও জিহাদ করবে না, কিংবা মুজাহিদদেরকে সহযোগিতা করবে না, আল্লাহপাক মরার পূর্বে তাকে কোন ভয়াবহ বিপদে লিপ্ত করে দিবেন। এটা আমার মুনিব হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভবিষ্যদ্বানী। সহীহ মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি জিহাদ ফরয হওয়ার পরও জিহাদ করবে না সে মুনাফেকীর একটি শাখার উপরে থেকে ইন্তিকাল করবে। হাদীসের কিতাব খুলে দেখুন, তার মধ্যে এ হাদীস বর্ণিত রয়েছে। আমার মুনিবের ফরমান সেখানে লিখা আছে। মুসলমান ভায়েরা আমার! কবর খনন করা হয়ে গেছে, মরার সময় নির্ধারিত রয়েছে। আজ এ বিশাল সমাবেশে যে বিপুল পরিমাণ লোক বসা আছে, হতে পারে আগামীকাল সকলেই হয়তো কোন কবরস্থানের বাসিন্দা হয়ে যাবে, এখানে আবার অন্য লোক বসবে। সব কিছুই শেষ হয়ে যাবে। আমি তোমাদেরে বলছি, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার চেষ্টা কর। মযলূম মুসলমানদের সাহায্য কর। জিহাদের জন্য নিজের পকেট খোলো, নিজের ঈমান ও নিজের দিলকে জিহাদের জন্য খুলে দাও।

ওহে নওজোয়ানবৃন্দ! অস্ত্র-সজ্জিত হয়ে যাও। আর ইন্ডিয়াকে বলে দাও! যদি তুমি সন্ত্রাস অব্যাহত রাখো তাহলে জেনে রাখো, আমরা তোমাদের সন্ত্রাসী তৎপরতাকে ভেংগে খান খান করে দিতে জানি।

না'রায়ে তাকবীর- আল্লাহু আকবার।

মাওলানা মাসউদ আযাহার - জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ।

মরণে আবার কিসের ভয়?

আমি বন্দী হওয়ার পর বাহির থেকে আমাকে মুক্ত করার চেষ্টা হয়েছে অনেক বার। যখনই আমার মুক্তির চেষ্টা হয়েছে তখন ভিতর থেকে আমাকে বলা হতো, ভাই! আপনার জীবনের ব্যাপারে চরম আশঙ্কা রয়েছে। আমি জবাব দিয়েছি, আমার জীবনের তো কোনই আশঙ্কা নেই। কারণ এ জীবন

যিনি দান করেছেন তা তার কাছেই তো ফিরে যাবে। মনে রেখো, যে মউতকে তোমরা সবচাইতে বড় শাস্তি বলে মনে করে থাকো, সে মউত তো আমাদের কাছে সবচাইতে বড় সৌভাগ্যের বিষয়।

আমাকে আরো বলা হলো, বিমান ছিনতাই হয়েছে এ কারণে আপনার উপর কোন বিপদ আসতে পারে। আমি বললাম, যদি বাইরে বিমান ছিনতাই হওয়ার কারণে তোমরা কারাগারে আমাকে শহীদ করে দাও, তবে আমি ঐ বিমান ছিনতাইকারীদের শুকরিয়া আদায় করবো। এ জন্য যে, তারা আমাকে আমার প্রভুর দরবারে পৌঁছে যাওয়ার পথ সুগম করে দিয়েছে। তোমরা আমাদেরকে মরণের ভয় দেখাও, মরণ তো আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিতির নাম। তোমরা জানো না, আমরা দিনে কতবার সিজদার মাধ্যমে আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হই। যে মহান প্রতিপালককে আমরা সিজদা করি সেই প্রতিপালকের কাছে যেতে আমরা ভয় পাবো ? তোমরা যাকে একবার সালাম করো তার কাছে যেতে আর ভয় পাও না। আর আমরা তো প্রতি মুহূর্তে কখনো রুকু করে আমাদের প্রভুর দরবারে যাই, আবার কখনো সিজদা করে তাঁর সামনে হাযির হই। সুতরাং আমরা তার কাছে হাজির হতে কেন ভয় পাবো? আমরা তো দিন রাত আমাদের প্রভুর দরবারে এই বলে অনুনয়-বিনয়ভরে ফরিয়াদ করে থাকি যে, আয় আমাদের মালিক! আপনি দয়া করে আমাদের জীবন আপনার রাহে কবুল করে নিন।

যারা আমাদেরকে মউতের ভয় দেখাও, শুনে রাখো! আমাদের যখন মরণ আসে তা আমাদের মরণ হয় না বরং সেটা হয় আমাদের নতুন জীবন। যখন আমাদের কেউ শহীদ হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করে তখন তাকে নিয়ে আসমানে সমাবেশের আয়োজন করা হয় এবং সেখানে বিবাহের মত আনন্দ উৎসব হতে থাকে। বেহেশতী হুরেরা নেমে আসে, তারা প্রথম আসমানে এসে বসে থাকে আর অধীর আগ্রহে শহীদকে দেখতে থাকে এবং অস্থির হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে সে কখন আসমানে গিয়ে পৌঁছুবে। আসমান থেকে মূল্যবান পোশাক আনা হয়, উন্নত খুশবু আনা হয়। সে মউত যদি আমাদের ভাগ্যে জুটে যায় তবে তার চাইতে সৌভাগ্যের বিষয় আর কী হতে পারে!

জিহাদের ডাক

ওহে নওজোয়ান যুব সমাজ! শাহাদাতের মউতের চাইতে বড় নেয়ামত আর কিছু নেই। এ জন্য আজকের সমাবেশে উপস্থিত সকল মুসলমান ভাইদের মহান আল্লাহকে হাযির-নাযির মনে করে জিহাদের দাওয়াত দিচ্ছি। সম্মান, মর্যাদা ও মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার পথে আহ্বান করছি। আমি আপনাদের সে পথের দাওয়াত দিচ্ছি যে পথের দাওয়াত মহান আল্লাহ আসমান থেকে সাড়ে চারশত আয়াতের মধ্যে দিয়েছেন। সে পথের প্রতি আহ্বান করছি যে পথে স্বয়ং মদীনার মুনীব হযরত রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সীমাহীন কষ্ট-ক্লেশ ও নির্যাতন বরদাশ্‌ত করেছেন। আমি আপনাদের সে পথের দাওয়াত দিচ্ছি যে পথে জান্নাত লাভ হয়, যে পথে সুখ-শান্তি অর্জিত হয়, যে পথে প্রশান্তি লাভ হয়। যে পথের দ্বারা মানুষ গোলামীর জিঞ্জির ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিতে পারে।

হে বাহওয়ালপুরবাসী ভায়েরা আমার! তোমরা বলো, তোমরা জিহাদ করবে কি না? সকলে সমস্বরে জবাব দিলো, আমরা জিহাদ করবো ইনশাআল্লাহ।

ভায়েরা আমার! তোমরা ইন্ডিয়ার সাথে লড়াই করবে কি না ? সকলে সম্মিলিত কণ্ঠে জবাব দিলো, অবশ্যই লড়বো ইনশাআল্লাহ।

উপস্থিত অন্য লোকদের অভিপ্রায় কি তারা কি এ জিহাদের ডাকে ঝাঁপিয়ে পড়তে রাজি নয় ? তখন গগনবিদারী শ্লোগান উঠলো।

লাব্বাইক লাব্বাইক - আল্লাহুম্মা লাব্বাইক
সাবীলুনা সাবীলুনা - আল-জিহাদ আল-জিহাদ !!

গোলামীর অবসান ও আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা

ভায়েরা! তোমরা যদি জিহাদ করতে না যাও তবে দেখবে হঠাৎ এক সময় কারো পক্ষ থেকে কোন রকেট লাঞ্চার এসে তোমাদের প্রতি আঘাত হেনেছে। পক্ষান্তরে তোমরা যদি জিহাদ করতে যাও তবে কারো রকেট তোমাদেরকে আক্রমণের লক্ষ্যস্থল বানানোর সুযোগ পাবে না, ইনশাআল্লাহ। তোমরা জিহাদ করতে না যাওয়ার কারণে আজ ইন্ডিয়া পাকিস্তানকে গ্রাস

করার পরিকল্পনা করে বসে আছে। পক্ষান্তরে তোমরা যদি জিহাদের ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে যাও দেশ রক্ষার জিহাদে দৃঢ় সংকল্প হও তবে ইন্ডিয়া শুধু কাশ্মীর কেন বরং ইন্ডিয়ার অর্ধেক ছেড়ে দিতেও প্রস্তুত হয়ে যাবে। কারণ মালাউনদের কাছে তাদের জীবন খুব প্রিয়। পক্ষান্তরে মুসলমানদের কাছে সবচাইতে অধিক প্রিয় হয় তাদের ঈমান।

সুতরাং ভায়েরা আমার! তোমরা কি জিহাদের জন্য প্রস্তুত আছো? সকলে সমস্বরে জবাব দিলো -ইনশাআল্লাহ প্রস্তুত আছি!

ভায়েরা আমার! তোমরা কি কাশ্মীর যাওয়ার জন্য প্রস্তুত আছো? সকলে সম্মিলিতকণ্ঠে জবাব দিলো, ইনশাআল্লাহ প্রস্তুত আছি। তোমরা রোযা অবস্থায় আছো, এ অবস্থায় তোমরা মিথ্যা কথা তো বলছো না ? আল্লাহ পাককে ধোঁকা তো দিচ্ছো না ? সকলে জবাব দিলো-জি না।

আজ এ কথা বলে আগামীকাল তো আবার মরণকে ভয় করবে না ? সকলের জবাব-জি না।

গুলিকে তো ভয় পাবে না ? সকলের জবাব, জি না। ডান্ডাবেড়ী আর হাতকড়াকে তো ভয় পাবে না? সকলে জবাব দিলো-জি না। কাপুরুষতা তো প্রকাশ করবে না, উপস্থিত সকলে জবাব দিলো-জি না। কোন মালাউনকে তো পিঠ দেখাবে না, সকলের জবাব-জি না।

যখন তোমরা রক্ত দিতে ভয় করবে না তখন মহান আল্লাহ তোমাদের রক্তের মধ্যে মেশকে আম্বরেব ঘ্রাণ তৈরি করে দিবেন এবং সে সুঘ্রাণ যেখানে যেখানে পৌঁছে যাবে সেসব স্থান থেকে গোলামীর বন্ধন ভেংগে খান খান হয়ে যাবে এবং সেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে পবিত্র কুরআনের বিধান .

-o-

তোরা সব রণ সাজে সাজ

শহীদী রক্তে রাঙ্গা
ইসলামে আজ মাখতে কালি,
ইসলামের ঝান্ডাবাহী
বীর সেনাদের দিচ্ছে গালি।
জালিমের রক্ত চোখে
ঐ চেয়ে দেখ বান ডেকেছে,
জাহিলের সাংগরা আজ,
ময়দানেতে ফের নেমেছে।
ইয়াহুদ আর নাসারাদের
দেখ দালালীর ধুম পড়েছে,
ইসলামের প্রহরীরা তবে
আজও কেন ঘুম পড়েছে।
এখনো ঘুমিয়ে কেন
সিংহশাবক জাগবি কবে?
মাথাকে হেড করে তুই
আর কতকাল থাকবি ভবে?
বীরবর হাঁক ছেড়ে তুই
বীর কেশরী উঠ না জেগে,
দেখবি পরগাছা সব
তোর হাঁকেতে যাচ্ছে ভেগে।
লাখ লাখ বীর মুজাহিদ

তোর পিছনে বাঁধবে সারি,
কালিমা বক্ষে লয়ে
দুর্গম পথে ধরবে পাড়ি।
চেয়ে দেখ পুব আকাশে
দ্বীন ইসলামের রাঙ্গা রবি,
ঐ দেখ বিশ্বজুড়ে
আল মদীনার জ্যান্ত ছবি।
সে ছবি সামনে তোদের
ঘুঁচবে ম্লান হয়ে আজ,
ইসলাম বাঁচাতে পুণঃ
তাই তোরা সব রণ সাজে সাজ।

মাকতাবাতুল আশরাফ

কর্তৃক প্রকাশিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই

আশরাফ চরিত
খাজা আযীযুল হাসান মাজযূব (রহঃ)
মূল্য ঃ ৩০০.০০ টাকা মাত্র

তাযকিরাতুল আখেরাহ্
প্রফেসর মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান
মূল্য ঃ ২০০.০০ টাকা মাত্র

বিজ্ঞানের আলোকে **কুরআনের অলৌকিকতা**
ইঞ্জিনিয়ার শেখ মুহাম্মাদ আব্দুল হাই
মূল্য ঃ ২২০.০০ টাকা মাত্র

ইসলাম ও আধুনিকতা
মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
মূল্য ঃ ৭০.০০ টাকা মাত্র

আখেরাতের পাথেয় (মাওয়ায়েযে আবরার-১)
মুহিউস্ সুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক ছাহেব
মূল্য ঃ ১০০.০০ টাকা মাত্র

কুরআনের আলোকে **দাওয়াত ও তাবলীগের মূলনীতি**
মাওলানা ক্বারী মুহাম্মাদ তাইয়্যেব (রহঃ)
মূল্য ঃ ৭০.০০ টাকা মাত্র

হৃদয়ের আলো
শাইখ বদিউয যামান সাঈদ নূরসী (রহঃ)
মূল্য ঃ ৭০.০০ টাকা মাত্র

আল্লাহ ওয়ালা
মুফতী মুহাম্মাদ শফী (রহঃ)
মূল্য ঃ ৭০.০০ টাকা মাত্র